

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মকর্তার সূত্রে
জামায়াত নেতাদের গোপন বৈঠক!



-- ১৬ পৃষ্ঠায়

বহুল প্রতীক্ষিত 'অটাম বাজেট ২০২৬' পেশ

জ্বালানি বিলে বিশাল ছাড় সম্পত্তি ও জমানো আয়ে কর বৃদ্ধি

স্টাফ রিপোর্টার :

বিশ্ব অর্থনীতির উত্তাল পরিস্থিতি এবং জীবনযাত্রার তীব্র ব্যয়ভার সামাল দিতে মধ্যবিত্ত ও সাধারণ পরিবারগুলোর জন্য একগুচ্ছ তাৎক্ষণিক স্বস্তিদায়ক পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেছেন যুক্তরাজ্যের চ্যান্সেলর অব দ্য এক্সচেকার জন হিলি। পার্লামেন্টের হাউস অব কমন্সে নতুন সরকারের বহুল প্রতীক্ষিত 'অটাম বাজেট ২০২৬' পেশ করে চ্যান্সেলর জানান, আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে সৃষ্ট 'অর্থনৈতিক বাড' সত্ত্বেও সরকার সাধারণ মানুষের কাঁধের ভার কমাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ঘোষিত বাজেটে ২০ মিলিয়ন (২ কোটি) পরিবারের জন্য এককালীন ১০০ পাউন্ডের সরাসরি জ্বালানি সহায়তা, বিদ্যুৎ বিলে ভ্যাট অব্যাহতি বহাল রাখা এবং গৃহস্থালি গ্যাসের দৈনিক 'স্ট্যান্ডিং চার্জ' প্রত্যাহারের মতো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, এই সহায়তার তহবিল জোগাতে সম্পত্তি ও সম্পদের আয়ে অতিরিক্ত ২ শতাংশ কর বৃদ্ধি এবং ব্যাংকিং খাতের ওপর সারচার্জ বাড়ানোর মতো কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওয়েস্টমিনস্টার। জীবনযাত্রার ব্যয় কমানো ও বাড়িওয়ালাদের ওপর চাপবাজেট বজ্জায় চ্যান্সেলর জন হিলি বলেন, "আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার হলো দেশের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন



খরচ কমানো এবং অর্থনীতিকে শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো।" বাজেটের মূল আকর্ষণের মধ্যে রয়েছে : সরাসরি ১০০ পাউন্ড জ্বালানি সাহায্য: কাউন্সিল ট্যাঙ্ক ব্যান্ড

'এ' থেকে 'ডি'-এর অন্তর্ভুক্ত প্রায় ২ কোটি পরিবার সরাসরি তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ১০০ পাউন্ড করে এককালীন অর্থ সহায়তা পাবেন। এতে সরকারের ব্যয় হবে প্রায় ২.৬ বিলিয়ন পাউন্ড।

গ্যাসের প্রতিদিনের 'স্ট্যান্ডিং চার্জ' বাতিল : বাসা-বাড়িতে গ্যাস ব্যবহার না করলেও প্রতিদিন যে নির্দিষ্ট সার্ভিস চার্জ দিতে হতো, তা পুরোপুরি তুলে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। এতে প্রায় ২ কোটি ৩০ লাখ বাড়ি উপকৃত হবে এবং পরিবারপ্রতি গড়ে ৪৫ পাউন্ড বাঁচবে। বিদ্যুতে ভ্যাট ছাড় বৃদ্ধি: আগামী ২০২৭ সালের জুলাই পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিলের ওপর সাময়িক ভ্যাট অব্যাহতির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। ফুয়েল ডিউটি অপরিবর্তিত: টানা ১৬তম বছরের মতো পেট্রোল ও ডিজেলের ওপর প্রতি লিটারে ৫ পেন্সের গুরু ছাড় বহাল রাখা হয়েছে।

সম্পত্তি ও জমানো আয়ে বাড়তি কর: বাজেটের বড় একটি রাজস্ব আয় আসবে সম্পত্তি বিক্রি/ভাড়া থেকে প্রাপ্ত আয় এবং সঞ্চিত টাকার সুদের আয়ের ওপর অতিরিক্ত ২ শতাংশ কর আরোপের মাধ্যমে। ল্যান্ডলর্ড বা বাড়িওয়ালাদের ওপর বাড়তি কর আরোপ করায় ভাড়াটিয়াদের ওপর চাপ বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ছোট ব্যবসায়ী ও নিম্ন আয়ের কর্মীদের জন্য সুবিধা : খুচরা বিক্রি, আতিথেয়তা (হসপিটালিটি) ও বিনোদন খাতের ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য স্মল বিজনেস রেট রিলিফ -- ১৬ পৃষ্ঠায়



প্যারিসসহ বিভিন্ন শহর রণক্ষেত্র

তীব্র গণ-বিক্ষোভ ও তাণ্ডব, হাজারো প্রেক্ষতার পোস্ট ডেস্ক : জীবনযাত্রার চড়া ব্যয়, মুদ্রাস্ফীতি, শিক্ষাব্যবস্থার বেহাল দশা এবং বিতর্কিত পুলিশি নীতির বিরুদ্ধে গত সপ্তাহে গণবিক্ষোভের আগুনে কার্যত রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল ফ্রান্স। রাজধানী প্যারিস থেকে শুরু করে লিও, মার্শেই, তুলুস এবং নান্টেসের মতো বড় বড় শহরগুলোতে লাখ লাখ মানুষ রাজপথে নেমে এলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে দফায় দফায় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বাধে। সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে দেশজুড়ে প্রায় ৭০ হাজার অতিরিক্ত পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করলেও সহিংসতা ও তাণ্ডব পুরোপুরি থামানো যায়নি। বিক্ষোভের সূত্রপাত ও দাবদায়ক পটভূমিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে ফ্রান্সের বিভিন্ন স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উন্নত পরিবেশ, বাজেট বৃদ্ধি এবং নিরাপত্তা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছিলেন। এর সাথে যুক্ত হয় সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয়, জ্বালানি ও নিতাপণের উর্ধ্বগতির প্রতিবাদে নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা 'ইয়েলো ভেস্ট' আন্দোলনের পুনরুত্থান। শ্রমিক ইউনিয়ন, বামপন্থী রাজনৈতিক দল, পরিবেশকর্মী এবং সাধারণ শিক্ষার্থীরা এক প্র্যাটফর্মে এসে -- ১৬ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাজ্যে এক বছরে ২ লাখেরও বেশি মানুষ পেলেন নাগরিকত্ব

স্টাফ রিপোর্টার :

যুক্তরাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি এবং ব্রিটিশ নাগরিকত্ব পাওয়া মানুষের সংখ্যা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। হোম অফিসের প্রকাশিত অভিবাসন পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, ২০২৬ সালের জুনে শেষ হওয়া ১২ মাসে দেশটিতে ১ লাখ ৯৯ হাজার ৬২৮ জনকে সেটেলমেন্ট এবং ২ লাখ ৪৫ হাজার ৫২০ জনকে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছে। একই সময়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নাগরিকদের মধ্যে ইতালীয়, রোমানিয়ান ও পোলিশ নাগরিকেরা ব্রিটিশ নাগরিকত্ব পাওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবস্থানে রয়েছেন। এই তালিকায় বাংলাদেশীদের সংখ্যাও কম নয়। হোম অফিস ২৭ আগস্ট ২০২৬ তারিখে 'ইমিগ্রেশন সিস্টেম স্ট্যাটিস্টিকস', ইয়ার এন্ডিং জুন ২০২৬' শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এতে সেটেলমেন্ট, ইউরোপীয় ইউনিয়ন সেটেলমেন্ট স্কিম এবং ব্রিটিশ নাগরিকত্বের পরিসংখ্যান আলাদাভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এক বছরে ১ লাখ ৯৯ হাজার ৬২৮ জনের সেটেলমেন্ট : হোম অফিসের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জুনে শেষ হওয়া ১২ মাসে যুক্তরাজ্যে ১ লাখ ৯৯ হাজার ৬২৮ জনকে সেটেলমেন্ট দেওয়া



হয়েছে। আগের বছরের তুলনায় এই সংখ্যা ২৪ শতাংশ বেশি। ২০১১ সালের পর এটি ছিল এক বছরে সেটেলমেন্ট দেওয়ার সর্বোচ্চ সংখ্যা। সেটেলমেন্ট বলতে সাধারণত যুক্তরাজ্যে অনির্দিষ্টকাল বসবাসের অনুমতি বা ইন্ডেফিনিট লিভ টু রিমেইন (ILR) বোঝানো হয়। এটি পাওয়ার পর একজন ব্যক্তি নির্দিষ্ট অভিবাসন-সংক্রান্ত শর্তের অধীন না থেকে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারেন। পরবর্তী সময়ে যোগ্যতা পূরণ করলে ব্রিটিশ নাগরিকত্বের জন্যও আবেদন করতে পারেন।

কর্মসংস্থানভিত্তিক ভিসায় যুক্তরাজ্যে আসা ব্যক্তিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মানুষ নির্ধারিত সময়ের বৈধ বসবাসের শর্ত পূরণ করে সেটেলমেন্ট পেয়েছেন। হোম অফিসের হিসাবে, কর্মসংস্থানভিত্তিক রুটে আগে অবস্থান করা ৮০ হাজার ৪০৯ জনকে সেটেলমেন্ট দেওয়া হয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় ৩৬ শতাংশ বেশি।

এ ছাড়া হংকংয়ের ব্রিটিশ ন্যাশনালস (ওভারসিজ) ভিসাধারীদের একটি বড় অংশ নির্ধারিত বসবাসের সময় পূর্ণ করে স্থায়ী বসবাসের অনুমতি পাওয়ার যোগ্য হয়েছেন। এই রুটের প্রভাবও সামগ্রিক সেটেলমেন্টের সংখ্যা বেড়েছে।

কোন দেশের কতজন সেটেলমেন্ট পেয়েছেন? ২০২৬ সালের জুনে শেষ হওয়া ১২ মাসে সেটেলমেন্ট পাওয়া মানুষের জাতীয়তাভিত্তিক পরিসংখ্যানে ভারতীয় নাগরিকেরা নীর্ঘে ছিলেন। হোম অফিসের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা প্রধান দেশগুলোর সংখ্যা হলো: ভারত: ৩৫ হাজার ৩৮৪ জন, হংকং: ২২ হাজার ৫৯৩ জন, চীন: ২১ হাজার ৩০০ জন। ভারতীয় নাগরিকদের সেটেলমেন্ট পাওয়ার সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় ৫১ শতাংশ বেড়েছে। সাম্প্রতিক -- ১৭ পৃষ্ঠায়

পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে বাংলাদেশ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :

বাংলাদেশ এখন পরিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে। রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, নতুন সরকারের পথচলা, অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, দ্রব্যমূল্যের চাপ, কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিসব মিলিয়ে দেশের সার্বিক অবস্থা নিয়ে জনমনে তৈরি হয়েছে নানা প্রত্যাশা ও প্রশ্ন। একদিকে গণতান্ত্রিক পরিবেশ, সুশাসন ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কারের দাবি; অন্যদিকে সাধারণ মানুষের জীবনে স্বস্তি ফিরিয়ে আনার তাগিদ। এই দুই বাস্তবতার সমন্বয় ঘটানোই এখন বাংলাদেশের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। ২০২৪ সালের -- ১৬ পৃষ্ঠায়



ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলা

পোস্ট ডেস্ক :

কানাডার সংগীতশিল্পী নিল ইয়ংয়ের 'রকিন ইন দ্য ফি ওয়ার্ল্ড' গানটি নির্বাচনি প্রচারে ব্যবহার করায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ১০ মিলিয়ন ডলার বা প্রায় ১২৪ কোটি টাকার মামলা করা হয়েছে। মঙ্গলবার তুরস্কের সংবাদমাধ্যম আনাদোলু এজেন্সির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত ১২ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইও অঙ্গরাজ্যে ট্রাম্পের একটি নির্বাচনি -- ১৬ পৃষ্ঠায়

ইমিগ্রেশন আইনে কঠোর পরিবর্তনের ডেট



স্টাফ রিপোর্টার :

যুক্তরাজ্যের অভিবাসন নীতিতে আসছে বড় ধরনের কঠোর পরিবর্তন। হোম অফিসের নতুন ঘোষণা অনুযায়ী, অভিবাসন আইনের 'উপযুক্ততা' বা স্যুটাবিলিটি রুলসে এমন কিছু কড়াকড়ি আরোপ করা হচ্ছে, যা দেশটিতে স্থায়ীভাবে বসবাসের স্বপ্ন দেখা বা নতুন ভিসা প্রত্যাশীদের পথকে আরও কঠিনতর করে তুলবে। -- ১৭ পৃষ্ঠায়

লন্ডনে ‘বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি: আইনের শাসন’ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত



লন্ডন, ২৮ অক্টোবর: বাংলাদেশে গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ ফ্রিডম ওয়াচ, ইউকের নেতৃবৃন্দ। বিরোধী রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের দমন, বাকস্বাধীনতা হরণ, শিশু অপহরণ ও ধর্ষণ, চাঁদাবাজি এবং মব সন্ত্রাস বৃদ্ধির অভিযোগ তুলে এসব ঘটনায় উদ্বেগ জানান বক্তারা। ‘বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি: আইনের শাসন’ শীর্ষক এ সেমিনার গত ২৭ অক্টোবর মঙ্গলবার যুক্তরাজ্যের লন্ডনে একটি হলরুমে বাংলাদেশ ফ্রিডম ওয়াচ, ইউকের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক শরীফ আলমের সভাপতিত্বে এবং সাংগঠনিক সম্পাদক মো. সাইফ আহমেদ চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে বক্তারা

বলেন, বাংলাদেশে বর্তমানে গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের পরিস্থিতি নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন রয়েছে। বিরোধী রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের ওপর দমন-পীড়ন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সংকুচিত হওয়ার অভিযোগ এবং বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের বিস্তার জনমনে উদ্বেগ সৃষ্টি করছে। বক্তারা শিশু অপহরণ ও ধর্ষণের মতো গুরুতর অপরাধ, চাঁদাবাজি এবং মব সন্ত্রাসের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, মানবাধিকার রক্ষা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। একই সঙ্গে গণতান্ত্রিক অধিকার ও বাকস্বাধীনতা সুরক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন।

সেমিনারে আরও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সহ-সভাপতি মারজান আহমেদ ও রবিউল হাসনাত শাওন, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ করীম রায়হান, অফিস সম্পাদক মো. আব্দুল কাদির, সহ-অফিস সম্পাদক জুয়েল আহমেদ, প্রচার সম্পাদক মো. রাজু মিয়া, সহ-প্রচার সম্পাদক মো. জাহান আহমেদ, অর্থ সম্পাদক রাফি বিন কামাল, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মো. নিজাম উদ্দিন এবং সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক জোবায়ের আহমেদ তানভীরসহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সেমিনারে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়ন, নাগরিক অধিকার সুরক্ষা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব আলোচনায় উঠে আসে। বিজ্ঞপ্তি

‘স্টে কিউরিয়াস’: টাওয়ার হ্যামলেটসে মাসব্যাপী বাংলা নাট্যোৎসবে থাকছে ১২টি মৌলিক প্রযোজনা

ব্রিটিশ-বাংলাদেশি ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সৃজনশীলতার অন্যতম জনপ্রিয় আয়োজন ‘এ সিজন অব বাংলা ড্রামা’ আবারও ফিরছে টাওয়ার হ্যামলেটসে। আগামী ১ থেকে ২৯ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত মাসব্যাপী এই নাট্যোৎসবে মঞ্চস্থ হবে ১২টি মৌলিক নাট্যপ্রযোজনা। পাশাপাশি দর্শকদের অংশগ্রহণের সুযোগ নিয়ে থাকছে ৩০টিরও বেশি পার্শ্ব-অনুষ্ঠান।

এ বছরের উৎসবের মূল প্রতিপাদ্য ‘কৌতূহল’ (কিউরিওসিটি)। এই ভাবনাকে কেন্দ্র করে নাট্যকারেরা ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ও গভীর বিষয় থেকে শুরু করে আধুনিক জীবনের নানা দিক নিয়ে হালকা মেজাজের ব্যঙ্গাত্মক নাটক পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের সৃজনশীল কাজ উপস্থাপন করছেন। উৎসবের মাধ্যমে ব্রিটিশ-বাংলাদেশি গল্প বলার সমৃদ্ধি, বৈচিত্র্য এবং সময়ের সঙ্গে এর বিবর্তন তুলে ধরা হবে।

দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত নাট্যদল, নতুন প্রজন্মের শিল্পী এবং বিভিন্ন কমিউনিটি সংগঠন এই উৎসবে একত্রিত হচ্ছে। তাঁদের পরিবেশনা ও আয়োজনের মধ্য দিয়ে পূর্ব লন্ডনের কয়েক দশকের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পারিবারিক অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হবে। পরিচয়, অভিবাসন, আপনজন ও সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক, পারিবারিক গোপন ইতিহাস এবং জীবনের পরিবর্তন - এবারের মূল মঞ্চের নাটকগুলোতে এসব বিষয় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। সমসাময়িক সমাজে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠায় উৎসবটি দর্শকদের নতুনভাবে ভাবতে ও প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করবে।

ব্র্যাডি আর্টস সেন্টার, আর্টসওয়ান, কবি নজরুল সেন্টার, রুট/২৫ এবং বিভিন্ন পাবলিক স্পেস বা জনপরিসরসহ একাধিক স্থানে উৎসবের আয়োজন করা হবে। বিভিন্ন পটভূমির দর্শকদের জন্য এই আয়োজন পূর্ব লন্ডনের মানুষের জীবন, ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে কাছ থেকে জানার সুযোগ তৈরি করবে। ব্রিটিশ-বাংলাদেশি সমাজের বহুভাষিক

মায়ের জীবন, মাতৃত্ব এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিয়ে নির্মিত এক আবেগঘন একক নাট্যপ্রযোজনা। টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের লেইজার, কালচার এন্ড টুরিজম বিষয়ক কেবিনেট সদস্য কাউন্সিলর মিনারা খাতুন বলেন, “এ সিজন অব বাংলা ড্রামা কেবল একটি উৎসব নয়। গত ছয় দশকে ব্রিটেনে বাংলা গল্প ও নাট্যচর্চার



বৈশিষ্ট্যকে গুরুত্ব দিয়ে নাটক ও অন্যান্য পরিবেশনায় বাংলা, ইংরেজি, সিলেটি এবং আরও কয়েকটি ভাষা ব্যবহার করা হবে।

টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, “২৩ বছর ধরে ‘এ সিজন অব বাংলা ড্রামা’ আমাদের প্রাণবন্ত ব্রিটিশ-বাংলাদেশি কমিউনিটির এক অনন্য উদ্দ্যাপন এবং টাওয়ার হ্যামলেটসের সাংস্কৃতিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে রয়েছে। এই উৎসব প্রতিষ্ঠিত ও নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরার সুযোগ করে দিচ্ছে। একই সঙ্গে লন্ডনের বিভিন্ন এলাকার দর্শকদের বাংলা সংস্কৃতির সমৃদ্ধির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ তৈরি করছে।”

মেয়র আরও বলেন, “আমি আশা করি, বরো এবং এর বাইরের দর্শকেরা এই অনন্য ও বৈচিত্র্যময় আয়োজন উপভোগ করবেন, কৌতূহলকে স্বাগত জানাবেন, নতুন গল্প আবিষ্কার করবেন এবং নাটক ও সৃজনশীলতার এই বিশেষ মাসজুড়ে মানুষের সঙ্গে স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তুলবেন।” ‘এ সিজন অব বাংলা ড্রামা ২০২৬’-এর সূচনা হবে ‘ন্যারেটিভস অব টাইম’ দিয়ে। ন্যাশনাল লটারি হেরিটেজ ফান্ডের অর্থায়নে নির্মিত এই গুরুত্বপূর্ণ নাট্যসংকলনে ব্রিটিশ-বাংলাদেশি নাট্যচর্চা এবং পূর্ব লন্ডনের কমিউনিটি জীবনের ছয় দশকের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে ব্রিটেনে বাংলা নাটকের বিকাশ, সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং কমিউনিটির অভিজ্ঞতার দীর্ঘ যাত্রা দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত হবে। উৎসবের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রযোজনার মধ্যে রয়েছে ‘উই ডোন্ট সে হার নেম’। বাংলা ভাষার সরাসরি সংগীত ও বিভিন্ন প্রজন্মের অভিজ্ঞতাভিত্তিক গল্প বলার সমন্বয়ে নির্মিত এই দ্বিভাষিক নাটক পারিবারিক সম্পর্ক ও স্মৃতির নানা দিক তুলে ধরবে। ‘ওল্ড গেট’ নাটকে বয়স বাড়ার অভিজ্ঞতা এবং সমাজে নিজের অবস্থান ও অন্তর্ভুক্তির অনুভূতি অনুসন্ধান করা হয়েছে। ‘আই হিয়ার হামিং’ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় নারীদের জীবনের আড়ালে থাকা ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরবে। অন্যদিকে, ‘টু আম্মি, উইথ লাভ’ একজন অভিবাসী

জন্য জায়গা তৈরি করেছেন যেসব শিল্পী, আয়োজক এবং কমিউনিটির মানুষ, এই উৎসব তাঁদের অবদানকে সম্মান জানায়। একই সঙ্গে নতুন প্রজন্মের নাট্যকর্মীদের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করে।” তিনি বলেন, “কৌতুক, নাটক, নৃত্যনাট্য, আবৃত্তি ও কথ্য কবিতা এবং ফ্রপদি গল্পের সমসাময়িক পুনর্ব্যাখ্যাসহ নানা ধরনের পরিবেশনার মধ্য দিয়ে এই আয়োজন আমাদের বহুভাষিক সংস্কৃতিকে উদযাপন করে। এর মাধ্যমে পূর্ব লন্ডনের বিভিন্ন কমিউনিটির মানুষের বাস্তব জীবন ও অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটে।”

মূল মঞ্চের নাটকগুলোর পাশাপাশি উৎসবের বিস্তৃত পার্শ্ব-আয়োজনেও দর্শকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে। এসব আয়োজনের মধ্যে রয়েছে নাটক লেখা ও অভিনয়ের কর্মশালা, গল্প বলার অধিবেশন, দ্বিভাষিক কবিতা কর্মশালা, ফ্যাশন ইলাস্ট্রেশন, ঐতিহ্যবিষয়ক পদযাত্রা, আলোকচিত্র প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, শিল্পকলা ও হস্তশিল্পের কর্মশালা, কমিউনিটির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা, উন্মুক্ত মঞ্চ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং পরিবারের সদস্যদের নিয়ে অংশগ্রহণের উপযোগী সৃজনশীল কার্যক্রম। উৎসবের অনেক অনুষ্ঠান বিনামূল্যে উপভোগ করা যাবে। কিছু অনুষ্ঠানে দর্শকেরা নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী অর্থ দিতে পারবেন। এর মাধ্যমে আয়োজকেরা বিভিন্ন আর্থিক ও সামাজিক পটভূমির মানুষের জন্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ সহজলভ্য রাখার প্রতিশ্রুতি তুলে ধরছেন।

১ থেকে ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত চলা এই মাসব্যাপী আয়োজন ব্রিটিশ-বাংলাদেশি সংস্কৃতি, ইতিহাস ও সৃজনশীলতার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পাশাপাশি বাংলা নাটকের নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের কাজ উপভোগ করার সুযোগ করে দেবে। অনুষ্ঠানের পূর্ণাঙ্গ সূচি, স্থান, সময় এবং টিকিট বা বুকিং-সংক্রান্ত তথ্য জানতে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ওয়েবসাইট দেখুন: A Season of Bangla Drama

বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ আনহার আলীর মৃত্যুতে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের শোক প্রকাশ

মৌলভীবাজার সদর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক কমান্ডার, গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের মৌলভীবাজার জেলা শাখার সদস্য, সদর উপজেলার দজবালী গ্রামের কৃতি সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ আনহার আলীর মৃত্যুতে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের প্রেট্রন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. হাসনাত এম হোসেইন এমবিই, গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের প্রেট্রন সিনিয়র সাংবাদিক কে এম আবু তাহের চৌধুরী, সংগঠন এর অন্যতম উপদেষ্টা ৭১ এর বীর মুক্তিযোদ্ধা এম এ মান্নান, গ্রেটার সিলেট এর সাবেক চেয়ারপার্সন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নুরুল ইসলাম মাহবুব ও সাবেক সেক্রেটারি ৭১এর বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ আব্দুল কাইয়ুম কয়সর, চীফ কোডিনেটর আলহাজ্ব মসুদ আহমদ, সাবেক সদস্য সচিব ড. মুজিবুর রহমান, গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কেন্দ্রীয় প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মকিস মনসুর, জেনারেল সেক্রেটারি এম আসরাফ মিয়া, ট্রেজারার মিসেস হেলেন ইসলাম, সংগঠন এর সাউথ ইস্ট রিজিওনাল কনভেনর হারশনুর রশিদ, কো- কনভেনর জামাল হোসেন ও সদস্য সচিব তাজুল ইসলাম সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় ও ১০টি রিজিওনাল ও ৮ টি শাখা কমিটির পক্ষ থেকে এক যুক্ত শোকবার্তায় গভীর শোক ও শোকাবহ পরিবারবর্গ এর প্রতি

সমবেদনা জ্ঞাপন সহ মহাণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেনো উনাকে জন্মাতবাসী করেন এই দোয়া করার জন্য সবার প্রতি বিনীতভাবে অনুরোধ জানিয়েছেন। শোকবার্তায় বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ



আনহার আলী ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে দেশের স্বাধীনতার জন্য সম্মুখ সমরে অংশগ্রহণ করেন। দেশমাতৃকার টানে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া এই সাহসী সন্তান পরবর্তী সময়ে একজন দক্ষ সংগঠক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। স্বাধীনতার জন্য তাঁর আত্মত্যাগ,

সাহসিকতা ও দেশপ্রেম তাঁকে মানুষের স্মৃতিতে বাঁচিয়ে রাখবে। তাঁর চলে যাওয়া শুধু একটি পরিবারের জন্য নয়, বরং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা সমাজের জন্যও এক

তাঁদের স্মৃতি থেকে যায় হৃদয়ের গভীরে। আনহার আলী ভাইও তেমনি একজন মানুষ, যাঁর শূন্যতা অনুভূত হবে প্রতিদিনের চেনা শহরে, পরিচিত পথে। তিনি সদা হাস্যউজ্জ্বল সহজ সরল সাদামাটা পরোপকারী মানবতাবাদী মানবিক মানুষ ছিলেন। সকলের আপদে বিপদে সবার আগে ছুটে চলতেন। তাঁর মৃত্যুতে মৌলভীবাজার তথা সিলেট বিভাগের যে ক্ষতি হল তাহা সহজে পূরণ হবার নয়। উল্লেখ্য, বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ আনহার আলী সোমবার (২৬ অক্টোবর) বিকেল ৪:৩০ ঘটিকার সময় সিলেটের নুরজাহান হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মঙ্গলবার ২৭ অক্টোবর দুপুর ২.৩০ মিনিটে তাঁর নিজ বাড়ি মৌলভীবাজার সদর উপজেলার দজবালী কবিরাজী গ্রামে জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। পরে তাঁকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৭৫ বছর। তিনি স্ত্রী ছেলে মেয়ে নাতি নাতিসহ অনেক গুনগ্রাহী রেখে গেছেন। এদিকে স্বাধীনতার সংগ্রামে অংশ নেওয়া এই সাহসী সন্তান এর মৃত্যুতে স্থানীয় বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও মুক্তিযোদ্ধা সংগঠনের পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে।

অপুরণীয় ক্ষতি বলে উল্লেখ করে মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট এন্ড ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন অব ওয়ালর্ড ওয়াইড এর ফাউন্ডার চেয়ারম্যান ও গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কেন্দ্রীয় প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মকিস মনসুর বলেন, কিছু মানুষ চলে গেলেও

Helping you celebrate Diwali

£8.50

£6.50

Clubcard Price

£19

£12.50

Clubcard Price

£12.50

£6

Clubcard Price

£12.50

£6

Clubcard Price

TESCO

Every little helps

Tesco Pure Sunflower Oil 5l, Clubcard Price £6.50 (£1.30/litre), regular price £8.50 (£1.70/litre). Laila Basmati Rice 10kg, Clubcard Price £12.50 (£1.25/kg), regular price £19 (£1.90/kg). Elephant Atta Medium Chapatti Flour 10kg, Clubcard Price £6 (60p/kg), regular price £12.50 (£1.25/kg). Offer ends 10/11/26. Clubcard/app required. Delivery charges may apply. Available in the majority of larger stores. While stocks last.

বঙ্গবীর জেনারেল এম এ জি ওসমানী মেমোরিয়েল ফাউন্ডেশন ইউকের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত :

আলহাজ্ব কবির উদ্দিন সভাপতি, জামাল খান নুরুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক ও শাহ মুনিম কোষাধ্যক্ষ

গত ২১শে অক্টোবর বুধবার বঙ্গবীর জেনারেল এম এ জি ওসমানী মেমোরিয়েল ফাউন্ডেশন ইউকের এক সাধারণ সভা পূর্ব লণ্ডনের গ্রেটারলন্ড স্ট্রীটস্থ মাইক্রো বিজনেস সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। আলহাজ্ব কবির উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও জামাল খান নুরুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আমীর খান, ব্যারিস্টার মাসুদ চৌধুরী, কমিউনিটি নেতা মশিউর রহমান মশনু, কে এম আবু তাহের চৌধুরী, আব্দুল কুদ্দুছ শেখ, আব্দুল মুকিত, সলিসিটর এম ইয়াওর উদ্দিন, সৈয়দ তাজির উদ্দিন খান মাল্লান, শাহ মুনিম, প্রভাষক আব্দুল হাই, মাওলানা আব্দুল কুদ্দুছ, হাজী ফারুক মিয়া, কবি শিহাবুজ্জামান কামাল, ব্যারিস্টার আব্দুল আউয়াল তালুকদার, হাজী আবুল বাশার, আলহাজ্ব ফারুক মিয়া, মোহাম্মদ আবুল মিয়া, হাজী খালিছ মিয়া প্রমুখ।

সভার শুরুতেই বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মোস্তফা ও ব্যারিস্টার মাসুদ চৌধুরীর মাতার মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

সভায় বক্তারা -বঙ্গবীর ওসমানীর জীবন ইতিহাস পাঠ্য বইয়ে লিপিবদ্ধ ও রাষ্ট্রীয়ভাবে জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকী পালনের আহ্বান জানান। এ ছাড়া মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীর জীবন ও কর্ম নিয়ে টিভিতে টকশো ও মিডিয়ায় প্রচারের জন্য সাংবাদিকদের প্রতি অনুরোধ জানান।

পরে নির্বাচন কমিশনার ও সংগঠনের উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মাসুদ চৌধুরী ২০২৬-২০২৮ সালের জন্য নতুন কমিটির নাম



ঘোষণা করেন।

নতুন কমিটিতে কর্মকর্তারা হচ্ছেন - সভাপতি -আলহাজ্ব কবির উদ্দিন, সিনিয়র সহ সভাপতি -কে এম আবু তাহের চৌধুরী, সহ সভাপতি -শেখ মো: মফিজুর রহমান, মুহিবুর রহমান মুহিব, বীর মুক্তিযোদ্ধা আমীর খান, আলহাজ্ব মানিক

সলিসিটর এম ইয়াওর উদ্দিন, যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক -হাজী ফারুক মিয়া, তথ্য ও প্রচার সম্পাদক - শিহাবুজ্জামান কামাল, আইন বিষয়ক সম্পাদক-ব্যারিস্টার আব্দুল আউয়াল। কমিটির সদস্যরা হচ্ছেন -মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী, মাওলানা আব্দুল কুদ্দুছ, মোহাম্মদ আবুল



মিয়া, সাধারণ সম্পাদক -জামাল খান নুরুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক - সৈয়দ তাজির উদ্দিন মাল্লান, ট্রেজারার - শাহ মুনিম, যুগ্ম ট্রেজারার - প্রভাষক আব্দুল হাই, সাংগঠনিক সম্পাদক -

মিয়া, হাজী বুলু মিয়া, আলহাজ্ব ফারুক মিয়া, মিসেস বর্ণা চৌধুরী, ইসলাম উদ্দিন।

সভায় দোয়া পরিচালনা করেন কে এম আবু তাহের চৌধুরী।

ডঃ হাসনাত এম হোসেন এমবিইর রোগ মুক্তি কামনায় গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের দোয়ার মাহফিল

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, কমিউনিটি লিডার ও গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের পেট্রপ ডঃ হাসনাত এম হোসেন এমবিইর রোগ মুক্তি কামনা করে গত ২১ অক্টোবর রাত ১০ টায় গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের উদ্যোগে ভ্যাচুয়ালী জুমের মাধ্যমে এক দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মকিস মনসুর এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আশরাফ মিয়াদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত দোয়া মাহফিলে দোয়া পরিচালনা করেন মুফতি সৈয়দ মাহমুদ আলী ও পীরজাদা আলহাজ্ব কে এম আবু তাহের চৌধুরী।

এখানে উল্লেখ্য আগামী সপ্তাহে ডঃ হাসনাত এম হোসেন এমবিইর একটি অপারেশন হবে। এই সফল অপারেশন ও সুস্থতার জন্য সকলের দোয়া কামনা করা হয়েছে।

দোয়া মাহফিলে সংগঠনের অন্যতম সক্রিয় সংগঠক মশাহিদুর রহমান ও মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ আব্দুল কাইউম কয়ছরের স্ত্রীর রোগ মুক্তি কামনায় ও দোয়া করা হয়েছে।

দোয়া মাহফিলে অংশ নেন সংগঠন এর অপর পেট্রপ আলহাজ্ব কে এম আবু তাহের চৌধুরী, ৭১ এর বীর মুক্তিযোদ্ধা সিনিয়র উপদেষ্টা সৈয়দ আব্দুল কাইউম কয়ছর, উপদেষ্টা ফয়জুর রহমান চৌধুরী, উপদেষ্টা ড.আজমল চৌধুরী, সংগঠন এর সাউথ ইস্ট রিজিওনাল প্রেসিডেন্ট হারুনুর রশীদ, সংগঠন এর কেন্দ্রীয় ট্রেজারার মিসেস হেলেন ইসলাম, মিসেস সাঈদা হাসনাত,

রুকসানা রাজা, নুরজাহান শিল্পী, মোস্তফা কামাল বাবলু, হাবিবুর রহমান রানা, ফুলজার আহমেদ, জাহাঙ্গীর কবির বাবলু, রুহুল আমিন রুহেল, শেখ নুরুল ইসলাম, আলহাজ্ব আসিক মিয়া, শাহজানুর রাজা, রাকিব রুহেল, জয়নাল

ডঃ হাসনাত এম হোসেন এমবিই সহ সকল অসুস্থ রুগীদের জন্য যার যার স্থানীয় মসজিদে দোয়ার আয়োজন করার আহ্বান জানিয়ে সংগঠন এর কেন্দ্রীয় প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মকিস মনসুর বলেন প্রবাসে সিলেটবাসীর



ইসলাম, সৈয়দ সাফিউল ইসলাম, মনোহর আলী, আব্দুল মুকিত, আহমেদ সাদিক, আব্দুর রুউফ তালুকদার, শাহ চেরাগ আলী, সৈয়দ কাহের, গিয়াস উদ্দিন, মশাহিদুর রহমান, বদরুল হক মনসুর, ফয়সল রহমান, তৌহির আলী, ও মিজানুর রহমান, সহ অন্যান্য রিজিওন ও শাখার নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উন্নয়ন, পারস্পরিক সম্পর্কের ঐক্য সুদৃঢ় করা ও প্রবাসীদের দাবি দাওয়ার ক্যাম্পেইনে সংগঠনকে এগিয়ে নিতে আগামী দিনের অগ্রযাত্রায় সবাইকে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানানো সহ অংশগ্রহণকারী সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে জুম মিটিং এর সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ক্যানারি ওয়ার্কে অস্থায়ী আবাসনের জন্যে ১৮০টি নতুন ঘর তৈরী করবে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল

অস্থায়ী আবাসনের (টেম্পোরারি হাউজিং) ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ক্যানারি ওয়ার্কে চারটি ফকিসভন অধিগ্রহণ করে সেগুলোকে ফ্যামিলি হোম বা পারিবারিক বাসস্থানে রূপান্তরের উদ্যোগ নিয়েছে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল।

২১ অক্টোবর, বুধবার অনুষ্ঠিত কাউন্সিল ক্যাবিনেট মিটিংয়ে ডকল্যান্ড এলাকার মার্শ ওয়ালের ১৯১, ১৯৩, ১৯৫ ও ১৯৭ নম্বর ভবনগুলো অধিগ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। এই ভবনগুলোকে স্থানীয় পরিবারগুলোর জন্য অস্থায়ী আবাসনে রূপান্তর করা হবে। এই পরিকল্পনার আওতায় প্রায় ১৮০টি বাসস্থান তৈরি হবে, যার মধ্যে ১৬৭টি দুই বেডরুমের এবং ১৩টি তিন বেডরুমের ইউনিট থাকবে।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলে বর্তমানে ৩,১০০টিরও বেশি পরিবার অস্থায়ী আবাসনে বসবাস করছে। এর যার মধ্যে বিভিন্ন সাইজের পরিবার প্রায় ২,৭০০টি। প্রতি বছর হোমলেস বা গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা প্রায় ১১ শতাংশ হারে বাড়ছে।

অস্থায়ী আবাসনের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে এবং বারার বাইরে ব্যয়বহুল ভাড়ার আবাসনের উপর নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে কাউন্সিল বারার ভেতরেই আরও বেশি বাসস্থান তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে।

এ বিষয়ে টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন: “প্রতিটি পরিবারেরই তাদের নিজস্ব কমিউনিটি, স্কুল এবং সহায়তাকারী নেটওয়ার্কের কাছাকাছি একটি নিরাপদ ও সুরক্ষিত স্থানে বসবাসের অধিকার রয়েছে।”

তিনি বলেন, “এই ভবনগুলোকে কাউন্সিলের ব্যবহারের আওতায় আনার

মাধ্যমে আমরা প্রায় ১৮০টি পারিবারিক বাসস্থান (ফ্যামিলি হোম) তৈরির সুযোগ পাচ্ছি, যা স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে যাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তাদের জন্য উন্নত আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।”



নির্বাহী মেয়র আরো বলেন, “এই বিনিয়োগ আমাদের ব্যয়বহুল দৈনিক ভাড়ার আবাসনের ওপর নির্ভরতা কমাতে সাহায্য করবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এটি অনেক পরিবারকে টাওয়ার হ্যামলেটসেই থাকতে এবং তাদের সহায়তাকারী নেটওয়ার্কের কাছাকাছি অবস্থান করতে সহায়তা করবে।”

এই প্রস্তাবটি আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি এবং আবাসন অনিশ্চয়তার সম্মুখীন বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে কাউন্সিলের বৃহত্তর অঙ্গীকারেরই একটি অংশ। এই ইউনিটগুলো স্থানীয় অস্থায়ী আবাসন সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

ফাইনান্স এবং এসেট বিষয়ক ক্যাবিনেট মেম্বার কাউন্সিলর আবু তালহা চৌধুরী বলেছেন, “লন্ডন জুড়ে কাউন্সিলগুলো হোমলেসনেস বা

গৃহহীনতা বৃদ্ধি এবং অস্থায়ী আবাসনের ব্যয়ভারজনিত ব্যাপক চাপের সম্মুখীন হচ্ছে। এই প্রস্তাবটি আমাদের বিদ্যমান ভবনগুলোকে কৌশলগতভাবে ব্যবহারের সুযোগ করে দেবে, যার মাধ্যমে



পরিবারগুলোর জন্য উন্নত মানের আবাসনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। এটি বাসিন্দাদের জন্য অধিকতর সুফল বয়ে আনবে এবং দীর্ঘমেয়াদে আবাসন সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কাউন্সিলের সক্ষমতাকে শক্তিশালী করবে।”

কাউন্সিলর তালহা আরও বলেন, “টাওয়ার হ্যামলেটসে গৃহহীন পরিবারগুলোকে রাখতে পারার অর্থ হলো, শিশুরা তাদের স্কুল ও বন্ধুদের কাছাকাছি থাকতে পারবে, আর বাসিন্দারা তাদের কর্মস্থল, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র ও পারিবারিক পরিমণ্ডলের সান্নিধ্যে থাকতে পারবে। মানুষ যখন তাদের নিজস্ব কমিউনিটির মধ্যে থাকে, তখন যে ব্যাপক সামাজিক, শিক্ষাগত ও স্বাস্থ্যগত সুফল পাওয়া যায়, তার কোনো আর্থিক মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।”

ক্যাবল স্ট্রিটের ৯০ বছর পূর্তি উপলক্ষে টাওয়ার হ্যামলেটসে দুটি প্রদর্শনী চলছে

নব্বই বছর আগে লন্ডনের ইস্ট এন্ডের হাজারো মানুষ একসাথে মিলে ফ্যাসিস্টদের মিছিল ঠেকিয়েছিলেন। সেই ঐতিহাসিক ঘটনার স্মরণে টাওয়ার হ্যামলেটসে চলতি অক্টোবর মাসজুড়ে চলছে দুটি বিশেষ প্রদর্শনী চলছে। টাওয়ার হ্যামলেটস লোকাল হিস্ট্রি লাইব্রেরি অ্যান্ড আর্কাইভস এবং টাওয়ার হ্যামলেটস টাউন হল-এ আয়োজিত এই দু'টি প্রদর্শনীতে ১৯৩৬ সালের ঘটনাবলির পাশাপাশি মাইগ্রেশন এবং স্থানীয় কমিউনিটির দীর্ঘ যাত্রাকে তুলে ধরা হয়েছে, যা আজকের টাওয়ার হ্যামলেটস গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

দ্য ব্যাটল অব ক্যাবল স্ট্রিটঃ

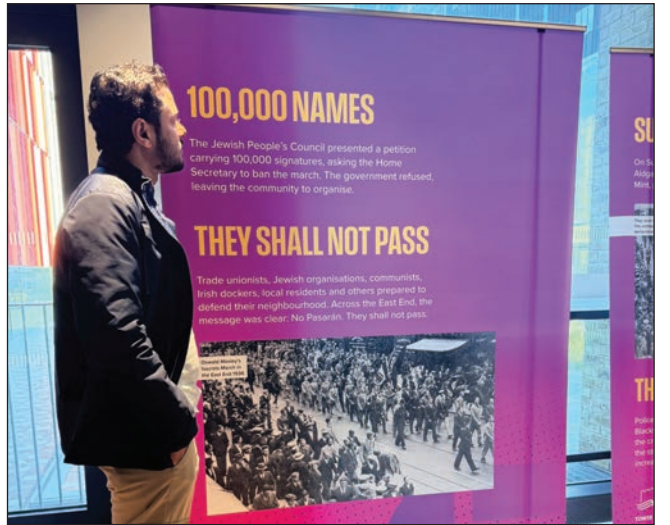
টাওয়ার হ্যামলেটস লোকাল হিস্ট্রি লাইব্রেরি অ্যান্ড আর্কাইভসে অনুষ্ঠিত এই প্রদর্শনীতে ১৯৩৬ সালের ৪ অক্টোবরের ঘটনাবলি তুলে ধরা হয়েছে। এতে রয়েছে ঐতিহাসিক আলোকচিত্র, সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, বিভিন্ন স্মারক ও আর্কাইভ নথি। এর মাধ্যমে ফুটে উঠেছে, কীভাবে স্থানীয় বাসিন্দা এবং ইস্ট এন্ডের মানুষজন একত্রিত হয়ে ফ্যাসিস্টদের মিছিলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। প্রদর্শনীতে ইস্ট লন্ডনে ফ্যাসিবাদের উত্থান, এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ স্থানীয় কমিউনিটির ভূমিকা এবং সেই ঐতিহাসিক দিনের ঘটনাবলি তুলে ধরা হয়েছে।

এ বারা বিল্ট বাই নিউকামারসঃ

টাওয়ার হ্যামলেটস টাউন হলে আয়োজিত “এ বারা বিল্ট বাই নিউকামারস” শীর্ষক প্রদর্শনীতে মাইগ্রেশন ও কমিউনিটির দীর্ঘ ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। ফরাসি লুগেনট রিফিউজি, জুইশ মাইগ্রেশন, বাঙালি

মাইগ্রেশন থেকে শুরু করে বর্তমানের বহুজাতিক টাওয়ার হ্যামলেটসের গল্প এতে স্থান পেয়েছে। প্রদর্শনীটির মাধ্যমে দেখানো হয়েছে, কীভাবে বিভিন্ন সময়ে আগত জনগোষ্ঠী একই রাস্তা, ভবন, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক কাঠামোকে নিজেদের অবদানে সমৃদ্ধ করেছে এবং আজকের টাওয়ার হ্যামলেটসের স্বতন্ত্র পরিচয় গড়ে

সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন।” মেয়র বলেন, “তবে এটি কেবল অতীতের কোনো গল্প নয়। আজও টাওয়ার হ্যামলেটস বিভিন্ন পটভূমির মানুষের আবাসস্থল, যারা এখানে বসতি গড়েছেন, কমিউনিটি তৈরি করছেন এবং বারার উন্নয়নে অবদান রাখছেন। আমাদের ৯১ শতাংশ বাসিন্দা মনে করেন, বিভিন্ন কমিউনিটির মানুষ



তুলেছে। টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন: “ক্যাবল স্ট্রিট আমাদের ঐক্যবদ্ধ ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় বিভিন্ন কমিউনিটির মানুষ যখন ঘৃণা ও বিভেদের বিরুদ্ধে একসঙ্গে দাঁড়ায়, তখন কত শক্তিশালী পরিবর্তন সম্ভব হয়। ৯০ বছর পরেও আমাদের উচিত সেই মানুষদের স্মরণ করা, যারা সেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়ে অসাধারণ

তাদের এলাকায় সৌহার্দ্যের সঙ্গে বসবাস করেন, যা প্রমাণ করে, সেই ঐক্যের চেতনা আজও সমানভাবে বিদ্যমান রয়েছে।”

এ উপলক্ষে কাউন্সিল বারার বাসিন্দাদের “নো প্লেস ফর হেইট” প্রচারণার অঙ্গীকারপত্র স্বাক্ষর করার আহ্বান জানিয়েছে। এর মাধ্যমে তারা ঘৃণা, বিদ্বেষ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতে পারবেন।

স্থানীয় কমিউনিটি গ্রুপের জন্য টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের অনুদান, আবেদনের শেষ তারিখ ১ নভেম্বর

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্মল গ্র্যান্টস কর্মসূচিতে আবেদন করার সুযোগ রয়েছে ১ নভেম্বর ২০২৬, রবিবার পর্যন্ত। স্থানীয় বাসিন্দা ও এলাকার উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে আগ্রহী যোগ্য ছোট সংগঠনগুলোকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন জমা দেওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে। স্থানীয় সংগঠন ও কমিউনিটি গ্রুপগুলোকে বাসিন্দাদের জীবনমান উন্নয়ন এবং আশপাশের এলাকার ইতিবাচক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে সহায়তা করার লক্ষ্যে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্মল গ্র্যান্টস কর্মসূচির সর্বশেষ দফায় আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে কাজ করা ছোট সংগঠনগুলো তাদের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক সহায়তা পাওয়ার সুযোগ পাবে। বাসিন্দাদের প্রয়োজন পূরণ, কমিউনিটির মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধি এবং স্থানীয় এলাকায় ইতিবাচক পরিবর্তন



আনতে পারে, এমন উদ্যোগকে সহায়তা করাই এই অনুদান কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। কারা আবেদন করতে পারবেন?

স্মল গ্র্যান্টস কর্মসূচিটি বিশেষভাবে ছোট সংগঠনগুলোর জন্য তৈরি করা হয়েছে। যেসব সংগঠনের বার্ষিক আয় সর্বোচ্চ ১ লাখ ৫০ হাজার পাউন্ড, তারা এই কর্মসূচির আওতায় আবেদন করার যোগ্য হতে পারে।

তবে শুধু বার্ষিক আয়ের সীমা পূরণ করলেই আবেদন অনুমোদিত হবে, এমন নয়। আবেদনকারী সংগঠনকে কাউন্সিলের নির্ধারিত যোগ্যতার শর্ত পূরণ করতে হবে। তাই আবেদন করার আগে ওয়েবসাইটে দেওয়া যোগ্যতার মানদণ্ড ভালোভাবে দেখে নেওয়া প্রয়োজন।

কী ধরনের উদ্যোগে সহায়তা পাওয়া যেতে পারে?

এই অনুদানের লক্ষ্য হলো স্থানীয় বাসিন্দা ও কমিউনিটির জন্য ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে, এমন প্রকল্পগুলোকে সহায়তা করা।

স্থানীয় সংগঠনগুলো তাদের পরিকল্পিত প্রকল্পের উদ্দেশ্য, উপকারভোগী এবং এলাকার ওপর সম্ভাব্য প্রভাব বিবেচনা করে আবেদন করতে পারে। তবে কোন ধরনের প্রকল্পে অর্থ দেওয়া হবে, কী কী খাতে অনুদানের অর্থ ব্যবহার করা যাবে এবং কোন কার্যক্রম অগ্রাধিকার পাবে, তা কাউন্সিলের নির্ধারিত নিয়ম ও শর্তের ওপর নির্ভর করবে।

আবেদন করার আগে যা জানা প্রয়োজন

আবেদন প্রক্রিয়া সহজ করতে কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছেঃ যোগ্যতার শর্তঃ কোন ধরনের সংগঠন আবেদন করতে পারবে এবং কী কী শর্ত পূরণ করতে হবে। আর্থিক সহায়তার পরিমাণঃ একটি প্রকল্পের জন্য কত টাকা অনুদান চাওয়া যাবে এবং কী পরিমাণ অর্থ পাওয়া সম্ভব। অনুদানের অর্থ ব্যবহারের নিয়মঃ কোন কোন কার্যক্রম ও ব্যয়ের জন্য অনুদানের অর্থ ব্যবহার করা যাবে। আবেদনে সহায়তাঃ আবেদনপত্র তৈরি ও জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে কী ধরনের সহযোগিতা পাওয়া যেতে পারে। আবেদন ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়াঃ কীভাবে আবেদন জমা দিতে হবে এবং কোন পদ্ধতিতে আবেদনগুলো যাচাই ও মূল্যায়ন করা হবে। আবেদন করার আগে এসব তথ্য ভালোভাবে পর্যালোচনা করে প্রকল্পের পরিকল্পনা ও প্রয়োজনীয় তথ্য প্রস্তুত

রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

স্থানীয় কমিউনিটির উন্নয়নে অংশ নিন ছোট সংগঠন ও কমিউনিটি গ্রুপগুলো স্থানীয় মানুষের প্রয়োজন বুঝতে এবং এলাকার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উপযুক্ত আর্থিক সহায়তা পেলে এসব সংগঠন তাদের কার্যক্রম আরও কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে পারে এবং আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্মল গ্র্যান্টস কর্মসূচি স্থানীয় সংগঠনগুলোর সেই উদ্যোগকে এগিয়ে নেওয়ার একটি সুযোগ। তাই যোগ্য সংগঠনগুলোকে অনুদানের শর্তাবলি যাচাই করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন করার আহ্বান জানানো হচ্ছে।

আবেদনের শেষ তারিখঃ রবিবার, ১ নভেম্বর ২০২৬।

যোগ্যতার শর্ত, অনুদানের পরিমাণ, আবেদন প্রক্রিয়া এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ওয়েবসাইট দেখুন।

www.towerhamlets.gov.uk/1gnl/housing/Council-Tenants-and-Leaseholders/Get-involved/Housing-Improvement-Panel.aspx
আপনার সংগঠন যদি স্থানীয় বাসিন্দা ও কমিউনিটির কল্যাণে কাজ করে, তাহলে আবেদনের সুযোগটি কাজে লাগান এবং ১ নভেম্বরের মধ্যে আবেদন জমা দিন।

যুক্তরাজ্যে ‘আমরা গাজীপুরবাসী’ সংগঠনের বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান ‘স্বাধীনতার অতন্ত্র প্রহরী ভাস্কর্যের শহর গাজীপুর’

নিলুফা ইয়াসমীন হাসান: যুক্তরাজ্যে বসবাসরত গাজীপুরবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি, ঐক্য ও দ্রাতৃত্বের বন্ধন আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে ‘আমরা গাজীপুরবাসী ইউকে’-এর উদ্যোগে ২৫শে অক্টোবর রবিবার লন্ডনের মরপেথ স্কুলে এক বর্ণাঢ্য মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী এ আয়োজনে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসরত প্রায় আড়াইশত গাজীপুরবাসী তাঁদের পরিবার-পরিজনসহ অংশগ্রহণ করেন। প্রবাসে একত্রে গাজীপুরের আবহ সৃষ্টি করে অনুষ্ঠানটি পরিণত হয় আনন্দ, উৎসব ও এক প্রাণের মেলায়।

প্রধান সংগঠক ব্যারিস্টার মাহারুন আহমেদ মালার সার্বিক তত্ত্বাবধান ও পরিচালনায় আয়োজনের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন এমদাদ তালুকদার এমবিই, মাহফুজা রহমান, মো. ইসমাইল হোসেন, মাজহারুল হক বাবু, ইঞ্জিনিয়ার সাকির আহমেদ, মিছবাহ খান, মুজিবুর রহমান সরকার, হাসিব সন্মাত্র, ব্যারিস্টার খোরশেদ আলম, ড. তুষার চৌধুরী, নাজমুল হক খান, ব্যারিস্টার মো. জাহিদুল আবেদীন, মিহির মোঃ মুহিবুজ্জামান, সৈয়দ আফজাল হোসেন, খালেদা জামান পূর্ণি ও রুহুল আমিন বিলাল।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও সমবেত কণ্ঠে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর প্রধান সংগঠক ব্যারিস্টার মাহারুন আহমেদ মালা স্বাগত বক্তব্যে সংগঠনের উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন। তিনি প্রবাসে বসবাসরত গাজীপুরবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ, সৌহার্দ্য ও ঐক্য বজায় রাখার পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের কাছে নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও শিকড়ের পরিচয় তুলে ধরার গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন এমদাদ তালুকদার এমবিই। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন মো. ইসমাইল হোসেন ও মিছবাহ খান। বক্তারা সংগঠনকে সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য এবং সকলের মাঝে ঐক্য অটুট রাখার দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। গাজীপুরের উন্নয়নে কি পদক্ষেপ নেয়া যায় এবং শিক্ষাখাতে কি ভূমিকা রাখা যায় সে ব্যাপারে পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন এমদাদ তালুকদার এমবিই। মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন নতুন প্রজন্মকে ইউকের মেইনস্ট্রিম রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান। ‘আজকের আয়োজন শেকড়ের প্রতি ভালবাসা’ - বক্তব্যে উল্লেখ করেন মিছবাহ খান।

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সিনিয়র সাংবাদিক আবু মুসা হাসান। গাজীপুর সম্পর্কে তিনি স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য রাখেন। বিশেষ করে তাঁর বক্তব্যে মহান মুক্তিযুদ্ধে গাজীপুর তথা জয়দেবপুরের গুরুত্বপূর্ণ অবদান বিশেষভাবে ফুটে ওঠে। তিনি বলেন, ১৯৭১ সালের ১৯শে মার্চ গাজীপুরের জয়দেবপুরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ লড়াই শুরু হয়। বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী শহীদ তাজউদ্দীন আহমদের জন্মও এই জেলায়। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন সত্যাবাগীর বার্তা সম্পাদক নিলুফা ইয়াসমীন হাসান। অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিশিষ্ট জনদের

লেখাসহ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় নির্মিত প্রথম ভাস্কর্য যা গাজীপুরে অবস্থিত সেই ‘স্বাধীনতার অতন্ত্র প্রহরী’ ভাস্কর্য দিয়ে একটি চমৎকার প্রচ্ছদসহ স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়েছে। স্মরণিকাটির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন বিশিষ্ট কবি মাহফুজা রহমান। স্মরণিকার পরিকল্পনা ও প্রকাশনা কার্যক্রমে



গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন এমদাদ তালুকদার এমবিই, ব্যারিস্টার মাহারুন আহমেদ মালা, মো. ইসমাইল হোসেন ও ইঞ্জিনিয়ার সাকির আহমেদ।

এ ছাড়া সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ মাজহারুল হক বাবু অনুষ্ঠান পরিচালনায় আয়-ব্যয়ের হিসাব ও ইঞ্জিনিয়ার সাকির আহমেদ অনুষ্ঠানস্থল ও ভেন্যু ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য দেন।

মিলনমেলা উপলক্ষে এমডি মুজিবুর রহমান সরকারের নেতৃত্বে শিশু-কিশোর ও উপস্থিত সবার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে বিশেষ কেক কাটা ও ফটো সেশনের আয়োজন করা হয়। এ পর্বে সহযোগিতা করেন মিছবাহ খান, নাজমুল হক খান, রুহুল আমিন বিলাল ও হাসিব সন্মাত্র। কেক কাটা উপলক্ষে নাজমুল হক খানের রচিত ও সুর করা ‘শুভ শুভ দিন আজ, প্রাণের গাজীপুর, আজকের দিন আনন্দের দিন, দেশ থেকে দূরে, তবু হৃদয়ে বাংলাদেশ আছে সবার মনে’ গানটি পরিবেশন করা হয় যা কেক কাটা পর্বটিকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। শিশু-কিশোরদের জন্যও ছিল বিশেষ আনন্দ আয়োজন। ব্যারিস্টার খোরশেদ আলমের নেতৃত্বে শিশুদের পর্ব

শিশুদের মধ্যে পারস্পরিক পরিচিতি ও বন্ধুত্ব গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টি হয়। সাংস্কৃতিক পর্ব ছিল উৎসবের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। খালেদা জামান পূর্ণির চমৎকার সঞ্চালনায় ও মাহফুজা রহমান, তৌকি জাওয়াদ ও ড. তুষার চৌধুরীর সমন্বিত প্রচেষ্টায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ও পরিচালনা করা হয়।

আনন্দ, আড্ডা, স্মৃতিচারণ, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ও পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্য দিয়ে নিজেদের শিকড়, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রাখার এক অনন্য প্রয়াস হিসেবে অংশগ্রহণকারীদের স্মৃতিতে দীর্ঘদিন অমলিন হয়ে থাকবে ‘আমরা গাজীপুরবাসী’র মিলনমেলা।



রুবাওয়াৎ শারমিন বারার পরিচালনায় ‘বাফা ইউকের’ পরিবেশনায় ‘বাঙালি আমরা বাঙালি’, ‘ও আমার বাংলাদেশ’, বর্নমালা ও প্রিয় বর্নমালা সইতে পারিনা তোমার অপমান’ এবং মাহফুজা রহমানের লেখা ‘নতুন এক বৈরাগী আমি’ গানের সাথে মনোমুগ্ধকর নৃত্য পরিবেশন করেন রাজিয়া আখতার পাপড়ি, মনিরুল ইসলাম মুকুল, সুপতি পল, রবিনাক আলভী রাইসা কথা এবং রাবেয়া রহমান বিলিক।

সাংস্কৃতিক পর্বে সংগীত পরিবেশন করেন তৌকি জাওয়াদ, মুস্তফা কামাল মিলন, ব্যারিস্টার অলিভা হোসাইন ও খালেদা জামান পূর্ণি।

প্রবাসের মাটিতে দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এমন পরিবেশনা উপস্থিত সবার মধ্যে আনন্দ ও আবেগের সঞ্চারণ করে।

অনুষ্ঠানের আরেকটি আকর্ষণীয় পর্ব ছিল র‍্যাফেল ড্র ও পুরস্কার বিতরণ। হাসিব সন্মাত্রের নেতৃত্বে এ পর্ব পরিচালিত হয়। তাঁকে সহযোগিতা করেন ব্যারিস্টার খোরশেদ আলম, ব্যারিস্টার মো. জাহিদুল আবেদীন, মুজিবুর রহমান সরকার ও নাজমুল হক খান। ব্যারিস্টার মাহারুন আহমেদ মালা,

উল্লেখ্য, গাজীপুর জেলা এক প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী অঞ্চল, যার রয়েছে সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য: গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সিটি কর্পোরেশন। গাজীপুরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ তুলা গবেষণা ইনস্টিটিউট অবস্থিত। এতদ্ব্যতীত বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানাও গাজীপুর জেলায় অবস্থিত, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় কারাগার কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগারও গাজীপুরে অবস্থিত।

১৭৩৩ সালে পর্তুগিজ পাদ্রিরা এ অঞ্চলেই প্রথম বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, অভিধান এবং গদ্যের বই রচনা ও মুদ্রণ করেছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধ: ১৯৭১ সালের ১৯ মার্চ গাজীপুরের জয়দেবপুরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বাঙালিরা প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। জেলা প্রতিষ্ঠা: ১৯৮৪ সালের ১ মার্চ তৎকালীন জয়দেবপুর মহকুমাকে উন্নীত করে ‘গাজীপুর’ নামে পূর্ণাঙ্গ জেলা ঘোষণা করা হয়। এর আগের প্রাচীন নাম ছিল ‘জয়দেবপুর’।

FLAT FOR SALE

GROUND FLOOR FLAT FOR SALE IN MIRPUR 12, DHAKA



Near to Dhaka Airport, মিরপুর-১২, সি ব্লক, লেন-৫, বাড়ি-৭, ঢাকা। ৬৫০ বর্গফুটের ২ বেডরুম, ২ বাথরুম, কিচেন ও বসার ঘরসহ দক্ষিণমুখী ফ্ল্যাট। ৬০ ফুট রাস্তার পাশে, মসজিদ ও মেট্রোরেলের নিকটে।

- ভবন নির্মাণ: ২০১৪
- সরাসরি মালিকের কাছ থেকে ফ্ল্যাট ক্রয়
- যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য উপযুক্ত
- প্রকৃত ক্রেতার যোগাযোগ করুন
- মূল্য: £35K; Current rental Tk12,000 p/m

যোগাযোগ: Mir A Gofur - 07944 610 952 / mir.gofur@gmail.com

জলবায়ু ও প্রকৃতির সংকট মোকাবিলায় সচেতনতা বাড়াতে ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি ব্রিফিং প্রদর্শনী

জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রকৃতির ক্রমবর্ধমান সংকট সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং স্থানীয় পর্যায়ে কার্যকর পদক্ষেপ উৎসাহিত করতে টাওয়ার হ্যামলেটস টাউন হলে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি

মতবিনিময় করেন। ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি ব্রিফিং জলবায়ু ও প্রকৃতির সংকট সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, বিশ্লেষণ এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা তুলে ধরে। এতে স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, খাদ্যব্যবস্থা এবং পরিবেশগত ঝুঁকি

জাতীয় পর্যায়ে কীভাবে সমন্বিতভাবে কাজ করা যায়, সে বিষয়েও এতে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কাউন্সিলর শাফি আহমেদ, ক্যাবিনেট মেম্বর ফর ক্লাইমেট ইমার্জেন্সি বলেন: "জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রকৃতির সংকট আমাদের সময়ের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলোর একটি। এই সংকট মোকাবিলায় শুধু সরকারের পদক্ষেপই যথেষ্ট নয়, বরং ব্যক্তি, পরিবার এবং কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণও প্রয়োজন। ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি ব্রিফিং মানুষকে জলবায়ু ও পরিবেশগত ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণে উৎসাহিত করে। আমি আনন্দিত যে টাওয়ার হ্যামলেটসের বাসিন্দারা এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন এবং আরও টেকসই ও পরিবেশবান্ধব ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে নিজেদের ভূমিকা রাখছেন।" জলবায়ু ও প্রকৃতির সংকট মোকাবিলায় শুধু নীতিগত পদক্ষেপই নয়, বরং কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের আয়োজন বাসিন্দাদের পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে আরও সচেতন করে তুলতে এবং স্থায়ী পরিবর্তনের অংশ হতে উৎসাহিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রকৃতির সংকট এখন আর ভবিষ্যতের নয়, বরং বর্তমানের বাস্তবতা। তাই সচেতনতা, অংশগ্রহণ এবং সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমেই একটি নিরাপদ ও টেকসই ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা সম্ভব বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।



ব্রিফিং-এর একটি বিশেষ প্রদর্শনী। অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন ইয়ুথ ক্যাবিনেট মেম্বর ফর এনভায়রনমেন্ট, নিকোল রাখমান। প্রদর্শনীর পর অনুষ্ঠিত হয় একটি তথ্যবহুল প্যানেল আলোচনা, যেখানে বরোর বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা জলবায়ু ও প্রকৃতির জরুরি সংকট মোকাবিলায় ব্যক্তি, কমিউনিটি ও প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা নিয়ে

বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামতের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা ও করণীয়ও উপস্থাপন করা হয়। ব্রিফিংটি বাসিন্দাদের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি নিজ নিজ কমিউনিটিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে বাস্তবধর্মী ধারণা ও অনুপ্রেরণা প্রদান করে। স্থানীয় ও

গোলাপগঞ্জ উপজেলা এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকের নির্বাচন (২০২৬-২০২৮) ও সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত:



লন্ডন, ১৮ অক্টোবর ২০২৬: যুক্তরাজ্যে বসবাসরত গোলাপগঞ্জবাসীর অন্যতম বৃহৎ সংগঠন গোলাপগঞ্জ উপজেলা এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকের সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত রোববার, ১৮ অক্টোবর ২০২৬ লন্ডনের এনসাইন ইয়ুথ ক্লাবে অনুষ্ঠিত এ সভায় কয়েক শত ট্রাস্টি ও শুভাকাঙ্ক্ষী অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি দুইটি পর্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্বে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সংগঠনের ট্রাস্টি জনাব শওকত আলী। নির্বাচনে মাত্র একটি প্যানেল মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব আকতার হোসেন (২০২৬-২০২৮) মেয়াদের জন্য গোলাপগঞ্জ উপজেলা এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকের নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা করেন। এ সময় তাঁকে সহযোগিতা করেন নির্বাচন কমিশনার জনাব রিয়াজ উদ্দিন ও জনাব আব্দুল আজিজ ফারুক।

নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত আনুষ্ঠানিক ফলাফল অনুযায়ী, জহির হোসেন গৌছ - সভাপতি, মোহাম্মদ শামীম আহমদ - সাধারণ সম্পাদক এবং সিদ্দিকুর রহমান - কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন। কমিটির সহসভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে, মামুনুর রশিদ খান, ফারুক মিয়া, দেওয়ান নজরুল ইসলাম, রুহুল কুদ্দুস জুনেদ, আব্দুল ওয়াদুদ ও আব্দুল কাদির। এ ছাড়া, সহ-সাধারণ সম্পাদক - বদরুল আলম বাবুল, সহকারী কোষাধ্যক্ষ - মো: সুহেল আহমেদ শপন, সাংগঠনিক সম্পাদক - শামস উদ্দিন খান, ট্রাস্টিশিপ সম্পাদক - কামাল উদ্দিন, প্রচার প্রকাশনা সম্পাদক - মো: জামাল উদ্দিন নির্বাচিত হয়েছেন। কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন মো. মজির উদ্দিন, মো. তমিজুর রহমান রঞ্জু, সেলিম উদ্দিন চাকলাদার, মো. আফরুজ মিয়া শাহিন, মো. সালাহ উদ্দিন, মারুফ আহমেদ, হেলাল আহমেদ, দেলওয়ার হুসাইন, মুফিজুর রহমান চৌধুরী, মো. মিসবাহুল হক মাসুম ও রুফিয়া খানম।

নেতৃত্বে সংগঠনের দীর্ঘদিনের স্থবিরতা কাটিয়ে নতুন গতির সঞ্চার হবে এবং ট্রাস্টের সাংগঠনিক স্থিতিশীলতা ও কার্যক্রমে গতিশীলতা ফিরে আসবে। তাঁরা আরও আশাবাদ ব্যক্ত করেন, নতুন কমিটির উদ্যোগে ট্রাস্টের শিক্ষা ও জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম আরও সম্প্রসারিত হবে এবং সকল ট্রাস্টির সম্মিলিত প্রচেষ্টা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সংগঠনটি তার অষ্টম লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে যাবে। সভাপতির সমাপনী বক্তব্যে জনাব জহির হোসেন গৌছ উপস্থিত ট্রাস্টি ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের আন্তরিক অংশগ্রহণ, সহযোগিতা ও সমর্থনের জন্য নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি সততা, নিষ্ঠা, স্বচ্ছতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ট্রাস্টের কার্যক্রম পরিচালনা এবং সংগঠনের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তিনি ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সকল ট্রাস্টিকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। পাশাপাশি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সংগঠনকে আরও সুসংগঠিত ও গতিশীল করার আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ট্রাস্টের গঠনতন্ত্রের ১০ নম্বর ধারা অনুযায়ী সাধারণ ট্রাস্টিদের উদ্যোগে একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন নবনির্বাচিত সভাপতি জনাব জহির হোসেন গৌছ। সভাটি যৌথভাবে পরিচালনা করেন নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মো. শামীম আহমদ ও সহকারী সাধারণ সম্পাদক জনাব



paytap PRESENTS

TICKETS £25 £35

Rubayyat Jahan • LIVE in Concert

BANGLA CLOSE TO MY HEART

THURSDAY 12TH NOV 2026 7:45PM

Tickets on www.genescinema.co.uk

Lyca Radio 1458 Greater London

Smart Edge Real Estate

Channel S

carplanet

SYLHET WELDING Catering Equipment Manufacturer

প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক অধ্যাপক আবুল হাশেমকে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও অশ্রুসিক্ত নয়নে বিদায় জানানো বৃটেন কমিউনিটি, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা সহ যুক্তরাজ্য আওয়ামীলীগের শোক প্রকাশ

"মানুষ পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়, কিন্তু রেখে যায় তার কর্ম, আদর্শ ও অসংখ্য স্মৃতি। মানুষ মরণশীল-আজ হোক কিংবা কাল, প্রত্যেককেই একদিন মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু কিছু মানুষের জীবন ও কর্ম এমন গভীর ছাপ রেখে যায়, যা তাঁদের মৃত্যুর পরও মানুষের হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রবাসে স্বাধীনতার সংগ্রামের অন্যতম সংগঠক,

হাশেম ছাত্রজীবন থেকেই যুক্তরাজ্যে প্রবাসী বাঙালি সমাজকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে সংগঠিত করতে এবং দলের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় দীর্ঘদিন নেতৃস্থানীয় ভূমিকা রেখেছেন। ১৯৬৮ সালে যুক্তরাজ্যে ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। এবং যুক্তরাজ্য ছাত্রলীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সহ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন

এই সংকটকালীন সময়ে তাঁর মতো গুণী ও সুহৃদ মানুষের চলে যাওয়ায় আমরা মর্মান্বিত। তিনি ছিলেন একজন ত্যাগী, অত্যন্ত নিবেদিতপ্রাণ, বিনয়ী, শিক্ষিত ও আদর্শবান রাজনৈতিক সংগঠক। দুঃসময়ে তিনি শক্ত হাতে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের হাল ধরেছিলেন। ত্যাগ, সংগ্রাম আর ভালোবাসায় তিনি প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

এদিকে যুক্তরাজ্য আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় সদস্য ওয়েলস আওয়ামীলীগের সভাপতি মোহাম্মদ মকিস মনসুর ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মালিক সহ অন্যান্য শাখা কমিটির নেতৃবৃন্দ একযুক্ত শোকবার্তায় গভীর শোক প্রকাশ ও শোকাবহ পরিবারবর্গ এর প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন সহ মরহুম এর আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বলেন, প্রবাসে স্বাধীনতার সংগ্রামের অন্যতম সংগঠক ও বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা, আমাদের পরম শ্রদ্ধেয়, সদাহাস্যোজ্জ্বল অধ্যাপক আবুল হাশেম ভাইয়ের মৃত্যুতে আমরা একজন অভিজ্ঞ অভিভাবককে হারালাম। তাঁর মতো একজন নিবেদিতপ্রাণ ও প্রাণবন্ত মানুষের প্রস্থানে যে শূন্যতার সৃষ্টি হলো, তা কখনোই পূরণ হওয়ার নয়।

এছাড়া ও যুক্তরাজ্য আওয়ামী যুবলীগ এর সভাপতি ফখরুল ইসলাম মধু, সাধারণ সম্পাদক সেলিম আহমেদ খান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জামাল আহমেদ খান, যুক্তরাজ্য আওয়ামী যুবলীগ ওয়েলস শাখার সভাপতি ভিপি সেলিম আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক মফিকুল ইসলাম, যুক্তরাজ্য ছাত্রলীগের সভাপতি তামিম আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক নিহাল হাসান সজিব ভূইয়া, ও সিনিয়র সহ সভাপতি এম আক্তার উজ্জামান খান জাকির, যুক্তরাজ্য ছাত্রলীগ ওয়েলস শাখার সভাপতি মোহাম্মদ বদরুল হক মনসুর ও সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান তালুকদার শাওন সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক আবুল হাশেম ভাইয়ের মৃত্যুতে গভীর শোক ও শোকাবহ পরিবারবর্গ এর প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে বলেছেন আমাদের চোখে তিনি বিনয়ী, নিপাট পরিপাটি, অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী একজন মানুষ মহাশয় আল্লাহ তাঁকে জান্নাতবাসী করুন এই দোয়া করার জন্য সবার প্রতি বিনীতভাবে অনুরোধ জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার, গালিঘরপুর ইউনিয়নের চানহাটি গ্রামের কৃতিময় পুরুষ অধ্যাপক আবুল হাশেম চিকিৎসাধীন অবস্থায় লন্ডনের কিংস কলেজ হাসপাতালে গত ২৩ শে অক্টোবর শুক্রবার লন্ডন সময় রাত ১২: ১০ মিনিটের সময় মৃত্যুবরণ করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।) মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো ৮৮ বছর। মৃত্যুকালে স্ত্রী ও ২ মেয়ে নাতি নাতনী সহ দেশ-বিদেশের অসংখ্য বন্ধু-আত্মীয়স্বজন, সহকর্মী-সহযোগী ও শুভাকাজক্ষী রেখে গেছেন। ১৯৬৮ সালে যুক্তরাজ্য ছাত্রলীগের সভাপতি, পরবর্তীতে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, সাধারণ সম্পাদক এবং সহ সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় তার অবদান ছিলো অনন্য। তিনি ছিলেন একজন ত্যাগী, নিবেদিতপ্রাণ ও আদর্শবান রাজনৈতিক সংগঠক।



যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের বর্তমান সহ-সভাপতি ও সাবেক সফল সাধারণ সম্পাদক, যুক্তরাজ্য ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রবাসে স্বাধীনতার সংগ্রামের অন্যতম সংগঠক, প্রবীণ রাজনীতিবিদ, ও সমাজসেবক শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক আবুল হাশেমকে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও অশ্রুসিক্ত নয়নে বিদায় জানানো বৃটেন বাংলাদেশ কমিউনিটি। দীর্ঘ ৫ যুগের বেশী সময় ধরে অধ্যাপক আবুল হাশেম যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশী কমিউনিটির সাথে রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবে কাজ করে আসছিলেন, যার ফলে কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষের সাথে তার একটা ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এই মহান ব্যক্তিত্বের প্রয়াণে পুরো মৌলভীবাজার জুড়েই শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

২৪ শে অক্টোবর শনিবার সকাল থেকেই ঘুড়ি বৃষ্টি উপেক্ষা করে অধ্যাপক আবুল হাশেমকে শেষ শ্রদ্ধা ও শোক জানাতে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃত্ব সহ বৃটেনের বিভিন্ন শহর থেকে আগত রাজনৈতিক ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ ধর্মপ্রাণ মুসল্লি ও সর্বস্তরের জনতার উপস্থিতিতে এক শোকাবহ ও আবেগঘন পরিবেশে তাঁর জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মরহুমের জানাজার নামাজে ইমামতি করেন ব্রিকলেন সেন্ট্রাল মসজিদের ইমাম ও খতীব মুফতি মাওলানা নজরুল ইসলাম। পরে লন্ডনের এটারনেল গার্ডেনস কবরস্থানে তাঁর সমাধিত করা হয়। প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা আবুল হাশেমের মৃত্যুতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভাপতি বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা মরহুমের জীবন ও কর্মের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে উজ্জীবিত আবুল

করেছেন। যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিরা তাঁদের প্রিয়জনকে হারালেন এবং আমি হারালাম একজন অভিভাবকতুল্য শুভাকাজক্ষীকে। প্রয়াত আবুল হাশেম মুক্তিযুদ্ধকালে প্রবাসে জনমত গঠনে অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর মতো অভিজ্ঞ ও দক্ষ সংগঠকের অভাব পূরণ হবার নয়, দেশের বর্তমান সংকটকালে তাঁকে অনেক বেশি প্রয়োজন ছিল। যুক্তরাজ্যের একজন প্রবীণ ও শীর্ষস্থানীয় নেতা হিসেবে দেশ ও দলের জন্য অধ্যাপক আবুল হাশেমের দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রামের অবদানকে তিনি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন।

এদিকে যুক্তরাজ্য আওয়ামীলীগের সভাপতি আলহাজ্ব জালাল উদ্দীন ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুক, সাবেক মন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী, সাবেক মেয়র আনোয়ার উজ্জামান চৌধুরী, সাবেক এমপি হাবিবুর রহমান হাবিব, উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান যুক্তরাজ্য আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব শামসুদ্দিন খান, বর্তমান সহ সভাপতি হরমুজ আলী, সহ সভাপতি শাহ আজিজুর রহমান, সহ সভাপতি শামসুদ্দিন আহমেদ মাষ্টার, যুগ্মসাধারণ সম্পাদক নঈম উদ্দিন রিয়াজ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মারুফ আহমেদ চৌধুরী, ও সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আহাদ চৌধুরী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ একযুক্ত শোকবার্তায় গভীর শোক প্রকাশ ও শোকাবহ পরিবারবর্গ এর প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন সহ মহাশয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেনো উনাকে জান্নাতবাসী করেন এই দোয়া করার জন্য দেশে বিদেশের সবার প্রতি বিনীতভাবে অনুরোধ জানিয়েছেন।

দারুল কিরাত নর্থহ্যাম্পটনে ১৮১ শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ এবং ৭ জনের কারীয়ানা সনদ লাভ



এম এ ফাত্তাহ চৌধুরী ফয়সল : বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে দারুল কিরাত নর্থহ্যাম্পটন শাখার অ্যাওয়ার্ড সিরিমিনি ও গ্র্যাজুয়েশন ২০২৬ গত ২০ সেপ্টেম্বর নর্থহ্যাম্পটন আল জামাতুল মুসলিমিন অফ বাংলাদেশ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অত্র মসজিদের মুতাওয়াল্লি আব্দুল শফিক মখন খানের সভাপতিত্বে এবং কারী রুহুল আমিনের সঞ্চালনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন -সেন্টারের প্রধান কারী মৌলভী এম. এ. ফাত্তাহ চৌধুরী ফয়সল। দারুল কিরাতের প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা সাহেব কিবলা ফুলতলী রাহিমাছল্লাহ এর অবদান এবং পবিত্র কুরআন শুদ্ধভাবে শেখার গুরুত্ব তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন- অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি লতিফিয়া কারী সোসাইটি ইউকের সাধারণ সম্পাদক মুফতি মাওলানা আশরাফুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন -

মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস ও মাওলানা আব্দুল ওয়াসি আরিফ। দারুল কিরাতের সার্বিক কার্যক্রমে সহযোগিতার জন্য স্পন্সরসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান সেন্টারের নাজিম হাজী হারুন আলী ও অ্যাসিস্ট্যান্ট নাজিম হাজী আব্দুল আহাদ। অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য রাখেন - ইমাম-হাফিজ মাওলানা আবু বকর।

কোর্স শেষে কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের হাতে সার্টিফিকেট, মেডেল ও ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। এ বছর দারুল কিরাতের কোর্স সম্পন্ন করে চারজন শিক্ষার্থী কারী এবং তিনজন শিক্ষার্থী কারীয়া হিসেবে সনদ লাভ করেন। তাঁদের পাগড়ি ও বোরকা দিয়ে সম্মাননা প্রদান করা হয়। সনদপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন ইয়াসিন আলী, নাসিম আহমেদ, মিলহান মহম্মদ সামাদ, ইয়ামিনুর রহমান, জুবায়দা খাতুন, জুনাইরাহ বেগম ও মালিহা

খাতুন। এ ছাড়া অন্য শাখা থেকে উত্তীর্ণ কারী ফিরোজ মিয়াকেও অনুষ্ঠানে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে দারুল কিরাতের ৩৯ জন শিক্ষক এবং এ বছরের ৪৪ জন স্পন্সরের হাতে সম্মাননা সনদ তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন - নর্থহ্যাম্পটনের ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর এনামুল হক, কাউন্সিলর হাজী তুরন মিয়া, সাবেক কাউন্সিলর ইউসুফ মিয়া, সাবেক মুতাওয়াল্লি আলহাজ আব্দুর রহিম এবং ইমাম-হাফিজ মাওলানা জিয়াউর রহমানসহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এবারের সামার হলিডেতে অনুষ্ঠিত ইনটেনসিভ তাজবিদ কোর্সে নর্থহ্যাম্পটন শাখায় ১৮১ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। তাদের পাঠদানে ২৮ জন কারী ও ১১ জন কারীয়া শিক্ষক দায়িত্ব পালন করেন।

Al-Mustafa Trust Free Eye Camp
19 January 2022
Azad Bakht High School & College
Sherpur Atroogari, Moulvibazar
Donated by:
Sherpur Welfare Trust UK
VARD

Al-Mustafa Trust Free Eye Camp
Sheikh House, Sheikhpara, Lama Bazar, Sylhet
28th October 2022
In loving memory of **Mushtaque Ahmed Qureshi**
Donated by: **Mrs Khalida Qureshi and family**
VARD

Al-Mustafa Welfare Trust
Charity Number: 1118492

আপনি যদি আপনার নিজের এলাকায় একটি ক্যাম্পের জন্য দান করতে চান
তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

If you wish to donate for a camp in your chosen area
please contact us

Call: +44 (0)20 8569 6444
Visit: www.almustafatrust.org

100% ZAKAT POLICY

Registered with FUNDRAISING REGULATOR

বড়লেখায় মাত্র ৯০ টাকার জন্য প্রাণ গেল দর্জির

বড়লেখা সংবাদদাতা : মাত্র ৯০ টাকা পাওনা নিয়ে কথা-কাটাকাটির জেরে রডের আঘাতে আলিফ আহমদ (৫৫) নামে এক দর্জিকে প্রাণ দিতে হল। মঙ্গলবার (২৭ অক্টোবর) বিকেলে চারটার দিকে মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলার সায়পুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত আলিফ উপজেলার আতুয়া গ্রামের মৃত ওয়াছির আলীর ছেলে। ঘড়ি কিনুন স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সায়পুর এলাকায় আলিফের একটি টেইলার্সের দোকান রয়েছে।

আলিফের পাশের দোকানদার ইমাম উদ্দিন আলিফের কাছে ৯০ টাকা পান। ওই টাকা নিয়ে মঙ্গলবার বিকেলে দুজনের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। পরে আলিফ টাকা দিয়ে ফেরার সময় ইমাম তাঁকে রড দিয়ে আঘাত করেন। এতে আলিফ মাটিতে পড়ে যান। পরে প্রত্যক্ষদর্শীরা তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। শাহবাজপুর পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের

ইনচার্জ (পুলিশ পরিদর্শক) ইসকান্দার হাবিবুর রহমান মঙ্গলবার রাত আটটায় বলেন, পাওনা টাকা নিয়ে কথা কাটাকাটির জেরে এক দোকানদারের রডের আঘাতে এক দর্জি নিহত হয়েছেন। লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনার পর অভিযুক্ত দোকানদার পালিয়ে গেছেন। তাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। রোট দেখুন বড়লেখা থানার ওসি মনিরুজ্জামান খান বলেন, নিহতের পরিবার কোনো অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নিজ ছেলেকে প্রশাসনের হাতে তুলে দিলেন বাবা

সুনামগঞ্জ সংবাদদাতা : সুনামগঞ্জের বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় গ্রামবাসীকে নিয়ে মাদকাসক্ত ছেলেকে প্রশাসনের হাতে তুলে দিয়েছেন এক বাবা। সোমবার (১৯ অক্টোবর) দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত ছেলেকে তিন মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন। দণ্ডিত তোফায়েল আহমেদকে (২৬)। তিনি বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার খোকা মিয়া ছেলে। জানা যায়, মাদকাসক্ত ওই ছেলের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ ছিল পুরো পরিবার।

কোনোভাবেই তাঁকে মাদক থেকে ফেরানো যাচ্ছিল না। ঘরে বসেই ইয়াবা সেবন করতেন। বাধ্য হয়ে বাবা খোকা মিয়া সোমবার গ্রামবাসীকে নিয়ে ছেলেকে আটক করেন। পরে খবর দেওয়া হয় প্রশাসন ও পুলিশকে। এরপর ভ্রাম্যমাণ আদালত আটক তোফায়েলকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে তিন মাসের কারাদণ্ড ও ২০০ টাকা জরিমানার আদেশ দেন। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন বিশ্বম্ভরপুর

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট স্কিনা আক্তার। এ সময় তোফায়েলের বাবা ও এলাকার আরও লোকজন উপস্থিত ছিলেন। ইউএনও স্কিনা আক্তার বলেন, মাদকসেবী ছেলের যন্ত্রণায় পরিবার অতিষ্ঠ ছিল। খবর দেওয়ার পর তাঁকে আটক করে নিয়ে আসা হয়। শুধু মাদকসেবী নয়, মাদক ব্যবসায় জড়িতদেরও আইনের আওতায় আনতে হবে।

প্রবাসীদের অধিকার আদায়ের দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে লন্ডনে গঠিত হল ‘সম্মিলিত প্রবাসী অধিকার বাস্তবায়ন পরিষদ’

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা প্রবাসী বাংলাদেশিদের অবদান, অর্জন ও মেধাকে দেশের উন্নয়ন তথা সমৃদ্ধ জাতি গঠনে কাজে লাগানোর প্রত্যয়ে যাত্রা শুরু করেছে সম্মিলিত প্রবাসী অধিকার বাস্তবায়ন পরিষদ। পাশাপাশি, প্রবাসীদের সাংবিধানিক, নৈতিক ও মানবিক অধিকার সুরক্ষা, ন্যায্য দাবি আদায় এবং দেশে-বিদেশে নানা ধরনের হয়রানি বন্ধে কার্যকর ভূমিকা রাখার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করতে এই সংগঠনের প্রতিটি সদস্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যুক্তরাজ্যের বাংলাদেশি কমিউনিটির শীর্ষস্থানীয় নেতা, সফল ব্যবসায়ী, খ্যাতিমান পেশাজীবী এবং নতুন প্রজন্মের উদীয়মান সংগঠকদের সমন্বয়ে গঠিত এ সংগঠন প্রবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কার্যকর উদ্যোগ ও আন্দোলনের সম্মিলিত প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে। এজন্য যুক্তরাজ্যের ইমিগ্রেশন ট্রাইব্যুনালের সাবেক বিচারক মোহাম্মদ বেলায়েত হোসাইনকে সভাপতি এবং শক্তিমান সংগঠক সিরাজুল ইসলাম শাহিনকে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করে নির্বাহী কমিটি ও উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়েছে।

সম্প্রতি লন্ডনে জাজ মোহাম্মদ বেলায়েত হোসাইনের সভাপতিত্বে এবং ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এক সভায় সংগঠনটির নাম, সাংগঠনিক কাঠামো, কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশি কমিউনিটির বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কাজ করা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পাশাপাশি প্রবাসীদের অধিকার বিষয়ে সোচ্চার উচ্চশিক্ষিত তরুণ ব্রিটিশ-বাংলাদেশিরাও অংশ নেন। সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আইন ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ ব্যারিস্টার নাজির আহমদ, গ্রেটার সিলেট কাউন্সিলের সাবেক সভাপতি ব্যারিস্টার আতাউর রহমান, ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (BBCCI) সাবেক সভাপতি রফিক হায়দার, ব্যারিস্টার আব্দুল মালিক, গবেষক ড. আবদুদ দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ, সাবেক কাউন্সিলার ড. মুহাম্মদ মুস্তাকিম প্রামানিক, লেখক ও সংগঠক সিরাজুল ইসলাম শাহীন, গোলাম মোর্তজা সিআইপি, সাবেক কাউন্সিলার ব্যারিস্টার খালেদ নূর, সলিসিটর জহির আহমদ, সিনিয়র সাংবাদিক অলিউল্লাহ নোমান, চ্যারিটি সংগঠক আব্দুল লতিফ, প্রবাসী ভোটাধিকার বাস্তবায়ন পরিষদের সেক্রেটারি ব্যারিস্টার বদরে আলম দিদার, ব্যারিস্টার আব্দুল হালিম সরকার, সাংবাদিক বদরুজ্জামান বাবুল, রফিকুল ইসলাম এমদাদ, শাহরিয়ার আলম শিপার, সৈয়দ জুলকারনাইন জুমা, জুবের আহমদ আহাদ, আব্দুল্লাহ আল মুনিম প্রমুখ। সভায় বক্তারা বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দেড় কোটিরও বেশি বাংলাদেশি নানা পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, চিকিৎসক, আইনজীবী, প্রকৌশলী, তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ থেকে শুরু করে বিভিন্ন পেশায় প্রবাসী বাংলাদেশিরা দক্ষতা, সততা ও সাফল্যের সঙ্গে অবদান রাখছেন। ব্যবসা-বাণিজ্যেও অনেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন নিজেদের শক্ত অবস্থান। বক্তারা উল্লেখ করেন, প্রবাসীদের শ্রম, ঘাম ও ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশের অর্থনীতির

অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি। তাদের প্রেরিত রেমিট্যান্স দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনেও প্রবাসীরা নিজ নিজ অবস্থান থেকে অবদান রেখে চলেছেন। তবে অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান

সময়ের দাবি। প্রবাসীদের বহুমাত্রিক সমস্যা চিহ্নিত করা, সেগুলোর সমাধানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ-সহ ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ‘সম্মিলিত প্রবাসী অধিকার বাস্তবায়ন পরিষদ’ গঠনের সিদ্ধান্ত হয় এবং



রাখা সত্ত্বেও প্রবাসীদের যথাযথ মর্যাদা, সেবা ও অধিকার নিশ্চিত হচ্ছে না বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বক্তারা। তাঁদের মতে, দেশ ছাড়ার সময় বিমানবন্দর থেকেই অনেক প্রবাসীকে অবহেলা ও হয়রানির মুখে পড়তে হয়। বিদেশে বাংলাদেশি দূতাবাস, হাইকমিশন ও কনসুলেট থেকে প্রয়োজনীয় সেবা নিতে গিয়েও অনেকে ভোগান্তির শিকার হন। এ পরিস্থিতির অবসানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জবাবদিহি ও কার্যকর পদক্ষেপ জরুরি। বক্তারা বলেন, প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স নিয়ে দেশ গর্ব করে, অথচ তাঁদের ন্যায্য অধিকার ও প্রয়োজনীয় সেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কাক্ষিত অগ্রগতি দেখা যায় না। তাই প্রবাসীদের অবদানকে শুধু অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানে সীমাবদ্ধ না রেখে তাঁদের নাগরিক মর্যাদা, নিরাপত্তা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে। একই সাথে দেশের ব্যাংকিং সেক্টরে নৈরাজ্য বন্ধ করতে হবে। সর্ব বৃহৎ ব্যাংক ‘ইসলামী ব্যাংক’ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা বন্ধ করতে হবে। সভায় প্রবাসীদের পাঠানো অর্থের নিরাপত্তা, দেশে থাকা পারিবারিক ও ব্যবসায়িক সম্পত্তির সুরক্ষা, বিদেশে হয়রানি বন্ধ এবং প্রবাস থেকেই ভোট দেওয়া-সহ নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করার বিষয়গুলো বিশেষ গুরুত্ব পায়। বক্তারা মনে করেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত বাংলাদেশিদের সমস্যা সমাধানে সরকারের ওপর কার্যকর চাপ সৃষ্টি এবং নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে তাঁদের দাবি তুলে ধরতে ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগের বিকল্প নেই। সভায় দ্বৈত নাগরিকত্বধারী বাংলাদেশিদের ভোটাধিকার প্রসঙ্গে বক্তারা বলেন, যুক্তরাজ্য, ইউরোপ ও কানাডাসহ বিভিন্ন দেশে দ্বৈত নাগরিকত্বের সুযোগ এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিধান রয়েছে। বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত দ্বৈত নাগরিকদের অনেকে যুক্তরাজ্যের স্থানীয় সরকার ও জাতীয় রাজনীতিতে নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাই বাংলাদেশের নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রবাসীদের যেসব আইনি ও প্রশাসনিক জটিলতার মুখোমুখি হতে হয়, সেগুলোর সমাধান প্রয়োজন। তাঁদের মতে, প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা, বিদেশে অবস্থানরত নাগরিকদের জন্য সহজ ও কার্যকর ভোটব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতিমালা পর্যালোচনা করা

একটি উপদেষ্টা পরিষদ ও কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। উপদেষ্টা পরিষদে রয়েছেন বিচারপতি ইমাম আলী, বিবিসিসিআই’র সাবেক সভাপতি শাহগির বখত ফারুক, ড. হাসনাত হোসাইন এমবিই, জাজ নজরুল খসরু, বিবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট মুহিব চৌধুরী, ব্যারিস্টার নাজির আহমদ, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব কেএম আবু তাহের চৌধুরী, বিবিসিসিআই’র সাবেক সভাপতি বশির আহমদ, সাবেক মেয়র সাইফুল আলম, সাবেক মেয়র সলিসিটর শফিকুল হক, মাওলানা মওদুদ হাসান, মুনসব আলী জেপি, ড. এ ডিএম ইউনুস ও ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান। কার্যনির্বাহী কমিটি: সভাপতি জাজ মোহাম্মদ বেলায়েত হোসাইন, সহসভাপতি ব্যারিস্টার আতাউর রহমান, রফিক হায়দার ও ড. মুহাম্মদ মুসতাকিম প্রামানিক। সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম শাহিন। যুগ্ম সম্পাদক ব্যারিস্টার আবদুল হালিম সরকার ও সৈয়দ জুলকারনাইন জুমা। প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক অলিউল্লাহ নোমান, অফিস সম্পাদক সুমন মাহমুদ, অর্থ সম্পাদক জুবের আহমদ আহাদ। **কার্যনির্বাহী সদস্য:** ব্যারিস্টার আবদুল মালিক, চ্যারিটি সংগঠক আবদুল লতিফ, ব্যারিস্টার সাইফুদ্দিন খালেদ, ব্যারিস্টার দেওয়ান মাহদী, ব্যারিস্টার খালেদ নূর, গোলাম মোর্তজা সিআইপি, ব্যারিস্টার ইকবাল হোসাইন, টিভি উপস্থাপক মাওলানা মোঃ আবদুল কুদ্দুস, মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল কারীম, ব্যারিস্টার সাঈদ হাসান, সলিসিটর জহির আহমদ, ব্যারিস্টার বদরে আলম দিদার, ব্যারিস্টার ওয়াহিদ মাহবুব, আলিজামান আওরঙ্গজেব (বুন্ডুল), মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মিসবাহ জামাল, সুলতান আহমদ, রাইসুল ইসলাম রাসেল, একাউন্টেন্ট আশরাফ পারভেজ, সাংবাদিক আকবর হোসাইন, আবদুল মুনিম ক্যারল, বদরুজ্জামান বাবুল, রফিকুল ইসলাম এমদাদ, কমিউনিটি একটিভিস্ট নাফিসা নাগিস রব্বানী, ফরিদা খানম ফাতিহা, আরিফুর রহমান ভূঁইয়া, শাহরিয়ার আলম শিপার, ও আবদুল্লাহ আল মুনিম। প্রবাসী কমিউনিটির মধ্য থেকে আরও সক্রিয়, যোগ্য ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে উপদেষ্টা পরিষদ ও নির্বাহী কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়েও সভায় নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

APG
Your Property Partner

SELL YOUR HOME WITH ARII PROPERTY GROUP TODAY!

WE CHARGE 0% FEE'S

Everything we do is dedicated to achieving the best price for your property. Speak to one of our experts for a more accurate and in-depth property market appraisal.

ARII PROPERTY GROUP
Your Property Partner

WWW.ARII.CO.UK • 0330 088 8666 • INFO@ARII.CO.UK

জগন্নাথপুরে মাছ ধরা নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নিহত ১



জগন্নাথপুর সংবাদদাতা : মঙ্গলবার সকালে সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে জমিতে পানি সেচ ও মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে মতিউর রহমান (৫০) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। উপজেলার সৈয়দপুর-শাহারপাড়া ইউনিয়নের পীরেরগাঁও (চণ্ডী হেতায়দপুর) গ্রামে এ সংঘর্ষের ঘটনায় উভয় পক্ষের অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দুজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে

পাঠানো হয়েছে। নিহত মতিউর রহমান ওই গ্রামের মৃত আব্দুল বারিকের ছেলে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত সোমবার দুপুরে পীরেরগাঁও গ্রামের আরব আলীর ছেলে আলমগীর এবং আছির উল্লাহর ছেলে কাশেমের মধ্যে জমিতে পানি সেচ ও মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে ঝগড়া ও মারামারির ঘটনা ঘটে। এর জের ধরে মঙ্গলবার সকালে উভয় পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এ সময় আলমগীরের পক্ষের মতিউর রহমান

সুলফির আঘাতে গুরুতর আহত হন। পরে তাঁকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের আরও ১৫ জন আহত হন। তাঁদের মধ্যে মুজিবুর (৩৮) ও আতাউর (৫০) নামের দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। জগন্নাথপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক জান্নাতুল ফেরদৌস বলেন, ‘মতিউর রহমানকে হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। আহতদের মধ্যে দুজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিলেটে পাঠানো হয়েছে।’ **শোকেরসহায়তা নিম্ন:** জগন্নাথপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) বিন আমিন বলেন, সংঘর্ষের খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হবে।

সিলেটে গোয়েন্দা তালিকায় ৫১৬ চোরাকারবারি

সিলেট অফিস : দেশের সীমান্তজুড়ে সক্রিয় হয়ে উঠেছে চোরাকারবারিদের বিশাল নেটওয়ার্ক। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কঠোর নজরদারি উপেক্ষা করে প্রতিবেশী ভারত ও মিয়ানমার থেকে মাদক, অস্ত্র, গবাদিপশুসহ বিভিন্ন পণ্যের প্রবেশ ক্রমেই বাড়ছে। এসব কারবারে দেশের সীমান্তবর্তী জেলাগুলোসহ ৩৮ জেলার ৪ হাজার ৮৩৯ জন চোরাকারবারি জড়িত বলে গোয়েন্দা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে সিলেট বিভাগের ৫১৬ জনের নাম। গোয়েন্দা প্রতিবেদন অনুযায়ী- চোরাকারবারি তালিকায় সিলেট জেলার ১১০ জন, মৌলভীবাজারের ১৫৭ জন এবং সুনামগঞ্জের ১০৫ জনের নাম

রয়েছে। সিলেটের সীমান্তজুড়ে চোরাচালান নেটওয়ার্কে তাদের সম্পৃক্ততা রয়েছে বলে তাদের প্রতিবেদনে জানানো হয়। গোয়েন্দা প্রতিবেদনে চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত সিলেটে যাদের নাম উঠে এসেছে তারা হলেন- কানাইঘাটের চারিকাতার শাহজাহান মিয়া, ডাউকেরগুলের হাসান আলী, মিকিরপাড়ার মইনুল ইসলাম, বালিছড়ার সোহেল উদ্দিন, কোম্পানীগঞ্জের লামাগ্রামের আলাল মিয়া, গোয়াইনঘাটের দমদমা হাওরের ফরচান, বিছনাকান্দির আবুল হোসেন, তামাবিলের আবদুর রহমান, জকিগঞ্জের খাসিরচরের জালাল, গঙ্গাজলের সিহাব, পীরের চকের

উজ্জল, ঘিলাতৈলের শামসুল হক, হরিপুরের আবদুর রশিদ, জৈন্তাপুরের নিশ্চিন্তপুরের জহিরুল, লামাবস্তির সুমন মিয়া, ফেঞ্চুগঞ্জের ফয়সাল আহমেদ, বিয়ানীবাজারের বাঙ্গালহুদার আবু হানিফ, টেকের কোনার বিল্লাল হোসেন, গজকাটার সাদেক মিয়া। গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী- সিলেটের কানাইঘাট, কোম্পানীগঞ্জ, গোয়াইনঘাট, জকিগঞ্জ, জৈন্তাপুর ও বিয়ানীবাজারের বিভিন্ন সীমান্ত পয়েন্টে চোরাচালানের অভিযোগ রয়েছে। এসব এলাকায় মাদক, অস্ত্র, গবাদিপশু এবং বিদেশি পণ্য অবৈধভাবে আনা-নেওয়ার বিষয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নজরদারি করছে।

জুড়ী নদীর ভাঙনে হুমকির মুখে বাড়িঘর, আতঙ্কে কয়েকটি পরিবার

জুড়ী সংবাদদাতা: মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলার জুড়ী নদীতে ভাঙন দেখা দিয়েছে। এতে কয়েকটি পরিবার

জায়ফরনগর ইউনিয়নের গৌরীপুর গ্রামে বড় আকারে ভাঙন দেয়। গত দুইদিনের ভাঙনে নদী তীরের বাড়ির বেশ কিছু



হুমকির মুখে পড়েছে। লোকজন বাড়িঘর নিয়ে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। জানা যায়, শুষ্ক মৌসুম শুরু হতেই জুড়ী নদীতে পানি কমতে শুরু করেছে। পানি কমার সাথে সাথেই নদীর বিভিন্ন অংশে ভাঙন দেখা দিচ্ছে। উপজেলার

অংশ, গাছপালা নদীতে বিলীন হয়েছে। স্থানীয় ইসরাব আলী, আব্দুল মানিক ও আবুল কালামের ঘর ভেঙ্গে গেছে। কারো ল্যাট্রিন আবার কারো টিউবওয়েল ইতোমধ্যে নদীতে হারিয়ে গেছে। ভাঙন অব্যাহত থাকায় এখানকার

২০ বছর পর ওসমানী থেকে সরাসরি পণ্য যাবে ইউরোপে

বিশেষ সংবাদদাতা : একসময় সিলেট থেকে প্রচুর পরিমাণ কৃষিপণ্য রফতানি হত ইউরোপে। বিশেষ করে যুক্তরাজ্যের বাঙালি অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে সিলেটের সবজি ও লেবু জাতীয় কৃষিপণ্যের চাহিদা ছিল আকাশছোঁয়া। কিন্তু সিলেট থেকে পাঠানো লেবুজাতীয় ফলে ‘সাইট্রাস ক্যানকার’ জীবাণু সনাক্ত হওয়া এবং বিমানের সরাসরি ফ্লাইট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় হোট খায় রফতানি। ২০০৭ সাল থেকে যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপের দেশগুলোতে সিলেট থেকে কৃষিপণ্য রফতানি বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ওসমানী থেকে সরাসরি ফ্লাইট চালু ও কার্গো কমপ্লেক্স হলেও প্যাকেজিং হাউস নির্মাণ না হওয়ায় রফতানি সম্ভাবনা আটকে যায়।

অধ্যুষিত লন্ডন, বার্মিংহাম, ম্যানচেস্টার, লুটন, ওল্ডহাম, নিউহাম, ব্র্যাডফোর্ড, রচডেল, নিউক্যাসল ও ওয়েলসের কার্ডিফের সুপারশপগুলোতে এসব ফল ও সবজির কদর ছিল বেশি। কিন্তু একসময় বিমানের সরাসরি ফ্লাইট বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং রফতানিকৃত সাইট্রাস



অবশেষে বাণিজ্যমন্ত্রীর আধাসরকারি পত্রের (ডিও লেটার) প্রেক্ষিতে প্যাকেজিং হাউস ও কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয়। চলতি বছরেই প্রকল্পটির কাজ শুরুর সম্ভাবনা রয়েছে। আর প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রায় ২০ বছর পর সিলেট থেকে ইউরোপের বাজারে ফের কৃষিপণ্য রফতানি শুরু হবে। এতে সিলেটের কৃষিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। সিলেটের ব্যবসায়ীরা জানান, একসময় বাংলাদেশ বিমানের সরাসরি ফ্লাইটে সিলেটে উৎপাদিত লেবু জাতীয় ফল ও সবজি যুক্তরাজ্যে রফতানি হত। সেখান থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও যেত এসব কৃষিপণ্য। বিশেষ করে বাঙালি

ফলে ‘ক্যানকার’ জীবাণু সনাক্ত হওয়ায় সিলেট থেকে কৃষিপণ্য রফতানি বন্ধ হয়ে যায়। এরপর থেকে ঢাকার শ্যামপুরের প্যাকিং হাউসের মাধ্যমে মাননিয়ন্ত্রণ ও প্যাকিং করে সিলেটের কৃষিপণ্য রফতানি করতে হতো। এতে পরিবহন খরচ বৃদ্ধি ও রফতানিকৃত পণ্য নষ্টের ঝুঁকি বেড়ে যায়। ফলে ধীরে ধীরে সিলেটের ব্যবসায়ীরা রফতানিতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। বর্হিবিধে সিলেটের কৃষিপণ্যের বাজার সম্প্রসারণে গত সরকারের আমলে ওসমানী বিমানবন্দরে ২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয় কার্গো কমপ্লেক্স। কিন্তু প্যাকিং হাউস ও কোল্ড স্টোরেজ নির্মিত না হওয়ায় কৃষিপণ্য রফতানি সম্ভব

হয়নি। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর সিলেট থেকে রফতানির সুযোগ কাজে লাগাতে প্যাকিং হাউস নির্মাণে জোর দেন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আবদুল মুজাদ্দির। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে তিনি কৃষি মন্ত্রণালয়কে ডিও লেটার দেন। প্যাকিং হাউসের জন্য ওসমানী বিমানবন্দর সংলগ্ন বাইশটিলা এলাকায় জায়গাও নির্ধারণ করা হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও ব্যবসায়ীরা বলছেন, প্যাকিং হাউস ও কোল্ড স্টোরেজ হলে সিলেট থেকে ‘গোয়ালগান্ধা সীম’, নাগা মরিচ, খাসিয়া পান, তইকর, ডেফল, ফরাশ ও সীমের বিচি, ঢাকাদক্ষিণের লালমাটির কচুমুখী ও লতি, জারা লেবু, আদালেবু, সাতকরা, কমলা, মাল্টা, আসারস, তরমুজ ও লুকলুকিসহ বিভিন্ন রকম ফল ও সবজি রফতানি সম্ভব হবে। ইউরোপের বাজারে এসব পণ্যের বিপুল চাহিদা রয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সিলেটের উপ-পরিচালক মো. শামসুজ্জামান বলেন, কৃষিপণ্যের উৎপাদন থেকে শুরু করে সংরক্ষণ, প্যাকেজিং ও রপ্তানির সুযোগ তৈরি হলে কৃষকরা তাদের পণ্যের ভালো দাম পাবেন। এতে কৃষিপণ্য উৎপাদনেও আগ্রহ বাড়বে। ওসমানী বিমানবন্দরের পরিচালক হাফিজ আহমদ জানান, প্যাকিং হাউস ছাড়া ওসমানী বিমানবন্দর দিয়ে কৃষিপণ্য রফতানির সকল সুবিধা রয়েছে। এটা স্থাপন করা গেলে সিলেট থেকে অনেক ধরনের কৃষিপণ্য রফতানি সম্ভব হবে।

Al-Mustafa Welfare Trust

Charity Number: 1118492

আপনি যদি আপনার নিজের এলাকায় একটি ক্যাম্পের জন্য দান করতে চান

তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

If you wish to donate for a camp in your chosen area please contact us

Call: +44 (0)20 8569 6444

Visit: www.almustafatrust.org

100% ZAKAT POLICY

Registered with FUNDRAISING REGULATOR

বাংলা পোস্ট

Bangla Post

Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL

Tel: News - 0203 488 7990

Sales - 0203 633 2545

Email: info@banglapost.co.uk

Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman

Sheikh Md. Mofizur Rahman

Founder & Managing Director

Taz Choudhury

Marketing Director

Mustak Babul

Board of Directors

Kamruz Zaman Shuheb

Gulam Kibria Oyes

Advisers

Mahee Ferdhaus Jalil

Tafazzal Hussain Chowdhury

Shofi Ahmed

Abdul Jalil

Editor in Chief

Taz Choudhury

Editor

Barrister Tareq Chowdhury

News Editor

Hasanul Hoque Uzzal

Sub Editor

Shaleh Ahmed

Md Joynal Abedin

Sylhet Bureau Chief

Md Moin Uddin Monju

Dubai Correspondent

Md Sarwar Uddin Rony

Birmingham Correspondent

Atikur Rahman

Dhaka Office

Mohammed Abid Hossain

Md Zakir Hossen

Sylhet Office

Abdul Aziz Zafran

সম্পাদকীয়

মেট্রোরেল মৃত্যু: এবং আমাদের করণীয়

বিপদে সাহায্য করা আমাদের মানবিক মূল্যবোধের অংশ। অথচ আমরা সম্পূর্ণ ভাবে তা অনুধাবন করি নাজানি়লেই মরিতে হবে’ কথাটা শ্বশতকাল ধরেই সত্য। তারপরও মানুষ বাঁচতে চায়, মানুষ মানুষকে বাঁচাতে চায়। ঘরের কেউ অসুস্থ হলে আমরা গাড়িতে, অ্যাম্বুলেন্সে হাসপাতালে নিয়ে যাই চিকিৎসার জন্য। গ্রামের একজন বৃদ্ধ নুজু পিঠে তাঁর অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে দূরের হাসপাতালে যাচ্ছেন, সেই ছবিও আমরা দেখেছি। ডাক্তাররা চিকিৎসা করেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপারেশন করে রোগীকে ভালো করে তোলেন। প্রতিবেশীরা এসে বিপদে-আপদে অন্যদের সাহায্য করেন। এই পৃথিবীতে যুগ যুগ ধরে এসব

নিয়মনীতি চলে আসছে। এই নিয়মগুলোর ব্যতিক্রম হলে কী হতে পারে? আমাদের দেশে যাঁরা খবরের কাগজ পড়েন বা দেশের অকারণ মৃত্যুর সংখ্যাগুলো মাঝেমধ্যে গণনা করেন, তাঁরা কি বলবেন আমাদের দেশে আমরা সবাই ওপরের সাধারণ নীতিগুলো মানছি? অকারণে বা অপমৃত্যুর ঘটনা আমরা অনেক দেখি কিংবা আমরা পড়ি কিংবা আমরা শুনি, কিন্তু আমাদের মনকে বা বিবেককে কি এগুলো তেমন নাড়া দেয়? নাকি আমাদের মনে হয় এই মৃত্যুগুলোয় আমাদের তো করার কিছুই ছিল না! আমরা শুধু লাশ গুনব এবং ভাবব, এ লাশ আমরা রাখব কোথায়? কিছু ঘটনা, আমাদের সবাই জানা,

এগুলো ঘটেছে আমাদের কারও আঙিনায়, কিছুতে জড়িত ছিলেন হয়তো আমাদের স্বজনেরা কিংবা আমাদের প্রতিবেশী, হয়তোবা আমাদেরই শহরবাসী কিংবা গ্রামবাসী। কিছুতেই আমরা যেন এই ঘটনাগুলো থেকে নিজেদের বিচিহ্ন করতে পারব না। মেট্রোরেল প্রচণ্ড ভিড়ে দাঁড়িয়ে থাকা ৬৪ বছর বয়সী শিক্ষক নজীবুর রহমানের কথাই ধরুন। পরিবার সূত্রে জানা যাচ্ছে, তিনি অসুস্থ বোধ করছিলেন, সবাইকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁকে একটু বসতে জায়গা দেওয়ার জন্য। অর্থ নয়, ভিক্ষা নয়, আয়েশ নয়-নজীবুর রহমান চেয়েছিলেন শুধু একটু বসতে, নিজের অসুস্থ শরীরটাকে একটু বিশ্রাম দিতে।

সবাই তাঁর অনুরোধ অগ্রাহ্য করেছেন, কেউ তাঁকে একটু বসতে দেননি। ভারসাম্য রাখতে না পেরে মেট্রোরেলের মেঝেতে পড়ে যান নজীবুর রহমান। খুঁজে নিলেন নিজের জন্য পরকালের বিশ্রাম। হয়তো বসার জায়গা পেলেও তিনি বাঁচতেন না, তবে বাঁচার তো চেষ্টা করতে পারতেন-আরও নির্বিঘ্নে একটু নিশ্বাস নিয়ে। কিন্তু সে সুযোগ তিনি পেলেন না। আমাদের মূল্যবোধ নাই বললেই চলে। পারিবারিক ভাবে সন্তানদের মূল্যবোধের শিক্ষা দিতে হবে। অন্যের প্রতি সহানুভূতি দেখানো এবং বয়স্কদের সাথে আদরের সাথে কথা বলা সব কিছুই আপনার মূল্যবোধের অংশ।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা : সম্ভাবনা, সংকট ও মানবজাতির ভবিষ্যৎ

কর্মসংস্থান নিয়ে উদ্বেগ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কম মানুষ দিয়ে সমপরিমাণ কাজ করা সম্ভব হলে প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়োগ কমাতে, চুক্তিভিত্তিক কাজ সংকুচিত করতে অথবা কর্মী ছাঁটাই করতে পারে। তবে সব ছাঁটাইয়ের কারণ এআই নয়; ব্যবসায়িক পুনর্গঠন, চাহিদা হ্রাস ও অতিরিক্ত নিয়োগও ভূমিকা রাখতে পারে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ২০২৫ সালের মূল্যায়নে বিশ্বে প্রায় প্রতি চারটি চাকরির একটি জেনারেটিভ এআইয়ের প্রভাবে পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখানো হয়েছে। এর অর্থ এক-চতুর্থাংশ কর্মী চাকরি হারাবেন-এমন নয়। অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রতিস্থাপনের চেয়ে কাজের ধরন পরিবর্তনের সম্ভাবনাই বেশি। বিশেষ উদ্বেগের বিষয় হলো, নবীনদের কর্মজীবনে প্রবেশের সুযোগ কমে যাওয়া। জুনিয়র প্রোগ্রামার, অনুবাদক ও বিশ্লেষকরা সাধারণ কাজের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। সেসব কাজ যন্ত্রের হাতে চলে গেলে ভবিষ্যতে দক্ষ জনবল তৈরির পথ সংকুচিত হতে পারে। প্রযুক্তি নতুন পেশা সৃষ্টি করলেও চাকরিচ্যুত সবাই দ্রুত সেই কাজে যোগ দিতে পারবেন না। পরিবারের জীবিকা ভবিষ্যতের সম্ভাবনার অপেক্ষায় স্থগিত রাখা যায় না। উৎপাদনশীলতার সুফল শুধু মালিক ও শেয়ারহোল্ডারদের হাতে কেন্দ্রীভূত হলে বৈষম্য ও সামাজিক অসন্তোষ বাড়তে পারে। ক্লডের নির্মাতা অ্যানথ্রপিকের গবেষকের পদত্যাগসংক্রান্ত ঘটনাটিও সতর্কভাবে বিবেচনা করা দরকার। ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরের সংবাদ অনুযায়ী, গবেষক জ্যাকব কল্লন পদত্যাগ করে কোম্পানিগুলো দায়িত্বহীন ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিজের সক্ষমতা বাড়াতে পারে-এমন অতিবুদ্ধিমান এআই তৈরির প্রতিযোগিতা নিয়ে উদ্বেগ জানান। তবে আগামী দশ বছরে মানবজাতির বিলুপ্তির আশঙ্কা ১০ শতাংশের বেশি-এ নির্দিষ্ট মূল্যায়নটি আরেক গবেষক ইভান ছবিঙ্গারের। এগুলো গুরুতর ব্যক্তিগত মূল্যায়ন, প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নয়। এ ধরনের সতর্কতা উপেক্ষা করা উচিত নয়, আবার বিপর্যয় অনিবার্য বলাও যথার্থ নয়। আন্তর্জাতিক এআই নিরাপত্তা প্রতিবেদন ২০২৬ অনুযায়ী, ভবিষ্যতে মানুষের নিয়ন্ত্রণ হারানোর চরম পরিস্থিতির অশঙ্কা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মতভেদ রয়েছে। সম্ভাব্য ক্ষতির ব্যাপকতা প্রস্তুতির দাবি রাখে; অনিশ্চয়তা সম্পর্কে সং থাকাও জরুরি। ভবিষ্যতের আশঙ্কা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বর্তমানের প্রতারণা, অপতথ্য ও ভুল সিদ্ধান্তের ক্ষতি আড়াল করা চলবে না। এআই দিয়ে বিশ্বাসযোগ্য মিথ্যা, নকল কণ্ঠ ও জাল ছবি তৈরি জনআস্থা ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি। এসব উপকরণ সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, রাজনৈতিক বিভ্রান্তি কিংবা আর্থিক প্রতারণায় ব্যবহৃত হতে পারে। এআইকে গুরুত্বপূর্ণ সফটওয়্যার ও অবকাঠামো পরিচালনার অধিক সুযোগ দিলে ভুল হতে পারে বা অপব্যবহারের ক্ষতি বাড়তে পারে। সরকারি যোগাযোগের সত্যতা যাচাই, দ্রুত অপতথ্য সংশোধন এবং নাগরিকের তথ্য সুরক্ষা জরুরি। প্রাণঘাতী সামরিক সিদ্ধান্তে কার্যকর মানবিক কর্তৃত্ব বজায় রাখতে হবে। নিরাপত্তার অজুহাতে সীমাহীন

নজরদারিও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। পরিবেশগত মূল্যও বিবেচ্য। আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থার ২০২৫ সালের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ডেটা সেন্টারের বৈশ্বিক বিদ্যুৎ ব্যবহার ২০৩০ সালের মধ্যে দ্বিগুণের বেশি বেড়ে প্রায় ৯৪৫ টেরাওয়াট-ঘণ্টা হতে পারে। এআই এ বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ। সংখ্যাটি সব ডেটা সেন্টারের, শুধু এআইয়ের নয়। তাই বিদ্যুৎ ও পানির ব্যবহার, স্থানীয় অবকাঠামোর চাপ এবং জ্বালানি দক্ষতার স্বচ্ছ মূল্যায়ন প্রয়োজন। করণীয় হলো ঝুঁকির মাত্রা অনুযায়ী কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। চিঠি সম্পাদনার প্রযুক্তি এবং হাসপাতাল, শিল্পকারখানা বা সামরিক ব্যবস্থায় ব্যবহৃত এআইয়ের জন্য একই নিয়ম যথেষ্ট নয়। উচ্চঝুঁকির ব্যবস্থায় স্বাধীন পরীক্ষা, সীমাবদ্ধতা প্রকাশ, নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং সুস্পষ্ট জবাবদিহি থাকা উচিত। গুরুতর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে ব্যবহার স্থগিত করার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রকের থাকতে হবে। নিরাপত্তার ব্যর্থতা প্রকাশকারী কর্মীদের সুরক্ষাও নিশ্চিত করতে হবে। প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোকে বাজার দখলের তাড়না এবং অনিরাপদ সম্প্রসারণে সংযম দেখাতে হবে। বিপজ্জনক সক্ষমতাসম্পন্ন ব্যবস্থা উন্মুক্ত করার আগে পর্যাপ্ত সুরক্ষা প্রদর্শনের দায় তাদের। তবে নিয়ন্ত্রণ এত ব্যয়বহুল হওয়া উচিত নয় যাতে শুধু বৃহৎ করপোরেশন টিকে থাকে। স্বাধীন গবেষণা ও ছোট উদ্ভাবকদের সুযোগ নিশ্চিত করা দরকার। কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা, বেতনসহ প্রশিক্ষণ, বিকল্প দায়িত্বে নিয়োগ এবং বেকারত্বকালীন সহায়তাকে প্রযুক্তি গ্রহণের অংশ করতে হবে। উৎপাদনশীলতা বাড়লে উন্নত মজুরি, কম কর্মঘণ্টা বা মুনাফায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সুফল ভাগ করা যেতে পারে। বাংলাদেশের জন্য অগ্রাধিকার হওয়া উচিত মানসম্মত মৌলিক শিক্ষা, ডিজিটাল সাক্ষরতা, বাংলাভিত্তিক তথ্যসম্পদ, সাইবার নিরাপত্তা এবং বিদেশি প্রযুক্তি মূল্যায়নের সক্ষমতা। সরকারি ব্যবহারে পরিমাপযোগ্য সুফল ও নাগরিকের অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা থাকতে হবে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অভিন্ন নিরাপত্তামান, গুরুতর ঘটনার তথ্য বিনিময় এবং বিপজ্জনক ব্যবহারে যাচাইযোগ্য বিধিনিষেধ প্রয়োজন। এসব সিদ্ধান্তে উন্নয়নশীল দেশের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এআইয়ের সাফল্য পরিমাপ করতে হবে মানুষ কতটা নিরাপদ, সক্ষম ও সমৃদ্ধ হচ্ছে এবং নিজের ভবিষ্যতের ওপর কতটা কর্তৃত্ব ধরে রাখতে পারছে, তার ভিত্তিতে। এআই কীভাবে বিকশিত হবে এবং এর সুফল কীভাবে বণ্টিত হবে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ এখনো মানুষের হাতে রয়েছে। আজকের সিদ্ধান্তগুলো নির্ধারণে ভূমিকা রাখবে-এ প্রযুক্তি শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও উৎপাদনশীল কাজকে শক্তিশালী করবে, নাকি নিরাপত্তাহীনতা, পরনির্ভরতা ও বৈষম্য বাড়াবে। দায়িত্বশীল সংযম বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সাফল্যের মানদণ্ড হওয়া উচিত মানুষ কতটা নিরাপদ, সক্ষম ও সমৃদ্ধ হচ্ছে এবং নিজের জীবনকে প্রভাবিত করা প্রযুক্তির ওপর কতটা কার্যকর কর্তৃত্ব ধরে রাখতে পারছে।

অপরূপ সাজে সিলেটের পর্যটনকেন্দ্র

সিলেট অফিস : শীতের শুরুত কাটিয়ে অবশেষে সিলেটে নামল সস্তির বৃষ্টি। আর এই অব্যাহার ধারায় নতুন যৌবন ফিরে পেয়েছে সিলেটের প্রকৃতি ও পর্যটনকেন্দ্রগুলো। ধূসর পাহাড় এখন সতেজ সবুজ, আর ঝরণাগুলোতে ফিরেছে চঞ্চলতা। জাফলং থেকে ভোলাগঞ্জ-সবখানেই এখন জলরাশির কলতান। প্রকৃতির এই নতুন রূপ দেখে আসন্ন ঈদুল ফিতরের ছুটিতে রেকর্ডসংখ্যক পর্যটক সমাগমের আশা করছেন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা।

সিলেটের সৌন্দর্য মূলত প্রাকৃতিক। এই প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকন করার জন্য দেশের পাশাপাশি বিদেশে থেকেও পর্যটকেরা আসেন। প্রকৃতির এই সৌন্দর্য মূলত দেখা যায় বর্ষাকালে বেশি। বৃষ্টি বা বর্ষাকাল না থাকলে সিলেটের অধিকাংশ পর্যটনকেন্দ্র মরা হয়ে থাকে অনেকটা। যার কারণে প্রকৃত সৌন্দর্য উপভোগের জন্য অপেক্ষা করতে হয় বৃষ্টি বা বর্ষাকালের। আর সিলেটে এমনিতেই দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ভুলনায় বৃষ্টি বেশি হয়। সেজন্য পর্যটকেরা সিলেটে ঘুরতে আসেন। এবারও তার ব্যতিক্রম নয়। শীতের শুরুত কাটিয়ে টানা ৪/৫ দিনের বৃষ্টিতে প্রাণ ফিরে পেয়েছে সিলেটের পর্যটনকেন্দ্রগুলো। যেখানে পানি ছিল না বা অল্প ছিল, সেখানেও এখানে পানি আছে এবং অনেকটা বেড়েছে। যা পর্যটকদের আকৃষ্ট করবে। কয়েক দিনের বৃষ্টিতে সিলেটের প্রধান পর্যটনকেন্দ্র জাফলং, সাদাপাথর, রাতারগুল, উৎমা ছড়া, তুরুং ছড়া, বিহনাকাদি এবং পাষ্টমাই ঝরণাগুলো প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। পাথর আর স্বচ্ছ জলের মেলবন্ধনে এক মায়াবী পরিবেশ তৈরি হয়েছে। বৃষ্টির পর পাহাড়ের গা বেয়ে নামা ঝরণার ধারাগুলো এখন দেখার মতো অবস্থায় আছে। এদিকে বৃষ্টিতে সিলেটের চা-বাগান গুলোতেও প্রাণ ফিরে এসেছে। মরা পাতা এবার সতেজ হয়েছে। যা পর্যটকদের আকৃষ্ট করবে। বিশেষ করে মালনীছড়া চা-বাগান, আলী বাহার চা-বাগান, তারাপুর চা-বাগানের



দৃষ্টিনন্দন পরিবেশ পর্যটকেরা উপভোগ করতে পারবেন ঈদে। এদিকে, পর্যটকদের বরণে প্রস্তুত রয়েছেন পর্যটন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা। তারা আশা করছেন, দীর্ঘদিনের খরা কাটিয়ে উঠতে পারবেন এই ঈদে। নির্বাচন, রমজানের সময়ে মোটেও ব্যবসা হয়নি, যার কারণে ঈদের অপেক্ষায় তারা। সাদাপাথরের হোটেল আল বেলার মালিক লিটন মিয়া জানান, রমজানের পুরো মাস পর্যটকেরা আসেন না। আর এর আগেও নির্বাচন সহ নানা ঝামেলায় পর্যটকদের আগমন সাদাপাথরে খুব কম ছিল। এখন ঈদে পর্যটকদের সমাগম ভালো হবে বলে আমরা আশাবাদী। এজন্য দোকান মেরামত সহ সকল প্রস্তুতি নিচ্ছি। মো. ইব্রাহিম আলী নামে সাদাপাথর পর্যটনকেন্দ্রের একজন ফটোগ্রাফার জানান, রোজায় কখনো ব্যবসা হয় না, মানুষজন আসে না। আর এর আগেও তেমন পর্যটক আসেননি। তবে, ঈদে পর্যটক আসেন, ছবি তুলেন আমাদের ক্যামেরা দিয়ে। আমরা মোটামুটি ব্যবসা করতে পারি। এবার ঈদেও আশায়

রয়েছি।

জাফলং পর্যটন কেন্দ্র ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি হোসেন মিয়া জানান, ঈদে দেশ-বিদেশের প্রচুর পর্যটক আসেন জাফলংয়ে। তখন আমাদের ভালো ব্যবসা হয়। আমরা আশা করছি এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না। বৃষ্টির আগে খরা থাকায় পর্যটক কম ছিল। কিন্তু এখন প্রকৃতি সতেজ হওয়ায় আমরা আশা করছি গত কয়েক মাসের ক্ষতি এবার পুষিয়ে নিতে পারব। এদিকে পর্যটকদের অপেক্ষায় ধুয়ে মুছে সাফ করা হচ্ছে তাদের বহন করা নৌকাগুলো। সিলেটের বেশিরভাগ পর্যটনকেন্দ্রেই নৌকা করে যেতে হয়। সেজন্য গোয়াইনঘাট ও কোম্পানীগঞ্জ এলাকার নৌকার মাঝিরা এখন ব্যস্ত সময় পার করছেন। তাদের মতে, পানি বাড়ায় নৌকা চলাচলে সুবিধা হবে এবং পর্যটকরাও পাহাড় ও ঝরণার একদম কাছাকাছি পৌঁছাতে পারবেন।

রাতারগুল নৌকাঘাটের আল আমিন জানান, আমাদের এখানে তিনটি নৌকা ঘাট। আমাদের ঘাটে ১২০ টি নৌকা রয়েছে। সবগুলো নৌকাই ভালোভাবে মেরামত করা হয়েছে। এখন শুধু পর্যটকদের আগমনের অপেক্ষায় আমরা। সিলেট জেলা পুলিশ জানায়, ঈদে পর্যটক বরণে প্রতিবছরই পুলিশ টহল জোরদার করা হয়। এবারও তার ব্যতিক্রম নয়। আমাদের টহল জোরদার রয়েছে। পর্যটনকেন্দ্রগুলোতে টুরিস্ট পুলিশ থাকবে আর জেলা পুলিশ টহলে থাকবে। প্রতিটি পর্যটনকেন্দ্রে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন এবং লাইফ জ্যাকেটসহ প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা সরঞ্জাম নিশ্চিত করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

সিলেট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সাবেক সভাপতি আবু তাহের মো. শোয়েব বলেন, ঈদ উপলক্ষে মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত সিলেটের হোটেল-মোটেল প্রায় ৬৫ ভাগের মতো বুকিং হয়েছে। বাকি দিনগুলোর মধ্যে আশা করি পুরোপুরি পূর্ণ হবে। আর রমজান তো ইবাদতের মাস, সেজন্য মানুষজন ঘুরতে

ততটা আসে না। ঈদ বা লম্বা ছুটি হলেই সিলেটে প্রচুর পর্যটকের সমাগম ঘটে। এতে করে ব্যবসা হয়। কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ রবিন মিয়া জানান, বৃষ্টিতে সাদাপাথরে পানি আসছে, সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। সাদাপাথর সহ কোম্পানীগঞ্জে পর্যটক বরণে আমাদের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন। সাদাপাথরে টুরিস্ট পুলিশ থাকবে আর থানা পুলিশ টহলে থাকবে। আমাদের মেডিকেল টিমও থাকবে সেখানে। গোয়াইনঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রতন কুমার অধিকারী জানান, পর্যটক বরণে আমরা প্রস্তুত। উপজেলা প্রশাসন, পুলিশ, টুরিস্ট পুলিশ, বিজিবি সহ আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা প্রস্তুত রয়েছেন। এবছর লম্বা ছুটিতে প্রচুর পর্যটক গোয়াইনঘাটে আসবেন বলে আমরা আশাবাদী। পর্যটকদের যাতে কোনো সমস্যা না হয়, সেজন্য আমাদের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। আশা করছি পর্যটকেরা নির্বিঘ্নে ঘুরে যেতে পারবেন।

জকিগঞ্জে ছেলের হামলায় মায়ের মৃত্যু

জকিগঞ্জ (সিলেট) সংবাদদাতা : সিলেটের জকিগঞ্জে জায়গা-সম্পত্তি নিজের নামে লিখে দেওয়ার দাবিতে ও টাকা চাওয়ায় কেন্দ্র করে পরিবারের সদস্যদের ওপর ছেলের হামলায় গুরুতর আহত মা পিয়ারা বেগম (৬৩) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। এ ঘটনায় আড়াই বছরের শিশুকন্যাসহ পরিবারের আরও চার সদস্য গুরুতর আহত হয়েছেন। ঘটনার পরপরই প্রধান অভিযুক্ত ছেলে সুমন আহমদকে (৩২) নিজ বসতঘর থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রোববার তাকে জকিগঞ্জের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ইব্রাহিম সরকারের আদালতে হাজির করা হলে বিচারক তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। নিহত পিয়ারা বেগম জকিগঞ্জ পৌর এলাকার পঙ্গবট গ্রামের মৃত ফয়জুল ইসলামের স্ত্রী।

পুলিশ ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, জায়গা-সম্পত্তি নিজের নামে লিখে দেওয়ার দাবিতে ও টাকা চাওয়ায় কেন্দ্র করে গত শুক্রবার সন্ধ্যা কুটিনা বেগমকে (৪৫) রুইল দিয়ে আঘাত করে ছেলে সুমন আহমদ। এতে সন্ধ্যায়ের চোখে আঘাত লাগে। পরে তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসা দেওয়া হয়। এরপর সুমনের মা পিয়ারা বেগম ছেলের হামলা থেকে রক্ষা করার জন্য সন্তান কুটিনা বেগমকে তার অপর ছেলে শাহীন আহমদের ঘরে নিরাপদে রাখেন। পরদিন শনিবার রাত প্রায় ১১টার দিকে সুমন আবারও পরিবারের সদস্যদের কাছে টাকা দাবি করেন এবং জায়গা-সম্পত্তি তাঁর নামে লিখে দিতে বলেন। এ নিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে সুমন সুপারিগাছের রুইল দিয়ে তাদের ওপর হামলা চালায়। এতে তার মা পিয়ারা বেগম, সন্ধ্যা কুটিনা বেগম, ভাই শাহীন আহমদ (৩৮), ভাইয়ের স্ত্রী শাহানা বেগম (৩২) এবং আড়াই বছরের ভতিজি ইসরাত জাহান গুরুতর আহত হয়। ফ্যামিলিটির বুক

সিলেটে ছাত্রলীগের দুই নেতাকে আদালতে সোপর্দ

সিলেট অফিস : সিলেটের কুমারপাড়া এলাকায় ছাত্রলীগের মিছিলের প্রস্তুতিকালে গ্রেফতার দুই নেতাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। বুধবার (২৮ অক্টোবর) বিকেলে তাদেরকে ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়। গ্রেফতার ছাত্রলীগ নেতা সিলেটের জকিগঞ্জ থানার ব্রাহ্মণগ্রামের জগদানন্দ পুরকায়স্থয়ের ছেলে জয়ানন্দ পুরকায়স্থ অর্নব (২৭)। তিনি জকিগঞ্জ উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি ও বর্তমানে সিলেট মহানগর ছাত্রলীগের সদস্য। অপরজন রানা আলী মাসুদ রানা (২৩)। তিনি হবিগঞ্জের মাধবপুর থানার চকদার বাড়ীর মো. জসিম আলীর ছেলে।

পুলিশ জানায়, বুধবার সকালে নগরীর কুমারপাড়া এলাকায় ছাত্রলীগের একটি ব্যানার সামনে রেখে মিছিলের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন কয়েকজন যুবক। খবর পেয়ে সিলেট মহানগর পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুজনকে গ্রেফতার করে। এ সময় একজনের হেফাজত থেকে ‘বাংলাদেশ ছাত্রলীগ সিলেট মহানগরের পূর্ণাঙ্গ কমিটিকে স্বাগত জানিয়ে আনন্দ মিছিল’ লেখা একটি ব্যানার জব্দ করা হয়। এ সময় অন্যান্য পালিয়ে যান।

স্থানীয় লোকজন আহতদের উদ্ধার করে জকিগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাদের সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রোববার মধ্যরাতে পিয়ারা বেগমের মৃত্যু হয়।



পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, সুমন কয়েক দিন ধরে তাদের কাছে টাকা দাবি করছিলেন। একই সঙ্গে বাড়ির জায়গা-সম্পত্তি নিজের নামে লিখে দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করছিলো। পরিবারের সদস্যদের ভাষ্য অনুযায়ী, সুমন দীর্ঘদিন ধরে নেশাগ্রস্ত। নেশার টাকার জন্য পরিবারের নিয়মিত চাপাচাপি করে আসছিলো। ফ্যামিলিটির বুক

এ ঘটনায় সুমনের আপন বড় ভাই

শাহীন আহমদ বাদী হয়ে সুমন আহমদ ও অপর ভাই শাহীম আহমদকে (৪৭) আসামি করে মামলা করেছেন। মামলার বাদী শাহীন আহমদ জানান, হামলায় আহতদের মধ্যে তার স্ত্রী শাহানা বেগম ও মেয়ে ইসরাত জাহানের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক। সন্ধ্যা কুটিনা বেগমের চোখের জখমও

বলেন, ছেলের হামলায় আহত পিয়ারা বেগম চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। ঘটনার পরপরই অভিযান চালিয়ে প্রধান অভিযুক্ত সুমন আহমদকে তার বসতঘর থেকে গ্রেফতার করা হয়। রোববার তাকে আদালতে পাঠানো হলে বিচারক কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। হামলার ঘটনায় দায়েরকৃত

গুরুতর। এবং তিনি নিজেও মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন।

এদিকে, পরিবারের সদস্যদের ওপর এমন নৃশংস হামলা ও মায়ের মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযুক্ত সুমনের সর্বোচ্চ শাস্তি ও দ্রুত বিচার করে ফাঁসির দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

এ প্রসঙ্গে জকিগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক

মামলায় হত্যা মামলায় দণ্ডবিধির ধারা সংযোজন করা হবে।

ওসি আরও বলেন, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, জায়গা-সম্পত্তি নিজের নামে লিখে দেওয়ার জন্য সুমন কয়েক দিন ধরে পরিবারের সদস্যদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছিলো। এ বিরোধ থেকেই ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে। সুমনের বিরুদ্ধে থানায় একাধিক মামলা রয়েছে।

Your Trusted Partner in Dubai Property Market

Invest with confidence in one of the world's most dynamic real estate markets

Whether you're looking for:

- Off-Plan Developments
- Ready-to-Move-In Homes
- Commercial Properties

Our expert team ensures full transparency, direct access to top Dubai developers, and end-to-end support - from selection to handover.

WHY CHOOSE US?

- Exclusive Investment Opportunities
- Expert Local Knowledge
- Tailored Advice for Every Budget
- Full Legal and Transaction Support

Smart Edge Real Estate LLC
Licensed by Dubai Land Department

TAZ CHOUDHURY
CO-FOUNDER & CEO

MOBILE: +44 7960 000 929 (UK)
MOBILE: +971 506 123 929 (UAE)
LANDLINE: +44 203 633 2545 (UK)
Email: taz@smartedgerealestate.ae

www.smartedgerealestate.ae



স্টাফ রিপোর্টার:

কমিউনিটির চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে সময়োপযোগী, বস্তুনিষ্ঠ ও মানসম্মত সংবাদ পরিবেশনের অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে চ্যানেল এস টেলিভিশন। পরিবর্তনশীল গণমাধ্যমের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, পেশাগত দক্ষতার বিকাশ এবং সংবাদ পরিবেশনার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটির সংবাদ বিভাগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে দিনব্যাপী ওয়ার্কশপ ও গেট-টুগেদার। এতে ব্রিটেনসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত অর্ধশতাধিক সংবাদকর্মী সরাসরি ও অনলাইনে অংশ নেন। মঙ্গলবার লন্ডনে চ্যানেল এস এর স্টুডিওতে অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে মিলিত হন যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর, ইউরোপ, বাংলাদেশ এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে কর্মরত সংবাদ বিভাগের প্রতিনিধিরা। যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রতিনিধিরা সরাসরি উপস্থিত থাকার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিরা অনলাইনে যুক্ত হয়ে কর্মশালার বিভিন্ন পর্বে অংশ নেন। এ সময় চ্যানেল এসের লন্ডন কার্যালয়ে কর্মরত সংবাদকর্মী, সংবাদ উপস্থাপক ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

শুধু প্রশিক্ষণ নয়, অভিজ্ঞতা বিনিময়, পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সম্মিলিতভাবে সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়-সব মিলিয়ে এ আয়োজন চ্যানেল এস পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পেশাগত বন্ধন আরও সুদৃঢ় করার একটি তাৎপর্যপূর্ণ উপলক্ষ হয়ে ওঠে।

চ্যানেল এস এর হেড অব প্রোগ্রাম ফারহান মাসুদ খানের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত কর্মশালায় টেলিভিশন সাংবাদিকতা, সংবাদ উপস্থাপনা, স্ক্রিপ্ট রাইটিং, ভিডিও এডিটিং, ডিজিটাল মিডিয়া এবং কমিউনিটির সঙ্গে কার্যকর সম্পৃক্ততার নানা দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

প্রশিক্ষকদের দিকনির্দেশনা, বাস্তব অভিজ্ঞতার বিনিময় এবং আধুনিক গণমাধ্যমের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সংবাদকর্মীদের দক্ষতা বিকাশের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন চ্যানেল এস এর চেয়ারম্যান আহমেদ উস সামাদ চৌধুরী জেপি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাজ চৌধুরী, হেড অব নিউজ মিল্টন রহমান এবং নির্বাহী সম্পাদক ও হেড অব বিজনেস মোস্তাক বাবুল। তাঁদের বক্তব্যে সংবাদ বিভাগের পেশাগত উন্নয়ন, মানসম্মত সাংবাদিকতা এবং দর্শক ও কমিউনিটির প্রত্যাশা পূরণের গুরুত্ব উঠে আসে।

অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য দেন চ্যানেল এস টেলিভিশনের প্রতিষ্ঠাতা মাহী ফেরদৌস জলিল। তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কর্মশালার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটে।

কর্মশালার বিভিন্ন পর্বে প্রশিক্ষণ ও দিকনির্দেশনা দেন চ্যানেল এস এর সিনিয়র নিউজ প্রেজেন্টার ডক্টর জাকি রেজওয়ানা আনোয়ার, হাসান রহমান পলক, মিল্টন রহমান, এইচএম মাহাদী, মার্স শিপু এবং আসাদুজ্জামান চৌধুরী। তাঁরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতা ও পেশাগত জ্ঞান তুলে ধরেন এবং অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

অন্যদিকে, কমিউনিটির সঙ্গে সংবাদমাধ্যমের সম্পর্ক আরও গভীর করা এবং দর্শকদের চাহিদা অনুধাবন করে সংবাদ পরিবেশনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন চ্যানেল এস এর হেড অব প্রোগ্রাম ফারহান মাসুদ খান ও সিনিয়র প্রডিউসার আহাদ আহমেদ। এ ছাড়া, সিলেট অফিসের হেড অব নিউজ মঈন উদ্দিন মনজু এবং ইউরোপের বিশেষ প্রতিনিধি নুরুল ওয়াহিদ অনলাইন সভায় যুক্ত হয়ে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সংবাদকর্মীরা সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করার পাশাপাশি প্রশিক্ষকদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা নেওয়ার সুযোগ পান। এর মধ্য দিয়ে পেশাগত চর্চার অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রযুক্তিগত সাংবাদিকতায় দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সংবাদ পরিবেশনার মানোন্নয়নের বিভিন্ন দিক নতুনভাবে আলোচনায় আসে।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সংবাদমাধ্যমের দায়িত্ব ও দর্শকদের প্রত্যাশাও ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে। এমন বাস্তবতায় সংবাদকর্মীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশে এ ধরনের উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সংশ্লিষ্টদের প্রত্যাশা, এই কর্মশালায় অর্জিত অভিজ্ঞতা ও দিকনির্দেশনা ভবিষ্যতে আরও তথ্যবহুল, বস্তুনিষ্ঠ ও দর্শকবান্ধব সংবাদ পরিবেশনে সহায়ক হবে। আয়োজনের শেষ পর্যায়ে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেন চ্যানেল এস এর চেয়ারম্যান আহমেদ উস সামাদ চৌধুরী জেপি ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাজ চৌধুরী।

সবশেষে চ্যানেল এস পরিবারের পক্ষ থেকে অংশগ্রহণকারী সংবাদকর্মী, প্রশিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান হেড অব প্রোগ্রাম ফারহান মাসুদ খান।

পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার এবং কমিউনিটির প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটিয়ে মানসম্মত সংবাদ পরিবেশনের অঙ্গীকার-এই প্রত্যয়কে সামনে রেখেই চ্যানেল এস সংবাদ বিভাগের এ আয়োজন নতুন উদ্যমে এগিয়ে যাওয়ার বার্তা তুলে ধরে।

পেশাগত উৎকর্ষ “চ্যানেল এস” এর ব্রিটেনসহ বিশ্বের বিভিন্ন



**স্টাফ রিপোর্টার:**

কমিউনিটির চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে সমন্বয়যোগী, বহুনিষ্ঠ ও মানসম্মত সংবাদ পরিবেশনের অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে চ্যানেল এস টেলিভিশন। পরিবর্তনশীল গণমাধ্যমের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, পেশাগত দক্ষতার বিকাশ এবং সংবাদ পরিবেশনার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটির সংবাদ বিভাগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে দিনব্যাপী ওয়ার্কশপ ও গেট-টুগেদার। এতে ব্রিটেনসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত অর্ধশতাধিক সংবাদকর্মীর অংশগ্রহণ।

মঙ্গলবার লন্ডনে চ্যানেল এস এর স্টুডিওতে অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে মিলিত হন যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর, ইউরোপ, বাংলাদেশ এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে কর্মরত সংবাদ বিভাগের প্রতিনিধিরা। যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রতিনিধিরা সরাসরি উপস্থিত থাকার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিরা অনলাইনে যুক্ত হয়ে কর্মশালায় বিভিন্ন পর্বে অংশ নেন। এ সময় চ্যানেল এসের লন্ডন কার্যালয়ে কর্মরত সংবাদকর্মী, সংবাদ উপস্থাপক ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

গুণ্য প্রশিক্ষণ নয়, অভিজ্ঞতা বিনিময়, পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সম্মিলিতভাবে সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়-সব মিলিয়ে এ আয়োজন চ্যানেল এস পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পেশাগত বন্ধন আরও সুদৃঢ় করার একটি তাৎপর্যপূর্ণ উপলক্ষ হয়ে ওঠে।

চ্যানেল এস এর হেড অব প্রোগ্রাম ফারহান মাসুদ খানের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত কর্মশালায় টেলিভিশন সাংবাদিকতা, সংবাদ উপস্থাপনা, স্ক্রিপ্ট রাইটিং, ভিডিও এডিটিং, ডিজিটাল মিডিয়া এবং কমিউনিটির সঙ্গে কার্যকর সম্পৃক্ততার নানা দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

প্রশিক্ষকদের দিকনির্দেশনা, বাস্তব অভিজ্ঞতার বিনিময় এবং আধুনিক গণমাধ্যমের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সংবাদকর্মীদের দক্ষতা বিকাশের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন চ্যানেল এস এর চেয়ারম্যান আহমেদ উস সামাদ চৌধুরী জেপি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাজ চৌধুরী, হেড অব নিউজ মিল্টন রহমান এবং নির্বাহী সম্পাদক ও হেড অব বিজনেস মোস্তাক বারুল। তাঁদের বক্তব্যে সংবাদ বিভাগের পেশাগত উন্নয়ন, মানসম্মত সাংবাদিকতা এবং দর্শক ও কমিউনিটির প্রত্যাশা পূরণের গুরুত্ব উঠে আসে।

অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য দেন চ্যানেল এস টেলিভিশনের প্রতিষ্ঠাতা মাহি ফেরদৌস জলিল। তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কর্মশালায় আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটে।



কর্মশালায় বিভিন্ন পর্বে প্রশিক্ষণ ও দিকনির্দেশনা দেন চ্যানেল এস এর সিনিয়র নিউজ প্রজেক্টর ডক্টর জাকি রেজওয়ানা আনোয়ার, হাসান রহমান পলক, মিল্টন রহমান, এইচএম মাহাদী, মার্স শিপু এবং আসাদুজ্জামান চৌধুরী। তাঁরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতা ও পেশাগত জ্ঞান ভুলে ধরেন এবং অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

অন্যদিকে, কমিউনিটির সঙ্গে সংবাদমাধ্যমের সম্পর্ক আরও গভীর করা এবং দর্শকদের চাহিদা অনুধাবন করে সংবাদ পরিবেশনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন চ্যানেল এস এর হেড অব প্রোগ্রাম ফারহান মাসুদ খান ও সিনিয়র প্রডিউসার আহাদ আহমেদ। এ ছাড়া, সিলেট অফিসের হেড অব নিউজ মঈন উদ্দিন মনজু এবং ইউরোপের বিশেষ প্রতিনিধি নুরুল ওয়াহিদ অনলাইন সভায় যুক্ত হয়ে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সংবাদকর্মীরা সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করার পাশাপাশি প্রশিক্ষকদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা নেওয়ার সুযোগ পান। এর মধ্য দিয়ে পেশাগত চর্চার অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রযুক্তিনির্ভর সাংবাদিকতায় দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সংবাদ পরিবেশনার মানোন্নয়নের বিভিন্ন দিক নতুনভাবে আলোচনায় আসে।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সংবাদমাধ্যমের দায়িত্ব ও দর্শকদের প্রত্যাশাও ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে। এমন বাস্তবতায় সংবাদকর্মীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশে এ ধরনের উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সংশ্লিষ্টদের প্রত্যাশা, এই কর্মশালায় অর্জিত অভিজ্ঞতা ও দিকনির্দেশনা ভবিষ্যতে আরও তথ্যবহুল, বহুনিষ্ঠ ও দর্শকবান্ধব সংবাদ পরিবেশনে সহায়ক হবে।

আয়োজনের শেষ পর্যায়ে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেন চ্যানেল এস এর চেয়ারম্যান আহমেদ উস সামাদ চৌধুরী জেপি ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাজ চৌধুরী।

সবশেষে চ্যানেল এস পরিবারের পক্ষ থেকে অংশগ্রহণকারী সংবাদকর্মী, প্রশিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান হেড অব প্রোগ্রাম ফারহান মাসুদ খান।

পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার এবং কমিউনিটির প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটিয়ে মানসম্মত সংবাদ পরিবেশনের অঙ্গীকার-এই প্রত্যয়কে সামনে রেখেই চ্যানেল এস সংবাদ বিভাগের এ আয়োজন নতুন উদ্যমে এগিয়ে যাওয়ার বার্তা তুলে ধরে।

পেশাগত উৎকর্ষ ও মানসম্মত সাংবাদিকতার প্রত্যয়ে “চ্যানেল এস” এর ওয়ার্কশপ ও গেট-টুগেদার সম্পন্ন

ব্রিটেনসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত অর্ধশতাধিক সংবাদকর্মীর অংশগ্রহণ



ও মানসম্মত সাংবাদিকতার প্রত্যয়ে র ওয়ার্কশপ ও গেট-টুগেদার সম্পন্ন দেশে কর্মরত অর্ধশতাধিক সংবাদকর্মীর অংশগ্রহণ



সংসদ সদস্যের ‘অশ্লীল ভিডিও’ ভাইরাল

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ছাত্রদল নেতা শাকিল আহমেদ হত্যাকাণ্ডে ছেলের গ্রেপ্তার এবং জানাজায় হেনস্তার ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই নতুন বিতর্কে জড়ালেন নাটোর-৪ (গুরুদাসপুর-বড়াইগ্রাম) আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আস্থায়ক আব্দুল আজিজ। তাকে জড়িয়ে একটি কথিত আপত্তিকর ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে ভিডিওটির সত্যতা, এতে থাকা ব্যক্তির পরিচয় কিংবা এটি সম্পাদিত কি না, তা স্বাধীনভাবে যাচাই করা যায়নি। ঘটনটিকে নিজের রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার ষড়যন্ত্র বলে দাবি করেছেন এই সংসদ সদস্য। বিষয়টি নিয়ে দলীয় পর্যায়ে আলোচনার কথা জানিয়েছে জেলা বিএনপি। বুধবার (২৮ অক্টোবর) সকাল থেকে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ ও ইনস্টাগ্রামসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ে। এতে একজন পুরুষ ও একজন নারীকে আপত্তিকর পরিস্থিতিতে দেখা যায় বলে দাবি করা হচ্ছে। তবে ভিডিওতে থাকা ব্যক্তির কারা, সে বিষয়ে নিশ্চিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানা প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। তবে যাচাই না করা ভিডিওর ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পরিচয় বা অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর সুযোগ নেই। আব্দুল আজিজ অভিযোগ করেন, নির্বাচনের আগে থেকেই তিনি নিজ দল ও বিরোধী পক্ষের ষড়যন্ত্রের শিকার হচ্ছেন। তার রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবমূর্তি নষ্ট করতেই কথিত ভিডিওটি তৈরি করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। সংসদ সদস্য জানান, ছাত্রদল নেতা শাকিল আহমেদ হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে তিনি এমনিতেই বিপর্যস্ত অবস্থায় রয়েছেন। এর মধ্যে ভিডিও ছড়িয়ে দিয়ে তাকে আরও বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে। এ ঘটনায় আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে আইনজীবীদের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেবেন বলেও জানান



তিনি। জেলা বিএনপির সদস্যসচিব আসাদুজ্জামান আসাদ বলেন, ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে। আগামী শুক্রবার জেলা বিএনপির জরুরি সভায় বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে দলীয়ভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সংসদ সদস্যের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ হওয়ায় বিষয়টি দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকেও জানানো হবে। এদিকে নাম প্রকাশ না করার শর্তে জেলা বিএনপির এক নেতা আব্দুল আজিজের বিরুদ্ধে অতীতেও গুরুতর অভিযোগ ওঠার দাবি করেছেন। তার বিরুদ্ধে নিজের ভাতিজার স্ত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগও করেন ওই নেতা। তবে এই অভিযোগের পক্ষে কোনো নথি পাওয়া যায়নি এবং এর সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। এ ঘটনায় কয়েকজন ছাত্র ও যুবনেতাও আব্দুল আজিজের বক্তব্য ও অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাদের কেউ কেউ অভিযোগের বিষয়ে প্রকাশ্যে অবস্থান স্পষ্ট করার দাবি জানিয়েছেন। তবে ভিডিওটির সত্যতা নিশ্চিত না হওয়ায় এসব প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে অভিযোগের সত্যতা নির্ধারণ করা যায় না। এর আগে গত ১৫ অক্টোবর গুরুদাসপুর পৌর ছাত্রদলের সদস্যসচিব শাকিল আহমেদ দুর্ভুক্তদের হামলায় গুরুতর আহত হন। পরে ২৬ অক্টোবর ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় সংসদ সদস্য আব্দুল আজিজের বড় ছেলে নুরুজ্জামান মিন্টুকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরদিন ২৭ অক্টোবর রাতে শাকিলের জানাজায় অংশ নিতে গিয়ে আব্দুল আজিজ নেতা-কর্মীদের হেনস্তার শিকার হন। এর পরদিনই তাকে জড়িয়ে কথিত আপত্তিকর ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

যুবদল নেতার সঙ্গে মৎস্য কর্মকর্তার অডিও ভাইরাল

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ভোলার মনপুরায় মা ইলিশ রক্ষায় ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে টাকা লেনদেনের বিনিময়ে মেঘনায় মাছ শিকারের সুযোগ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে উপজেলা সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা কাজল রেখার বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় মৎস্য ব্যবসায়ী ও উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আবদুর রহিমের সঙ্গে সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা কাজল রেখার কথোপকথনের একটি কল রেকর্ড সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এতে ক্ষোভ প্রকাশ করে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে বিচার দাবি করেছেন মৎস্য ব্যবসায়ী ও উপজেলা বিএনপি নেতারা। বুধবার সকাল থেকে মেঘনায় মাছ শিকারে টাকা লেনদেনের অডিও রেকর্ডটি ভাইরাল হয়। ভাইরাল হওয়া রেকর্ডে মৎস্য কর্মকর্তা কাজল রেখাকে বলতে শোনা যায়, ‘রহিম ভাই, শোনে, একটা প্যাঁচ দিয়ে থুইয়া গেছেন। আমি না পারি অভিযান করতে। আমার ওপর থেকে চাপ আসতেছে। বাকি

টাকা মাগরিবের আগে পাঠাই দিয়েন, না দিলে সব বোটে আগুন জ্বালাই দিমু।’ জবাবে মৎস্য ব্যবসায়ী রহিমকে বলতে শোনা যায়, ‘যা করেন করেন, ফরটি ফাইভ দিছি। এর মধ্যে যেভাবে হোক আপনি আমাকে সেভ কইরেন।’ এরপর কাজল রেখাকে বলতে শোনা যায়, ‘আমারে তো চা খাওয়ার জন্যেও দেন নাই। চা খাওয়ার টাকা দিলেও তো খুশি হতাম।’ উপজেলা বিএনপির আইনবিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট ছালাউদ্দিন প্রিন্স লেনদেনের অডিও রেকর্ডটি পোস্ট করে লেখেন- ‘এই হলো গরিবের পেটে লাথি মারার অবরোধ, সবকিছু ভাগবাটোয়ারার খেলা।’ খোঁজ নিয়ে জানা যায়, খোদ উপজেলা সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা কাজল রেখা সাগরে মাছ ধরার দুই শতাধিক ট্রলারের প্রত্যেকটি থেকে ২৫-৩০ হাজার টাকা নিয়ে নিষেধাজ্ঞার মধ্যে মাছ ধরার অঘোষিত অনুমোদন দেন। পরে এই টাকা তিন ভাগ করে সবার কাছে পৌঁছে দেন অডিও ভাইরাল হওয়া মৎস্য ব্যবসায়ী ও যুবদল নেতা।

কক্সবাজার সৈকতে প্লাস্টিক বর্জ্যের ১২ ‘দানবের’ দাপাদাপি, কী বার্তা দিলেন

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সৈকতের বালিয়াড়ি জুড়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে প্লাস্টিক বর্জ্য দিয়ে তৈরি ১২টি ‘দানব’। কোনো দানবের শরীরে জড়িয়ে আছে ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক বর্জ্য, কোনোটিতে পরিত্যক্ত প্লাস্টিকের বোতল, আবার কোনোটিতে চিপসের প্যাকেটসহ নানা ধরনের প্লাস্টিকসামগ্রী। তবে এগুলো বাস্তব কোনো দানব নয়, মানুষের ফেলে দেওয়া বর্জ্য দিয়ে তৈরি সচেতনতামূলক প্রতীকী চরিত্র। প্লাস্টিক দূষণ সম্পর্কে কক্সবাজারে বেড়াতে আসা পর্যটকদের সচেতন করতে ব্যতিক্রমী এই র্যালির আয়োজন করে বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশন ও কক্সবাজার জেলা প্রশাসন। র্যালির পাশাপাশি আয়োজন করা হয় সৈকত পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমও। সৈকতে ঘুরে বেড়ানো বর্জ্যের এই ১২ দানব যেন মানুষকে মনে করিয়ে দিচ্ছে, মানুষের ফেলে দেওয়া বর্জ্যই তাদের দানবে পরিণত করেছে। তাদের বার্তা প্লাস্টিক দূষণের ভয়াবহতা থেকে বাঁচতে হলে মানুষকে সচেতন হতে হবে। যেখানে-সেখানে বর্জ্য ফেলা বন্ধ করতে হবে এবং পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে। সচেতনতামূলক এ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক মো. আবদুল মান্নান। তিনি বলেন, ‘কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত আমাদের দেশের এক অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ। না বুঝেই আমরা এই সৈকতে প্লাস্টিকসহ অন্যান্য বর্জ্য ফেলে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতি করছি।

আজকের সচেতনতামূলক র্যালিতে থাকা ১২টি বর্জ্য দানবও এই সৈকত থেকে সংগ্রহ করা বর্জ্য দিয়ে তৈরি।’ তিনি আরো বলেন, ‘একবার ভেবে দেখুন, আমরা কী পরিমাণ বর্জ্য ফেলে

আসেন। কিন্তু অনেকেই অবচেতনভাবে কিংবা অসচেতনতার কারণে সমুদ্র ও পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি করছেন। পর্যটকদের ব্যবহৃত একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক যত্রতত্র ফেলার

বর্জ্য দানবের মাধ্যমে আমরা পর্যটকদের দেখাতে চাই, তাঁরা যে বর্জ্যকে ফেলনা মনে করছেন, তা দিয়েই তৈরি হচ্ছে একেকটি দানব। এসব দানব ধীরে ধীরে বড় হবে এবং একসময় পুরো বিশ্বকে গ্রাস



এই অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদকে নষ্ট করছি। কাজেই আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে এবং সৈকত পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। যাতে সারা দেশ থেকে আসা লাখো পর্যটক এখানকার অপার সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন।’ বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশনের পরিচালক জামাল উদ্দিন বলেন, ‘প্রতিবছর লাখ লাখ পর্যটক কক্সবাজারে সমুদ্রের সৌন্দর্য দেখতে

কারণে সমুদ্রদূষণ, পরিবেশদূষণ ও জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি হচ্ছে।’ তিনি বলেন, ‘এই দূষণ সম্পর্কে পর্যটকদের সচেতন করতে বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশন প্লাস্টিক এক্সচেঞ্জ স্টোরের মাধ্যমে উপহার কিংবা বাজারের বিনিময়ে ব্যবহৃত প্লাস্টিক সংগ্রহ করছে। পাশাপাশি পরিচালনা করছে সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম।’ জামাল উদ্দিন আরো বলেন, ‘এই ১২টি

করে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে পারে। সেই ধ্বংসের হাত থেকে কেউই রক্ষা পাবেন না।’ আয়োজকদের মতে, সৈকতের সৌন্দর্য ও পরিবেশ রক্ষায় শুধু পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন মানুষের আচরণে পরিবর্তন। পর্যটক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সচেতন অংশগ্রহণেই প্লাস্টিকদূষণ কমিয়ে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতকে পরিচ্ছন্ন রাখা সম্ভব।

বন্ধ এনআইডি সার্ভারের কার্যক্রম

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সম্ভাব্য সাইবার হামলার ঝুঁকি এড়াতে জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) সার্ভারের কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ রেখেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। তথ্যভান্ডারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কারিগরি দল কাজ করছে। প্রয়োজনীয় কাজ শেষ হলেই সার্ভার পুনরায় চালু করা হবে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। বুধবার (২৮ অক্টোবর) নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের এনআইডি অনুবিভাগ থেকে এ তথ্য জানানো হয়। এনআইডি অনুবিভাগের সিস্টেম ম্যানেজার মুহাম্মদ আশরাফ হোসেন বলেন, ‘আমাদের কারিগরি টিম কাজ করছে। কাজ শেষ হলে দ্রুত সার্ভার চালু হয়ে যাবে। এরই মধ্যে সরকারি তথ্যভান্ডারের নিরাপত্তা নিয়ে সতর্কবার্তা জারি করেছে সরকারের সাইবার নিরাপত্তাসংশ্লিষ্ট সংস্থা বিজিডি ই-গভ। সম্ভাব্য সাইবার হামলার ঝুঁকির মধ্যেই এনআইডি সার্ভার সাময়িক বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর আগে পিএইচপি প্রোগ্রামিং ভাষায় দুটি গুরুতর নিরাপত্তা ত্রুটি শনাক্ত হওয়ার পর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ কয়েকটি ব্যাংকের ওয়েবসাইট সাময়িক বন্ধ রাখা হয়। পরে গত রোববার বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্ভার আবার সচল করা হয়। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের এক কর্মকর্তা জানান, নিরাপত্তাজনিত এ উদ্বেগ শুধু বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বিশ্বব্যাপী সাইবার নিরাপত্তার ঝুঁকি বিবেচনায় সতর্কতামূলক পদক্ষেপের অংশ হিসেবে ওয়েবসাইট বন্ধ রাখা হয়েছিল।

তারেক রহমানে জাপান সফরে এক চুক্তি, ২১ সমঝোতা স্মারক সই

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের জাপান সফরে বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে একটি চুক্তি, চারটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) এবং বেসরকারি পর্যায়ে দুই দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৭টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ ছাড়া দুটি অনুদান চুক্তিও স্বাক্ষরিত

তিনি। তিনি জানান, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় দুই দেশের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যৌথভাবে কাজ করবে। বাংলাদেশের উপকূলীয় নিরাপত্তা সক্ষমতা জোরদার করতে একটি টহলজাহাজ সরবরাহের জন্য ২১২ কোটি জাপানি ইয়েনের অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত

হুমায়ুন কবির বলেন, বেসরকারি খাতেও দুই দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৭টি সমঝোতা স্মারকসহ বিভিন্ন চুক্তি ও সহযোগিতার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগামী পাঁচ বছরে বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে প্রায় ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সম্ভাব্য বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি হতে পারে। এসব বিনিয়োগ বাস্তবায়িত হলে



হয়েছে। বুধবার স্থানীয় সময় রাতে টোকিওতে বাংলাদেশ দূতাবাসে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর এই সফরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ও জাপানের দ্বিপাক্ষীয় সহযোগিতা জোরদার হয়েছে এবং দুই দেশের সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হয়েছে। এই সফরের মাধ্যমে বিশ্ববাজারে নতুন বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে বলেও মন্তব্য করেন

হয়েছে, যা প্রায় ১ কোটি ৩৫ লাখ মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশের বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে প্রায় ১০৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি ইয়েন ঋণ প্রকল্পের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে সুশাসন ও উন্নয়ন কার্যক্রমে জাপান সরকারের পক্ষ থেকে ১৩ দশমিক ৬৮ বিলিয়ন ইয়েন, অর্থাৎ প্রায় ১৯৪ দশমিক ৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সহায়তার প্রতিশ্রুতির কথাও তুলে ধরা হয়।

প্রায় দুই লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা রয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমানের রুমন, উপ প্রেস সচিব শাহাদাত হোসেন স্বাধীন। সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরা হয়। দেশের বিভিন্ন বিভাগে উড়াল এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ এবং ছয়টি বিভাগে রেল নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের প্রতিশ্রুতির বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়।

আওয়ামী লীগের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে জাতিসংঘের দ্বারস্থ শেখ হাসিনা

পোস্ট ডেস্ক : বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের ওপর চলমান নিষেধাজ্ঞা নিয়ে জাতিসংঘের বিশেষ র‍্যাপোর্টারদের কাছে লিখিত আবেদন জানিয়েছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তার দলের ওপর নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখায় গুরুতর উদ্বেগ জানিয়ে তিনি এ বিষয়ে জরুরি পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

শেখ হাসিনার পক্ষে এই আবেদন জমা দিয়েছেন আইনজীবী স্টিভেন পাওয়েলস কেসি (কিংস কাউন্সেল)। এতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রশাসন প্রথমে আওয়ামী লীগের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। পরে তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার সেই নিষেধাজ্ঞা শুধু বহালই রাখেনি, বরং আনুষ্ঠানিক রূপও দিয়েছে। আবেদনে দাবি করা হয়েছে, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে অংশ নিতে দেয়া হয়নি। দলটির অংশগ্রহণের পক্ষে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য জনসমর্থন থাকা সত্ত্বেও তাদের নির্বাচনের বাইরে রাখা হয়। ফলে ওই নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও সর্বজনীন অংশগ্রহণমূলক ছিল না বলে আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে নির্বাচনের ফলাফলের বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে।



আবেদনে আরও বলা হয়েছে, দেশের একটি বড় রাজনৈতিক দল ও তার সহযোগী সংগঠনগুলোকে আইনগতভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রেখে বাংলাদেশে নির্বাচন আয়োজন এবং গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা সুসংহত করার চেষ্টা সাংবিধানিকভাবে অসংগত। এর ফলে দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষ কার্যত রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। আওয়ামী লীগের পক্ষে বাংলাদেশের আদালতে নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে আইনি চ্যালেঞ্জ জানানোও কঠিন হয়ে পড়েছে বলে আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। দলটির ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং এর

সমর্থকদের ওপর চলমান হামলার কারণে আইনজীবী নিয়োগ ও আইনি অভিযোগ দায়েরের প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বলে দাবি করা হয়েছে। বাংলাদেশ সংবাদ আবেদনে বলা হয়েছে, আওয়ামী লীগের ওপর নিষেধাজ্ঞা জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তির কয়েকটি ধারার লঙ্ঘন। এর মধ্যে রয়েছে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা-সংক্রান্ত ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদ, শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার-সংক্রান্ত ২১ নম্বর অনুচ্ছেদ, সংগঠন করার স্বাধীনতা-সংক্রান্ত ২২ নম্বর অনুচ্ছেদ এবং রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিতকারী ২৫ নম্বর অনুচ্ছেদ। আবেদনে আরও যুক্তি দেয়া হয়েছে, নিষেধাজ্ঞাটি যথাযথ আইনি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ক্রটিপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা সরকারের আরোপিত এই নিষেধাজ্ঞার কোনো বৈধ উদ্দেশ্য নেই বলেও এতে দাবি করা হয়েছে। পাশাপাশি আওয়ামী লীগের সদস্য ও দলটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে চলমান হামলার অংশ হিসেবে নিষেধাজ্ঞাটিকে বর্ণনা করা হয়েছে। নিষেধাজ্ঞাটি প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত এবং এর অপব্যবহার ঠেকানোর মতো পর্যাপ্ত সুরক্ষাব্যবস্থাও নেই বলে আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

শেখ হাসিনার পক্ষে করা আবেদনে জাতিসংঘের তিনজন বিশেষজ্ঞের জরুরি হস্তক্ষেপ চাওয়া হয়েছে। তারা হলেন সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার ক্ষেত্রে মানবাধিকার সুরক্ষা ও প্রসারবিষয়ক বিশেষ র‍্যাপোর্টার, শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও সংগঠন করার স্বাধীনতাবিষয়ক বিশেষ র‍্যাপোর্টার এবং গণতান্ত্রিক ও ন্যায়সংগত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা প্রসারবিষয়ক স্বাধীন বিশেষজ্ঞ। আবেদনে তাদের প্রতি জরুরি পদক্ষেপ নেয়া এবং বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আয়োজনের আহ্বান জানিয়ে প্রকাশ্য বিবৃতি দেয়ার অনুরোধ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ-নেপালের পর ইউরোপজুড়ে জেন-জি বাড়, নেপথ্যে কী?

পোস্ট ডেস্ক : ব্রাসেলসে নিজের ডেস্কে বসে দেশের শাসকদের বিরুদ্ধে স্লোগান লিখছিলেন ১৯ বছর বয়সী শিক্ষার্থী মায়া গুরদেল। তার লেখা স্লোগান, ‘আমরা পুড়লে, তোমরাও আমাদের সঙ্গে পুড়বে!’ ২০১২ সালের চলচ্চিত্র ‘দ্য হাসার গেমস’ থেকে নেয়া এই স্লোগান বিশ্বজুড়ে তরুণদের বিভিন্ন আন্দোলনের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। ইউরোপজুড়ে জেন-জি নেতৃত্বাধীন বিক্ষোভের পেছনেও রয়েছে ক্ষোভ, হতাশা ও পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা। তাদের দাবির মধ্যে রয়েছে জরাজীর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অর্থনৈতিক সুযোগের অভাব, জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি, দুর্নীতি, আবাসন সংকট এবং নিজেদের কথা কেউ শুনছে না-এমন হতাশা। এসব দাবির অনেকগুলো পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিক্ষোভ সহিংস রূপও নিয়েছে। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে শুধু ফ্রান্সেই হাজার হাজার দোকান ভাঙচুর ও লুটপাটের শিকার হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ স্টান গ্রেনেড ও জলকামান ব্যবহার করেছে। তবে চলতি সপ্তাহান্তে এসব বিক্ষোভ বাস্তব পরিবর্তনও এনে দিয়েছে। প্রায় দুই বছর ধরে দুর্নীতি ও ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্ববাদী শাসনের অভিযোগে আন্দোলনের পর সার্বিয়ার দীর্ঘদিনের নেতা আলেকসান্দার ভুচিচ নির্বাচনে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন। শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে চলা বিক্ষোভের পরিণতিতে এসেছে এই পরিবর্তন।

বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থী স্তাশা পিলেটিচ বলেন, ‘ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই আমাদের মনে হয়েছে স্বস্তি ও স্বাধীনতার অনুভূতি। ব্যক্তিগতভাবে আমি বিজয়ের অনুভূতি পাচ্ছি। অবশেষে আমরা বিক্ষোভ থেকে দায়িত্ব গ্রহণের পর্যায়ে পৌঁছেছি।’ ‘ক্ষোভের বিক্ষোভ’

বিক্ষোভে উত্তাল ইতালির মিলানের ২১ বছর বয়সী শিক্ষার্থী কির‍্যা মনে করেন, ‘ক্ষোভের বিক্ষোভ থেকে জন্ম নেয়া মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে অংশ নেয়া অত্যন্ত জরুরি। এই ক্ষোভই সম্মিলিত পদক্ষেপ নেয়ার সুযোগ তৈরি করেছে।’ তিনি বলেন, ‘শাসকশ্রেণি আমার প্রজন্মের সবচেয়ে বড় যে ক্ষতি করেছে, তা হলো ভবিষ্যৎ কল্পনা করার, ‘স্বপ্ন দেখার ক্ষমতাটুকুও কেড়ে নেয়া।’ কিয়ারার ভাষ্য, ইতালির শিক্ষার্থীরা এমন এক বাস্তবতার মুখোমুখি হচ্ছেন,



যেখানে বিদ্যালয়গুলোতে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই এবং ভবনগুলো জরাজীর্ণ। তিনি বলেন, ‘এসব সমস্যার পাশাপাশি সামনে রয়েছে এমন চাকরির সম্ভাবনা, যেখানে বেতন কম এবং যে কাজের জন্য আমরা যোগ্যতা অর্জন করিনি। আর থাকতে হবে ছোট, অতিরিক্ত ব্যয়বহুল কোনো বাসায়-সম্ভবত নিজের শহর থেকে দূরে, যে শহরে আমরা থাকতে চাই না।’ বিশ্বজুড়েই জেন-জি নেতৃত্বাধীন বিক্ষোভ রাজনৈতিক অঙ্গনে আমোদজনক তুলেছে। ১৯৯৭ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে জন্ম নেয়া এই প্রজন্ম নিজেদের দাবি তুলে ধরতে শুরু করেছে। ২০২৪ সালে বাংলাদেশ, ২০২৫ সালে নেপাল এবং চলতি বছর ভারতেও তরুণদের আন্দোলন দেখা গেছে। এবার ইউরোপ হয়ে উঠেছে এই আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্র।

২০২৫ সালে প্রকাশিত ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) এক জরিপ অনুযায়ী, ১৬ থেকে ৩০ বছর বয়সী ৪০ শতাংশ তরুণের প্রধান উদ্বেগের বিষয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার ব্যয়।

২০২৫ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ৯ কোটি ২৭ লাখ মানুষ দারিদ্র্য বা সামাজিক বঞ্চনার ঝুঁকিতে ছিলেন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে ছিলেন ১৮ থেকে ২৪ বছর বয়সীরা। এই বয়সী মানুষের ২৬ দশমিক ৩ শতাংশ এমন ঝুঁকিতে ছিলেন।

অন্যদিকে ৬৫ বছর বা তার বেশি বয়সীদের মধ্যে এই হার ছিল ১৮ দশমিক ৮ শতাংশ। বয়স্ক প্রজন্মের আর্থিক দায়ভার বহন করা নিয়েও তরুণদের মধ্যে উদ্বেগ রয়েছে। কারণ, বয়স্করা সাধারণত নির্বাচনে বেশি ভোট দেন। ফরাসি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ওএফসিইর তথ্য অনুযায়ী, ফ্রান্সের মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশের বয়স ৬০ বছরের বেশি। অথচ দেশটির মোট সম্পদের ৬০ শতাংশের মালিক তারা। ফ্রান্সে সরকারি ব্যয়ের সবচেয়ে বড় খাত পেনশন। জনসংখ্যার বার্ষিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই খাতে ব্যয় বেড়ে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ১৪ শতাংশে পৌঁছানোর পথে রয়েছে। কিন্তু অবসরের বয়স বাড়ানো কিংবা পেনশন সুবিধা কমানোর বিরোধিতা করছেন ভোটাররা।

তবে পেনশন খাতে জিডিপির অনুপাতে ব্যয়ের দিক থেকে ফ্রান্সের চেয়েও এগিয়ে রয়েছে গ্রিস ও ইতালি। অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থার (ওইসিডি) ২০২৫ সালের তথ্য অনুযায়ী, দেশ দুটি জাতীয় আয়ের প্রায় ১৬ শতাংশ সরকারি পেনশনে ব্যয় করে। বিপরীতে অস্ট্রেলিয়া, চিলি, আইসল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড ও দক্ষিণ কোরিয়ায় এই ব্যয় জিডিপির ৪ শতাংশেরও কম।

প্যারিসের উত্তরের একটি উপশহরের ১৭ বছর বয়সী উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার্থী বিলাল নারজিসিও নিজের স্কুলের ‘শেচনী’ পরিবেশ ও কর্মীসংকটের প্রতিবাদ করছেন। তিনি বলেন, ‘আগে স্কুলে ইঁদুর ছিল।’ গত বছর স্কুলের আড়িনায় ছাদ ধসে পড়ার পর শিক্ষার্থীদের সরিয়ে নেয়া হয়েছিল। তবে এতে কেউ আহত হয়নি বলে জানান তিনি।

বিলালের মতে, এই বিক্ষোভ প্রমাণ করেছে, ‘ইউরোপের তরুণরা ঐক্যবদ্ধ।’ তিনি বলেন, ‘একটি বিষয়ে আমরা সবাই একমত-তরুণদের সঙ্গে অতিরিক্ত শিশুসুলভ আচরণ করা হয় এবং তাদের কথা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে শোনা হয় না।’ অক্টোবরের প্রকাশিত ফরাসি সরকারের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০০০ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে পেনশন খাতে ব্যয় জিডিপির অনুপাতে ২ দশমিক ৫ শতাংশ পয়েন্ট বেড়েছে। বিপরীতে শিক্ষা খাতে ব্যয় কমেছে শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ পয়েন্ট। প্রতিবেদনে

আরও বলা হয়েছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেটের ৩২ শতাংশ ব্যয় হয় পেনশন খাতে। ফলে শিক্ষার অন্যান্য খাতে ব্যয়ের সুযোগ সংকুচিত হচ্ছে। বেলজিয়ামে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশ উন্নয়নের দাবিতে বিক্ষোভ করছেন গুরদেলও।

তিনি বলেন, ‘আমরা শান্তিপূর্ণভাবে চেষ্টা করেছিলাম। কেউ আমাদের কথা শোনেনি। মানুষ যখন আবর্জনা আশুদ দিতে শুরু করল কিংবা এ ধরনের কাজ করল, তখনই কেবল সংবাদমাধ্যম ও ক্যামেরাগুলো আমাদের দিকে নজর দিল।’

ইউরোপে বিক্ষোভের বিস্তার অব্যাহত রয়েছে। জীবনযাত্রার ব্যয়, বৈষম্য, যুদ্ধ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিস্থিতি নিয়ে এই সপ্তাহান্তে জার্মানিতেও বিক্ষোভের পরিকল্পনা রয়েছে।

আলবেনিয়াতেও অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়েছে। দুর্নীতির অভিযোগ, কর্মসংস্থানের অভাব ও শিক্ষার নিম্নমান নিয়ে ক্ষোভ থেকে প্রধানমন্ত্রী এদি রামার সরকারের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। রাজধানী তিরানা ছাড়িয়ে অন্যান্য শহরেও ছড়িয়ে পড়েছে আন্দোলন।

‘ইউরোপের তরুণরা ঐক্যবদ্ধ’ ১৯ বছর বয়সী স্থাপত্যের শিক্ষার্থী জাইক কুর্তি বলেন, ‘আমাদের প্রধানমন্ত্রী ১৩০ দিন ধরে আমাদের কথা শোনেনি।’ তিনি বলেন, ‘আলবেনিয়ার কোনো শিক্ষার্থীকে যদি জিজ্ঞেস করেন, সে নিজের ভবিষ্যৎ কোথায় দেখে, সবাই বলবে-দেশের বাইরে। কারণ, নিজের দেশে প্রতিভা থাকলেও যাদের প্রভাবশালী মহলে যোগাযোগ রয়েছে, তারাই সব সময় এগিয়ে যাবে।’ সার্বিয়ার শিক্ষার্থীদের আন্দোলন এমন একটি সাফল্য অর্জন করেছে, যা ইউরোপের অন্য রাজধানীগুলোর বিক্ষোভকারীরা কেবল স্বপ্নই দেখতে পারেন।

তবে এখন সামনে এসেছে আরও কঠিন কাজ-দেশ পরিচালনা। শিক্ষার্থী কিংবা তাদের মনোনীত প্রার্থীদের কারওই সরকার পরিচালনার অভিজ্ঞতা নেই।

কিন্তু এই বাস্তবতাকে খুব একটা গুরুত্ব দিতে রাজি নন আরেক বিক্ষোভকারী লুকা স্তোয়াকোভিচ। তার বক্তব্য, ‘রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষ আমাদের কোথায় নিয়ে গেছেন, তা তো আমরা দেখছি।’

স্পেনে ভয়াবহ ১০ ট্রেন দুর্ঘটনা । অর্ধশতাধিক নিহত

পোস্ট ডেস্ক : ইউরোপে রেল যোগাযোগকে তুলনামূলক নিরাপদ পরিবহনব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হলেও বিভিন্ন সময়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন হাজারো মানুষ। অতিরিক্ত গতি, সংকেতব্যবস্থার ত্রুটি, ব্রেকের সমস্যা, সংঘর্ষ ও অগ্নিকাণ্ডের মতো কারণে ঘটেছে এসব দুর্ঘটনা। সর্বশেষ মঙ্গলবার স্পেনের তোলেদো প্রদেশের উরদার কাছে দুটি দ্রুতগতির ট্রেনের সংঘর্ষে এই প্রতিবেদনে তৈরির সময় ৬৪ জন মানুষের প্রাণহানি হয়েছে। তবে এ সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের তথ্যমতে, তোলেদো প্রদেশের উর্দা শহরের স্টেশনে ভয়াবহ এই দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ হিসেবে আপাতত আদিফের এক কর্মীর মানবিক ভুলকে প্রধান ধারণা হিসেবে বিবেচনা করছে দেশটির পরিবহন মন্ত্রণালয়।

এর আগে স্থানীয় বুধবার সময় সকাল ৯টার কিছু পর মাদ্রিদ থেকে সেভিলগামী রেলপথে মোরাসহ ও অর্গাজ

শহরের মধ্যবর্তী এলাকায় রেনফে ও ইরিও পরিচালিত দুটি দ্রুতগতির ট্রেনের সংঘর্ষ হয়। এতে দুটি বগি লাইনচ্যুত হয়।

দুর্ঘটনার সময় ট্রেন দুটিতে মোট ৫৪৪ জন যাত্রী ছিলেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ছবিতে একটি খাদের মধ্যে ট্রেনের বগি কাত হয়ে পড়ে থাকতে দেখা গেছে। দুর্ঘটনার পরপরই ঘটনাস্থলে জরুরি উদ্ধারকারী দল পাঠানো হয়।

স্পেনের আদামুজ দুর্ঘটনা

চলতি বছরের ১৮ জানুয়ারি দক্ষিণ স্পেনের কর্দোবা প্রদেশের আদামুজের কাছে দুটি দ্রুতগতির ট্রেনের সংঘর্ষে অন্তত ৪৬ জন নিহত হন। একটি ট্রেন লাইনচ্যুত হয়ে বিপরীত লাইনে উঠে গেলে অপর ট্রেনটির সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে। এতে বহু মানুষ আহত হন।

পরবর্তী তদন্তে দুর্ঘটনার আগের দিন রেললাইনে ভাঙন দেখা দিয়েছিল বলে স্পেনের সিভিল গার্ড জানায়। সংকেতব্যবস্থা সেই ত্রুটির সতর্কবার্তা দেয়নি

বলেও তদন্তে উঠে আসে।

গ্রিসের তেম্পে

২০২৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি গ্রিসের তেম্পে এলাকায় যাত্রীবাহী ট্রেনের সঙ্গে একটি মালবাহী ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষে ৫৭ জন নিহত হন। নিহতদের বড় অংশ ছিলেন শিক্ষার্থী।

দুর্ঘটনার পর দেশটির রেলব্যবস্থার নিরাপত্তা, সংকেতব্যবস্থার দুর্বলতা এবং দীর্ঘদিনের অব্যবস্থাপনা নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়।

স্পেনের সান্তিয়াগো দে কম্পোস্তেলা

২০১৩ সালের ২৪ জুলাই স্পেনের গালিসিয়া অঞ্চলে সান্তিয়াগো দে কম্পোস্তেলার কাছে একটি দ্রুতগতির ট্রেন লাইনচ্যুত হয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনার শিকার হয়। এতে ৮০ জন নিহত এবং ১৪৫ জন আহত হন।

তদন্তে দেখা যায়, ঘটনায় ৮০ কিলোমিটার গতিসীমার একটি বাকের ট্রেনটি ঘণ্টায় ১৭৯ কিলোমিটার গতিতে চলছিল। দুর্ঘটনার আগে চালক মোবাইল ফোনে কথা বলছিলেন বলেও তদন্তে উঠে আসে।

ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মকর্তার সঙ্গে

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার এবং দলটির অপর এক শীর্ষ নেতা এ টি এম মাছুমসহ কয়েকজন নেতার সঙ্গে ভারতের উচ্চপর্যায়ের এক গোয়েন্দা কর্মকর্তার (র-এর প্রতিনিধি হিসেবে ইঙ্গিতপূর্ণ) গোপন বৈঠক হয়েছে বলে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সহকারী মো. রাশেদ খান। এই দাবি ঘিরে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে তীব্র আলোচনার জন্ম হয়েছে।

সোমবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে মো. রাশেদ খান দাবি করেন, গত ১৬ সেপ্টেম্বর রাজধানীর বারিধারার একটি বাড়িতে এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার ও এ টি এম মাছুমসহ মোট তিনজন শীর্ষ নেতা উপস্থিত ছিলেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। রাশেদ খান তার পোস্টে অভিযোগ করেন, এই বৈঠকের মধ্য দিয়ে জামায়াত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনো গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে কি না, তা পরিষ্কার করা প্রয়োজন। তিনি আরও দাবি করেন, এই কথিত যোগাযোগের নেপথ্য ছকের প্রথম কৌশল হিসেবে আওয়ামী লীগকে সঙ্গে নিয়ে একটি রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

এদিকে এই অভিযোগকে সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে উড়িয়ে দিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, "এটি পুরোপুরি মিথ্যা। তারা চাইলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে ছবি বা প্রোপাগান্ডা তৈরি করতে পারে, করুক।" অন্যদিকে, জামায়াত নেতার এমন মন্তব্যের জবাবে রাশেদ খান পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেন, গোয়েন্দা বৈঠকের ছবি বা প্রমাণের সবসময় প্রয়োজন হয় না, তবে এই বৈঠক শতভাগ সত্যি।

দেশের পালাবদলের পর জামায়াতে ইসলামী ও ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্কের টানাপোড়েন কিংবা নীতিগত পরিবর্তনের নানা আলোচনার মধ্যেই এই ‘গোপন বৈঠক’-এর বিষয়টি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর শীর্ষপর্যায় থেকে এ নিয়ে নানা হিসাব-নিকাশ শুরু হয়েছে। তবে এই অভিযোগের পক্ষে দৃশ্যমান কোনো নিরপেক্ষ বা স্বাধীন সত্যতা এখনো নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। বিষয়টি নিয়ে উভয় পক্ষের পাল্টাপাল্টি বক্তব্যে রাজনৈতিক অঙ্গনে উত্তেজনা আরও বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

জ্বালানি বিলে বিশাল ছাড়

-এর সীমা ১২,০০০ পাউন্ড থেকে বাড়িয়ে ১৮,০০০ পাউন্ড করা হয়েছে, যা প্রায় ৭০,০০০ ছোট প্রতিষ্ঠানকে ব্যবসায়িক কর থেকে পুরোপুরি মুক্তি দেবে। পাশাপাশি আগামী এপ্রিল থেকে যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল লিভিং ওয়েজ এবং ন্যূনতম মজুরি ৩.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে, যা প্রায় ২৩ লাখ কর্মীর বেতন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে। প্রথমবারের মতো স্বনিয়োজিত বাবারাও পিতৃতৃকালীন ছুটির আর্থিক ভাতা পাওয়ার যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবেন। অন্যদিকে সঞ্চয়কারীদের কিছুটা চমক দিয়ে চ্যাসেলর ঘোষণা করেন, ক্যাস আইএসএ-র বাৎসরিক করমুক্ত জমার সর্বোচ্চ সীমা আগের মতোই ২০,০০০ পাউন্ডে বহাল থাকছে। পূর্ববর্তী সরকারের ১২,০০০ পাউন্ডে নামিয়ে আনার পরিকল্পনা পুরোপুরি বাতিল করা হয়েছে।

ঋণ পরিশোধের ব্যয় ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি : যুক্তরাজ্যের বাজেট দপ্তরের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে উঠে এসেছে, আন্তর্জাতিক বাজার ও মূল্যাক্ষীতির কারণে এ বছর সরকারের সরকারি ঋণ পরিশোধের সুদ বাবদ ১৪ বিলিয়ন পাউন্ড অতিরিক্ত খরচ হয়েছে। চ্যাসেলর স্বীকার করেছেন, বর্তমানে যুক্তরাজ্যের বাজেটের প্রতি ১৩ পাউন্ডের মধ্যে ১ পাউন্ডই চলে যায় শুধু সুদের পেছনে।এই ব্যয় ঘাটতি মেটাতে এবং জ্বালানি ভর্তুকির অর্থ সংগ্রহ করতে ব্যাংকিং খাতের ওপর ‘ব্যাংক সারচার্জ’ সাময়িকভাবে অতিরিক্ত ৩ শতাংশ বাড়িয়ে আগামী ১৫ মাসের জন্য বিশেষ কর কাঠামোর আওতায় আনা হয়েছে।

করের কাঠামোয় কী পরিবর্তন আসছে?

বাজেট ঘোষণা অনুযায়ী, আগামী ৬ এপ্রিল ২০২৭ থেকে বাড়িভাড়া থেকে অর্জিত আয়ের ওপর ইনকাম ট্যাক্সে পাশাপাশি অতিরিক্ত সম্পত্তি করের হার আরও ২ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। এর আগে পূর্ববর্তী বাজেটেও সম্পত্তি আয়ের ওপর ২ শতাংশ বৃদ্ধির ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। সব মিলিয়ে বর্তমান সাধারণ আয়ের তুলনায় রেন্টাল প্রফিট বা ভাড়ার আয়ের ওপর করের হার এখন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বেসিক রেট : সম্পত্তি আয়ের কর বাড়িয়ে মোট ২৪% করা হয়েছে। হায়ার রেট বা উচ্চ আয়কর দাতাদের জন্য : এই হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াচ্ছে ৪৪%। টপ রেট / অ্যাডিশনাল রেট সর্বোচ্চ আয়ের ল্যান্ডলর্ডদের জন্য এটি বাড়িয়ে করা হয়েছে ৪৯%। এর ফলে হিসাব অনুযায়ী, ল্যান্ডলর্ডদের প্রতি ১০,০০০ করযোগ্য ভাড়ার আয়ের বিপরীতে অতিরিক্ত ৪০০ পাউন্ড পর্যন্ত বাড়তি কর গুনতে হবে। তবে যেসব ল্যান্ডলর্ড ব্যক্তিগত নামে সম্পত্তি না রেখে লিমিটেড কোম্পানির (খরসরঃঃফ ইন্সঢঢঃঃ) মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করেন, তারা এই ব্যক্তিগত ইনকাম ট্যাণ্ডবৃদ্ধির আওতার বাইরে থাকবেন এবং করপোরেট ট্যাক্সে নিয়মে পরিচালিত হবেন। ল্যান্ডলর্ড অ্যাসোসিয়েশন ও বিশেষজ্ঞদের প্রতিক্রিয়ান্যাশনাল রেসিডেন্সিয়াল ল্যান্ডলর্ডস অ্যাসোসিয়েশন (ঘজখঅ)-এর প্রধান নির্বাহী বেন বিডল (ইবহ ইবঃফঃব) এই বাজেটকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করে বলেছেন, "চ্যাসেলর আবারও ল্যান্ডলর্ডদের কাঁধে ভর করে বাজেট ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করছেন। এর পরিণতি অত্যন্ত নেতিবাচক হবে।"বিশেষজ্ঞদের মতে, বিগত এক দশকে মর্টগেজ ইন্টারেস্ট রিলিফ বাতিল, স্ট্যাম্প ডিউটি সারচার্জ এবং একের পর এক প্রশাসনিক কড়াকড়ির কারণে এমনিতেই ছোট ও মাঝারি ল্যান্ডলর্ডরা কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। নতুন করে এই ৪ শতাংশ সারচার্জ যুক্ত হওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল রূপ নিয়েছে।শেষ পর্যন্ত কার ঘাড়ের উপরে এই বাড়তি করের বোঝা?যুক্তরাজ্যের সরকারি আর্থিক প্রাক্কলন সংস্থা অফিস ফর বাজেট রেসপন্সিবিলিটি (ইউইজ) এবং আবাসন খাত সংশ্লিষ্টরা পরিস্কার সতর্কবার্তা দিয়ে জানিয়েছেন যে, এই কর বৃদ্ধির মূল প্রভাব গিয়ে পড়বে সাধারণ ভাড়াটিয়াদের ওপর। এর প্রধান কারণ দুটি: ১. বাজার থেকে ল্যান্ডলর্ডদের প্রস্থান: অতিরিক্ত করের বোঝা এবং কম আয়ের কারণে অনেক ক্ষুদ্র ল্যান্ডলর্ড প্রপার্টি ব্যবসা ছেড়ে সম্পত্তি বিক্রি করে দিচ্ছেন, ফলে বাজারে ভাড়ার বাড়ির জোগান বা সরবরাহ দ্রুত কমে যাচ্ছে।২. ভাড়া বৃদ্ধি: বাজারে প্রবাসীর সংখ্যা বা ভাড়ার চাহিদা বেশি কিন্তু বাড়ির জোগান কম থাকায়, অবশিষ্ট ল্যান্ডলর্ডরা তাদের করের বাড়তি খরচ উসূল করতে ভাড়ার পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দিচ্ছেন।সংক্ষেপে বলতে গেলে, বাজেটে সরকার গৃহহীনতা রোধ ও ফার্স্ট-টাইম বায়ারদের (প্রথম বাড়ি ক্রেতা) জন্য নানা সহায়তার কথা বললেও, বাড়িওয়ালাদের ওপর নতুন এই করের ঋঁড়া শেষ পর্যন্ত আবাসন বাজারে ভাড়ার উর্ধ্বগতিকেই আরও ত্বরান্বিত করবে বলে আশঙ্কা করছেন অর্থনীতিবিদরা।

তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক ও সমালোচনা : বাজেট পেশের পরপরই প্রধান বিরোধী দল কনজারভেটিভ পার্টি ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল তীব্র সমালোচনা শুরু করেছে। বিরোধীদলীয় নেতারা এই বাজেটকে "কর বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির স্পষ্ট রূপরেখাহীন বাজেট" বলে অভিহিত করেছেন। কনজারভেটিভ পার্টির পক্ষ থেকে বলা হয়, সম্পত্তি ও সঞ্চয়ের ওপর কর বাড়িয়ে মধ্যবিত্তদের পকেট কাটা হচ্ছে, যা দীর্ঘমেয়াদে আবাসন খাতে চরম সঙ্কট তৈরি করবে। অন্যদিকে, কনফেডারেশন অব ব্রিটিশ ইন্ডাস্ট্রি এবং দেশের শীর্ষ অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন, জরুরি জ্বালানি সহায়তা সাময়িক সস্তি দিলেও দেশে নতুন

কর্মসংস্থান এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধির গতি ত্বরান্বিত করার মতো দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এই বাজেটে অপর্ যাণ্ড।চ্যাসেলর জন হিলি অবশ্য বাজেট সমাপনীতে দাবি করেন, "এই বাজেট কেবল তাৎক্ষণিক সংকট মোচনের জন্য নয়, বরং রাজস্ব শৃঙ্খলা বজায় রেখে দীর্ঘমেয়াদে দেশীয় শিল্প ও আবাসন খাতকে নতুন রূপ দেওয়ার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলো।"

পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে বাংলাদেশ

জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে বড় পরিবর্তনের সূচনা হয়, তার ধারাবাহিকতায় ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং ১৭ ফেব্রুয়ারি তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। নতুন সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে দেশে নির্বাচিত সরকারের অধীনে নতুন রাজনৈতিক অধ্যায়ের সূচনা হয়। তবে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পাশাপাশি প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা, অর্থনীতি ও জননিরাপত্তায় দৃশ্যমান অগ্রগতি নিশ্চিত করার প্রত্যাশাও বেড়েছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবেশে গত দুই বছরে বড় ধরনের রূপান্তর ঘটেছে। নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, বিরোধী দলের ভূমিকা এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কারের প্রশ্ন সামনে এসেছে। যুক্তরাজ্যের হোম অফিসের ২০২৬ সালের অক্টোবরের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের পরবর্তী সময়ের তুলনায় রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল হয়েছে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সাংবাদিক ও নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলো মতপ্রকাশ ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে তুলনামূলক বেশি সুযোগ পাচ্ছে।

তবে এই অগ্রগতির পাশাপাশি দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ, পুলিশের জবাবদিহি, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী সংস্কার বাস্তবায়ন নিয়ে উদ্বেগ রয়ে গেছে। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেন প্রতিহিংসা বা সংঘাতের রূপ না নেয়, তা নিশ্চিত করা জরুরি। একই সঙ্গে বিরোধী দলের মতপ্রকাশের অধিকার, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং নাগরিকদের শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সুযোগ রক্ষা করাও গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রকৃত সাফল্য নির্ভর করবে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা পরিবর্তনের বাইরেও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান কতটা শক্তিশালী হয়, আইনের শাসন কতটা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাধারণ মানুষের স্বার্থ কতটা গুরুত্ব পায় তার ওপর।

এদিকে বাংলাদেশের অর্থনীতি বর্তমানে বহুমুখী চাপের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের ৬ অক্টোবর ২০২৬ প্রকাশিত বাংলাদেশ উন্নয়ন হালনাগাদ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৬ ও ২০২৭ অর্থবছরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৩.৪ শতাংশ হতে পারে। বিনিয়োগের দুর্বলতা, রপ্তানি প্রবৃদ্ধির গতি কমে যাওয়া, জ্বালানি খাতের সীমাবদ্ধতা এবং আর্থিক খাতের দুর্বলতা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে চাপ তৈরি করছে।

প্রতিবেদনে অনুযায়ী, ২০২৬ অর্থবছরে দারিদ্র্য বেড়েছে এবং আগের বছরের তুলনায় প্রায় ২১ লাখ মানুষ নতুন করে দারিদ্র্যের মধ্যে পড়েছে। কর্মসংস্থান সৃষ্টির গতি কমে যাওয়ায় এবং নারীদের কর্মসংস্থানে ক্ষতি হওয়ায় পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে, প্রবাসী আয় এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উন্নতি অর্থনীতিতে কিছুটা স্বস্তি তৈরি করেছে। তবে সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ধরে রাখতে ব্যাংক খাতের সংস্কার, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, রাজস্ব আদায় বাড়ানো এবং জ্বালানি সরবরাহের উন্নতি জরুরি বলে মনে করছে বিশ্বব্যাংক।

অর্থনীতির এই বাস্তবতায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলোউন্নয়নের সুফল সাধারণ মানুষের কাছে কতটা পৌঁছাচ্ছে? মোট দেশজ উৎপাদন বা প্রবৃদ্ধির পরিসংখ্যানের পাশাপাশি মানুষের প্রকৃত আয়, চাকরির সুযোগ, ব্যবসার পরিবেশ এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দামকে সমান গুরুত্ব দিতে হবে।

দ্রব্যমূল্য বাংলাদেশের জনজীবনের অন্যতম বড় উদ্বেগের বিষয়। খাদ্যপণ্য, পরিবহন, বাসাভাড়া, চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যয় মেটাতে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের পরিবারগুলোকে প্রতিনিয়ত হিসাব কষতে হচ্ছে। আয় বাড়ার তুলনায় ব্যয় দ্রুত বেড়ে গেলে পরিবারের সঞ্চয় কমে যায় এবং ঋণনির্ভরতা বাড়ে।

বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে মূল্যাক্ষীতিকে অর্থনীতির অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। উচ্চ মূল্যাক্ষীতি শুধু বাজারের কেনাকাটায় প্রভাব ফেলে না; এটি মানুষের পুষ্টি, চিকিৎসা, শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার ওপরও চাপ সৃষ্টি করে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাজার তদারকি জোরদার, সরবরাহব্যবস্থায় অনিয়ম নিয়ন্ত্রণ, কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা এবং দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারগুলোর জন্য লক্ষ্যভিত্তিক সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ। তবে বাজারে কৃত্রিম সংকট বা কারসাজি থাকলে শুধু অভিযান চালিয়ে দীর্ঘমেয়াদি সমাধান সম্ভব নয়। উৎপাদন, পরিবহন, সংরক্ষণ ও বিপণনের প্রতিটি পর্যায়ে স্চ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।

দেশে রাজনৈতিক পরিবেশে পরিবর্তন এলেও আইনশৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ পুরোপুরি দূর হয়নি। মানবাধিকার সহায়তা সোসাইটির (এইচআরএসএস) তথ্যের ভিত্তিতে ১৯ অক্টোবর ২০২৬ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশে সংঘবদ্ধ জনতার হামলা ও গণপিটুনির ৩৯৮টি ঘটনায় অন্তত ১৮৭ জন নিহত হয়েছেন। একই সময়ে রাজনৈতিক সহিংসতার ১,০১৩টি ঘটনায় ৭৩ জন নিহত এবং ৬ হাজার ৪৭৩ জনের বেশি আহত হয়েছেন। এসব পরিসংখ্যান জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জের ইঙ্গিত দেয়। তবে পরিস্থিতি মোকাবিলায় শুধু আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অভিযান যথেষ্ট নয়। অপরাধের নিরপেক্ষ তদন্ত, দ্রুত বিচার, স্থানীয় পর্যায়ে বিরোধ নিষ্পত্তি এবং আইনের প্রতি মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন।

গণপিটুনি ও জনতার হাতে বিচার কোনোভাবেই আইনের বিকল্প হতে পারে না। অপরাধের অভিযোগ থাকলে তদন্ত ও বিচারপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই তার নিষ্পত্তি করতে হবে। একই সঙ্গে পুলিশি জবাবদিহি এবং রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত আইন প্রয়োগ নিশ্চিত করা জরুরি।

বাংলাদেশের বিপুল তরুণ জনগোষ্ঠী দেশের বড় সম্পদ। কিন্তু এই সম্পদকে অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত করতে প্রয়োজন মানসম্মত শিক্ষা, কারিগরি প্রশিক্ষণ, উদ্যোক্তা তৈরির সুযোগ এবং পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান। চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতা, অভিজ্ঞতার অভাব এবং শিক্ষার সঙ্গে শ্রমবাজারের চাহিদার অসামঞ্জস্য তরুণদের জন্য বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

সরকারি চাকরির পাশাপাশি বেসরকারি শিল্প, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষিভিত্তিক উদ্যোগ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা এবং সেবা খাতে নতুন কর্মসংস্থান তৈরির ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। নতুন উদ্যোক্তাদের সহজ ঋণ, ব্যবসা নিবন্ধনের প্রক্রিয়া সহজ করা এবং বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করাও প্রয়োজন।

নারীদের শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ বাড়ানো এবং কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কর্মসংস্থান বাড়ানো না গেলে তরুণদের প্রত্যাশা ও বাস্তবতার ব্যবধান আরও বাড়তে পারে।

একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন শুধু অবকাঠামো বা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দিয়ে বিচার করা যায় না। মানসম্মত শিক্ষা, সহজলভ্য চিকিৎসা, নিরাপদ পরিবেশ এবং সামাজিক ন্যায়বিচারও উন্নয়নের অপরিহার্য অংশ।

প্রথম পাতার পর

বাংলা পোস্ট

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠদানের মান উন্নয়ন, দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা বিস্তার এবং শিক্ষার্থীদের কর্মজীবনের উপযোগী করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। একইভাবে স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, সরকারি হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ওষুধ ও চিকিৎসাসামগ্রী নিশ্চিত করা এবং গ্রামীণ এলাকায় চিকিৎসাসেবার পরিধি বাড়ানো জরুরি।

আয় ও সুযোগের বৈষম্য কমাতে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলো প্রকৃত সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছানো নিশ্চিত করতে হবে। বয়স্ক মানুষ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, দরিদ্র পরিবার এবং কর্মহীন জনগোষ্ঠীর জন্য কার্যকর সহায়তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা গেলে অর্থনৈতিক চাপের মধ্যেও তাদের জীবনযাত্রা কিছুটা সুরক্ষিত রাখা সম্ভব।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তৈরি পোশাকশিল্প, প্রবাসী আয় এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ বাড়ানোর পাশাপাশি দেশের অসংখ্য পরিবারের জীবনযাত্রার ব্যয় মেটাতে সহায়তা করে।

তবে দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য একটি বা দুটি খাতের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা কমাতে হবে। তৈরি পোশাকের পাশাপাশি ওষুধ, কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, চামড়াজাত পণ্য, হালকা প্রকৌশল এবং তথ্যপ্রযুক্তি খাতে রপ্তানি বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে।

বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনা, বন্দর ও পরিবহনব্যবস্থার দক্ষতা বাড়ানো এবং ব্যবসায় প্রশাসনিক জটিলতা কমানো গেলে অর্থনীতির নতুন ক্ষেত্রগুলো বিকশিত হতে পারে। একই সঙ্গে ব্যাংক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও ফেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণ না করা গেলে বিনিয়োগের গতি বাড়ানো কঠিন হবে।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর একটি। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙন, লবণাক্ততা এবং তাপপ্রবাহ মানুষের জীবন, কৃষি ও অবকাঠামোর ওপর প্রভাব ফেলে। উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের জীবিকা এবং শহরমুখী অভিবাসনের ওপরও এসব ঝুঁকির প্রভাব রয়েছে।

দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের জন্য দুর্্যোগ প্রস্তুতি, নদী ও জলাশয় সংরক্ষণ, টেকসই নগর পরিকল্পনা, নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জলবায়ু সহনশীল কৃষিতে বিনিয়োগ বাড়ানো প্রয়োজন। পরিবেশ রক্ষাকে উন্নয়নের বাইরে আলাদা কোনো বিষয় হিসেবে দেখার সুযোগ নেই; এটি খাদ্যনিরাপত্তা, জনস্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার সঙ্গেও সরাসরি যুক্ত।

বাংলাদেশের সামনে একই সঙ্গে সম্ভাবনা ও সংকট রয়েছে। রাজনৈতিক পরিবর্তন নতুন সুযোগ তৈরি করেছে, কিন্তু সেই সুযোগকে দীর্ঘমেয়াদি সাফল্যে রূপ দিতে প্রয়োজন কার্যকর নীতি, স্বচ্ছ প্রশাসন এবং জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা। অর্থনৈতিক সংস্কারের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা রক্ষা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং আইনশৃঙ্খলার উন্নতি করতে না পারলে জনমনে প্রত্যাশা ও বাস্তবতার ব্যবধান বাড়তে পারে।

বিশ্বব্যাংক ব্যাংকিং খাত, রাজস্ব আহরণ ও জ্বালানি খাতে দ্রুত সংস্কারের ওপর জোর দিয়েছে। এসব ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপের পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষা এবং বেসরকারি বিনিয়োগে গুরুত্ব দিতে হবে।

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তনে নয়, বরং রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলো কতটা কার্যকর হয় এবং সাধারণ মানুষ কতটা নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও স্বচ্ছল জীবনযাপনের সুযোগ পায় তার ওপর।

বাংলাদেশ আজ সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জের এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে দাঁড়িয়ে। এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন রাজনৈতিক সহনশীলতা, আইনের শাসন, অর্থনৈতিক সুশাসন এবং মানুষের জীবনযাত্রায় বাস্তব উন্নতি। পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি তখনই অর্ধবহ হবে, যখন তার সুফল পৌঁছাবে কৃষক, শ্রমিক, শিক্ষার্থী, চাকরিপ্রার্থী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং সাধারণ পরিবারের দোরগোড়ায়।

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলা

সমাবেশে গানটি বাজানো হয়। এ ঘটনায় ট্রাম্প এবং তার নির্বাচনি সমাবেশ আয়োজনের দায়িত্ে থাকা ‘ট্রাম্প ৪৭’ কমিটির বিরুদ্ধে মামলা করেছেন নিল ইয়ং। মামলায় ক্ষতিপূরণ হিসেবে ১ কোটি ডলার দাবি করেছেন এই সংগীতশিল্পী। মামলার নথিতে গানটিকে মার্কিন রাজনৈতিক বক্তব্যের ফাঁকা প্রতিশ্রুতির সঙ্গে দরিদ্র, গৃহহীন ও উপেক্ষিত মানুষের কঠিন বাস্তবতার তুলনা করা একটি প্রতিবাদী সংগীত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। নথিতে আরও বলা হয়েছে, গানটির বক্তব্য ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থিত অবস্থানের সম্পূর্ণ বিপরীত। নিল ইয়ংয়ের দাবি, নির্বাচনি প্রচারে গানটি আর ব্যবহার করবেন না বলে ট্রাম্প তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি তিনি। এর আগেও ২০২০ সালে নির্বাচনি প্রচারে একই গান ব্যবহারের অভিযোগে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন ইয়ং। তবে পরে তিনি সেই মামলা প্রত্যাহার করে নেন।

প্যরিসসহ বিভিন্ন শহর রণক্ষেত্র

ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ সরকারের অর্থনৈতিক নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, সরকারের ভুল নীতি ও মুদ্রাক্ষীতির চাপে সাধারণ মানুষের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেছে, অথচ সরকার জনগণের এই আর্তনাদ গুনতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। প্যারিস ও অন্যান্য শহরে নজিরবিহীন সংঘর্ষণত সপ্তাহের ছুটির দিনগুলোতে বিক্ষোভ চরম আকার ধারণ করে। রাজধানী প্যারিসের ঐতিহাসিক ‘প্লেস দে লা রিপাবলিক’ চত্বর এবং ভিনসেস গেট এলাকায় হাজার হাজার বিক্ষোভকারী সমবেত হয়ে শ্লোগান দিতে থাকেন। একপর্যায়ে কিছু উশৃঙ্খল দল মিছিল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাস্তায় গাড়ি ও ডাস্টবিনে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং বেশ কিছু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর চালায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস এবং জলকামান ব্যবহার করে। বিক্ষোভকারীরাও পুলিশকে লক্ষ্য করে আতশবাজি ও ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। দেশের দক্ষিণপূর্বাঞ্চলের শহর লিঁও, মার্শেই এবং তুলুসেও একই ধরনের সহিংসতার খবর পাওয়া গেছে। লিমেগোশ শহরে বিক্ষোভকারীদের নিক্ষিপ্ত পেট্রোলবোমার আগুনে ঐতিহাসিক ‘হোটেল দে ভিল’-এর একাংশ পুড়ে ধসে পড়ার মতো বড় ধরনের ঘটনাও ঘটে।

ব্যাপক গ্রেফতার ও হতাহতের ঘটনা : ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, গত সপ্তাহের দেশজোড়া এই বিক্ষোভ ও সংঘর্ষের ঘটনায় প্রায় ১,০০০ এরও বেশি মানুষকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সহিংসতায় বহু পুলিশ সদস্যসহ আন্দোলনকারী ও শিক্ষার্থীরা আহত হয়েছেন। বিভিন্ন শহরে সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে অনেক স্থানে পুলিশের সাঁজোয়া যান ও হেলিকপ্টার টহল দিতে দেখা গেছে। নিরাপত্তা বাহিনী কিছু এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেও জনতা তা উপেক্ষা করে রাজপথে নেমে আসে। রাজধানী প্যারিসে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক অনেক ইভেন্ট এবং ক্রীড়া আয়োজনও এই নিরাপত্তার ঝুঁকির কারণে বাতিল বা স্থগিত করতে বাধ্য হয় আয়োজকরা। রাজনৈতিক সংকট ও ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর ওপর চাপ : ফ্রান্সের এই লাগাতার আন্দোলন ও বিশৃঙ্খলা দেশটির প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ সরকারের জন্য এক বিশাল রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। আগামী বছর প্রেসিডেন্ট পদের মেয়াদ শেষ হওয়ার প্রাক্কালে এ ধরনের জনরোষ সরকারকে চরম বিপাকে ফেলেছে। বিরোধী দলগুলোর কড়া সমালোচনার মুখে পড়ে সরকার সংলাপের আহ্বান জানালেও মাঠের পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

ব্রিটেনে গৃহহীনদের পুনর্বাসন

মানবাধিকার ও গৃহহীনদের অধিকার নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন সংগঠন সরকারের এই পদক্ষেপকে অত্যন্ত সময়োপযোগী ও মানবিক বলে স্বাগত জানিয়েছে। তবে দীর্ঘমেয়াদী আবাসন সঙ্কট কাটানোর জন্য সোশ্যাল হাউজিং বা শাশ্রয়ী মূল্যের ঘরের জোগান আরও বাড়ানোর ওপর জোর দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

হৃদিস মিলছে না ইরানের ৪৪০ কেজি সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের

পক্ষে ২৩টি দেশ ভোট দেয়। বিপক্ষে ভোট পড়ে তিনটি এবং আটটি দেশ ভোটদানে বিরত থাকে। তবে তেহরান এ সিদ্ধান্তকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বেআইনি আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে।

গ্রোসি জানান, ইরানের পারমাণবিক উপাদানের সুরক্ষা ও হিসাবসংক্রান্ত অমীমাংসিত বিষয়গুলো পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে বুলে রয়েছে। ২০২৫ সালের জুনে দেশটির পারমাণবিক স্থাপনাগুলোতে সামরিক হামলার পর পরিদর্শকদের নিরাপত্তার স্বার্থে প্রত্যাহার করে নেওয়া হলে যাচাই কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। তার ভাষ্য, আইএইএর পরিদর্শকেরা কয়েক মাস ধরেই ইরানে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তত রয়েছেন।

ইরানের সঙ্গে সমঝোতায় পৌছাতে আঞ্চলিক কয়েকটি দেশের উদ্যোগের কথাও তুলে ধরেন আইএইএ প্রধান। তিনি জানান, ওমান, পাকিস্তান, কাতার ও মিসর এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেছে। বিশেষ করে মিসরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসির পৃষ্ঠপোষকতায় এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী বদর আবদেলান্তির সহায়তায় ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচির সঙ্গে ২০২৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর স্বাক্ষরিত কায়রো চুক্তির কথা উল্লেখ করেন তিনি।

গ্রোসির মতে, সামরিক হামলার পর ইরানের নিরাপত্তাসংক্রান্ত উদ্বেগ মোকাবিলা এবং একই সঙ্গে প্রয়োজনীয় পারমাণবিক যাচাই কার্যক্রম চালু করার ক্ষেত্রে কায়রো চুক্তি একটি বাস্তবসম্মত পথ তৈরি করেছিল। চুক্তিটি পুনর্বিবেচনা করা হলে হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনাগুলোর বর্তমান অবস্থা নির্ধারণেও অগ্রগতি সম্ভব।

হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনাগুলোর মধ্যে রয়েছে ফোরদো ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্র, নাতাজের প্রধান ও পরীক্ষামূলক সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্র, ইসফাহান কমপ্লেক্সে কয়েকটি স্থাপনা এবং খোন্দাবের ভারী পানি গবেষণা চুল্লি।

গ্রোসি বলেন, আন্তর্জাতিক আইনের মৌলিক নীতি অনুযায়ী কোনো দেশ একতরফাভাবে তার আইনি বাধ্যবাধকতা স্থগিত করতে পারে না। তাই ইরানের পারমাণবিক উপাদানের হিসাব ও নিরাপত্তা যাচাইয়ের কাজ পুনরায় চালু করা প্রয়োজন।

তবে রুশেহর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে কিছু অগ্রগতির কথা জানিয়েছেন তিনি। সেখানে বর্তমানে আইএইএর পরিদর্শকেরা কাজ করছেন। ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি নতুন একটি শুষ্ক সংরক্ষণাগারে স্থানান্তরের আগে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা সরঞ্জাম সরবরাহের বিষয়েও ইরানের আণবিক শক্তি কর্তৃপক্ষ সহযোগিতা করছে। আগামী বছরের শুরুর দিকে জ্বালানি স্থানান্তরের পরিকল্পনা রয়েছে।

ইসফাহান জ্বালানি সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্র নিয়েও উদ্বেগ রয়েছে আইএইএর। ২০২৫ সালের জুনে সামরিক হামলার ঠিক আগে ইরান কেন্দ্রটির বিষয়ে সংস্থাটিকে জানিয়েছিল এবং পরিদর্শকদের প্রবেশের অনুমতি দিতে সম্মত হয়েছিল। কিন্তু হামলার কারণে পরিদর্শন সম্ভব হয়নি। এরপর ওই স্থাপনায় প্রবেশের জন্য আইএইএর একাধিক অনুরোধ তেহরান প্রত্যাখ্যান করেছে।

গ্রোসি আরও জানান, দূরবর্তী নজরদারি ব্যবস্থায় এমন কোনো তৎপরতার প্রমাণ পাওয়া যায়নি, যা থেকে ধারণা করা যায় যে ২০২৫ সালের হামলার পর কিংবা চলতি বছরে ক্ষতিগ্রস্ত পারমাণবিক স্থাপনাগুলো মেরামত বা পুনর্নির্মাণের চেষ্টা চলছে। তবে স্থাপনাগুলোর প্রকৃত অবস্থা নিশ্চিত করতে সরাসরি পরিদর্শনের বিকল্প নেই বলে উল্লেখ করেন তিনি।

আইএইএ প্রধান বলেন, ইরানে পরিদর্শকদের প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করতে মার্কিন সমঝোতাকারী ও কারিগরি দলগুলোর সঙ্গে সংস্থাটির বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এ লক্ষ্যে একটি কূটনৈতিক সমঝোতার জন্য প্রাথমিক কারিগরি প্রস্তুতিও রয়েছে।

গ্রোসি জোর দিয়ে বলেন, ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে যেকোনো সমাধানের ক্ষেত্রে আইএইএর যাচাই কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। যাচাই ছাড়া কোনো সমঝোতার কার্যকারিতা নিশ্চিত করা সম্ভব নয় এবং তা দীর্ঘমেয়াদে টেকসই হওয়ার সম্ভাবনাও কম।

তিনি তেহরানকে ধাপে ধাপে কারিগরি পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান, যাতে স্বাভাবিক পারমাণবিক সুরক্ষা ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং বৃহত্তর সমঝোতার জন্য পারস্পরিক আস্থা তৈরি করা যায়। একই সঙ্গে ইরানের বৈধ নিরাপত্তা ও সুরক্ষাসংক্রান্ত উদ্বেগ বিবেচনায় নেওয়ার কথাও বলেন তিনি।

গ্রোসির ভাষ্য, আইএইএর যাচাইয়ের ভিত্তিতে পরিচালিত কূটনীতিই ইরানসহ বিশ্বজুড়ে পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার রোধে দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের পথ তৈরি করতে পারে।

এবার বিক্ষোভে উত্তাল ইন্দোনেশিয়া

প্রতীক তিন আঙুলের অভিবাদন প্রদর্শন করে। এ সময় তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে লেখা বিভিন্ন পোস্টারও বহন করেন। একটি পোস্টারে লেখা ছিল, ‘ক্ষুধার্ত? ধনীদের খাও!’ দাবানলের কারণে ছড়িয়ে পড়া বিষাক্ত ধোঁয়ায় দেশটিতে হাজার হাজার মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

অন্য একটি পোস্টারে লেখা ছিল, ‘দুনীতিগ্রস্ত সরকারের অধীনে নির্মল বাতাস নেই।’ আরেকটি পোস্টারে প্রেসিডেন্ট প্রবোও সুবিয়ান্তোকে অবমাননাকর নামে সম্বোধন করে লেখা হয়, ‘এই ওক! কেউ আমাদের টাকা দেয়নি। আমরা সবাই বিনা পয়সায় তোমাকে ঘৃণা করি।’

৩৭ বছর বয়সী বিক্ষোভকারী সেকার এএফপিকে বলেন, কয়েক মাস ধরে দাবানল ও ধোঁয়ায় সঙ্গে লড়াই করা তার দেশের মানুষের দুর্দশা দেখে তার ‘হৃদয় ভেঙে গেছে’। এর পাশাপাশি তারা দুর্বল হয়ে পড়া মুদ্রা ও পণ্যের উচ্চমূল্যের প্রভাবও মোকাবিলা করছেন। সেকার বলেন, ‘বিক্ষোভের ডাক দেওয়া শিক্ষার্থীদের সুরক্ষা দেওয়ার উদ্দেশেই আমি বাড়ি থেকে এখানে এসেছি।’

তিনি বলেন, ‘যেসব পুলিশ কর্মকর্তা তাদের গায়ে হাত দেবেন এবং ধরে নিয়ে যাবেন, আমি তাদের খুঁজে বের করব। শিক্ষার্থীদের রক্ষায় সবার আগে আমিই এগিয়ে যাব।’ পুলিশ জানায়, বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রায় ১৪ হাজার পুলিশ সদস্যের পাশাপাশি সেনাসদস্যদের মোতায়েন করা হয়েছে। বিক্ষোভের আয়োজক কমিটি নিজেদের নাম দিয়েছে ‘সাদার’। ইন্দোনেশীয় ভাষায় শব্দটির অর্থ ‘সচেতন’। কমিটির ভাষ্য, ‘ঘোষিত বিপ্লবকে সামনে রেখে এই কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে।

বিক্ষোভকারীরা দাবি জানিয়েছেন, বিস্তীর্ণ দ্বীপপুঞ্জজুড়ে দাবানল মোকাবিলায় অতিরিক্ত

সম্পদ ও তহবিল ব্যবহারের সুযোগ তৈরি করতে সরকারকে জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে হবে।

শাহজালালে দুই যাত্রীর কাছ থেকে ২৪ কোটি টাকার স্বর্ণের পেস্ট উদ্ধার

জানায়, উদ্ধার করা পেস্টের মোট ওজন ১২ কেজি। প্রাথমিক পরীক্ষায় এর বিশুদ্ধতা ২৪ ক্যারেট বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। জন্দ করা স্বর্ণের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ২৪ কোটি টাকা। এ ঘটনায় দুই যাত্রীর বিরুদ্ধে কাস্টমস আইন, ২০২৩ এবং ফৌজদারি আইনে মামলা দায়েরের কার্যক্রম চলছে বলে জানিয়েছে ঢাকা কাস্টমস হাউস।

নাইজেরিয়ায় ইসলামি বক্তাকে গুলি করে হত্যা

বক্তাদের হত্যার পেছনে সশস্ত্র গোষ্ঠী বোকো হারামের সংশ্লিষ্টতার ঘটনাও রয়েছে। ২০০৯ সালে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করা গোষ্ঠীটি তাদের মতাদর্শ ও কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করায় কয়েকজন ধর্মীয় বক্তাকে লক্ষ্যবস্তু করেছিল। বোকো হারাম পশ্চিমা সংস্কৃতি, শিক্ষা ও নাইজেরিয়ার ধর্মনিরপেক্ষ সরকারব্যবস্থার বিরোধিতা করে এবং একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অনুসরণ করে। নাইজেরিয়ায় কয়েক দশক ধরে জাতিগত ও ধর্মীয় সহিংসতা চলছে। গত ২৫ বছরে দেশটিতে হাজারো মুসলিম ও খ্রিষ্টান নিহত হয়েছেন।

গায়ক ইন্দ্রনীল সেন গ্রেফতার

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) কার্যালয়ে প্রায় চার ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর বেরিয়ে আসার সময় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাকে কলকাতা পুলিশের সদর দপ্তর লালবাজারে নেওয়া হয়। তবে কোন মামলায় এবং কী অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সে বিষয়ে পুলিশের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

ইন্দ্রনীল সেন ও তার স্ত্রী মধুহুন্দা সেনের প্রতিষ্ঠিত মাস আর্ট নামের একটি সংস্থার বিরুদ্ধে দুর্গাপূজার ডোনার পাস বিক্রি করে বিপুল অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। এ ঘটনায় জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় নামের এক ব্যক্তি কলকাতার বউবাজার থানায় অভিযোগ করেন।

অভিযোগে বলা হয়েছে, কলকাতার ২৪টি উল্লেখযোগ্য দুর্গাপূজা দেখার সুযোগ দেওয়ার কথা বলে ‘প্রাটিনাম ফ্যামিলি ডোনার পাস’ বিক্রি করত মাস আর্ট। প্রতিটি পাসের দাম ছিল ৪ হাজার রুপি। পাস বিক্রির ক্ষেত্রে ইউনেসকোর নাম ও লোগো ব্যবহার করা হয়েছিল বলেও অভিযোগ রয়েছে।

অভিযোগকারীর দাবি, ইন্দ্রনীল সেন ও তার স্ত্রী ইউনেসকোর আনুষ্ঠানিক অংশীদার না হলেও নিজেদের ওই সংস্থার অংশীদার হিসেবে পরিচয় দিতেন। তবে এসব অভিযোগের বিষয়ে ইন্দ্রনীল সেনের বক্তব্য জানা যায়নি।

অভিযোগ অনুযায়ী, ২০২২ সালে ১৯ হাজার, ২০২৩ সালে ৩৪ হাজার এবং ২০২৪ সালে ৬১ হাজার ডোনার পাস বিক্রি করা হয়। এসব পাস বিক্রি থেকে ৬৫ থেকে ৭৮ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হয়েছিল বলে দাবি করেছেন অভিযোগকারী। তবে পাস বিক্রির সংখ্যা ও অর্থের পরিমাণ স্বাধীনভাবে যাচাই করা যায়নি।

এর আগে ইন্দ্রনীল সেনের কসবার বাসভবন, হুগলিতে তার খামারবাড়ি এবং তার ১৫ জন আত্মীয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি।

গ্রেপ্তার এড়াতে ইন্দ্রনীল সেন কলকাতা হাইকোর্টের পর ভারতের সুপ্রিম কোর্টেরও দ্বারস্থ হয়েছিলেন বলে জানা গেছে। তবে আদালত তাকে সুরক্ষা দেননি।

২০২১ সালের ১৫ ডিসেম্বর কলকাতার দুর্গাপূজাকে ‘ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ অব হিউম্যানিটি’ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে ইউনেসকো। এরপর আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কলকাতার দুর্গাপূজার পরিচিতি আরও বাড়ে। এই স্বীকৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার দাবি তুলে ডোনার পাস বিক্রিতে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে মাস আর্টের বিরুদ্ধে।

সাত বছরে ইসরাইলে কেন ছয় নির্বাচন?

করতে সক্ষম হয়নি।

ইসরাইলি পার্লামেন্ট নেসেটে এককভাবে সরকার গঠন করতে হলে কমপক্ষে ৬১টি আসনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু দেশটির ইতিহাসে কোনো রাজনৈতিক দলই কখনোই একা এই সংখ্যা অর্জন করতে পারেনি। ফলে রাজনৈতিক দলগুলোকে জোট গঠন করতে হয় এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো কার্যকর জোট গঠন করা সম্ভব না হলে দেশটিকে আবারও আগাম নির্বাচনের মুখোমুখি হতে হয়।

এই রাজনৈতিক সংকটের সূত্রপাত হয় ২০১৯ সালে। সে বছর অবিগড়োর লাইবারম্যান অতি-অর্থোডক্স ইহুদি পুরুষদের সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামূলক অন্তর্ভুক্তির বিল অপরিবর্তিতভাবে পাস না হওয়া পর্যন্ত নেতানিয়াহুর জোটে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানান। এর ফলে ওই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে পুনরায় নির্বাচন দিতে বাধ্য হয় দেশটিতে, যা শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিত বা ড্রতে পর্যবসিত হয়।

যুক্তরাজ্যে এক বছরে ২ লাখেরও বেশি মানুষ পেলেন নাগরিকত্ব

বছরগুলোতে কর্মসংস্থানভিত্তিক ভিসায় যুক্তরাজ্যে আসা ভারতীয়দের একটি বড় অংশ প্রয়োজনীয় বসবাসের সময় পূর্ণ করায় এই বৃদ্ধি ঘটেছে বলে প্রতিবেদনে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

হংকংয়ের নাগরিকেরা তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে উঠে এসেছেন। ২০২১ সালে চালু হওয়া ভিসা রুটের আওতায় যুক্তরাজ্যে আসা ব্যক্তিদের একটি বড় অংশ এখন সেটেলমেন্টের যোগ্যতার সময়সীমা পূরণ করেছেন।

চীনা নাগরিকদের ক্ষেত্রে সেটেলমেন্টের সংখ্যা আগের বছরের ৫ হাজার ৫৭০ থেকে বেড়ে ২১ হাজার ৩০০ হয়েছে। অর্থাৎ এক বছরে সংখ্যাটি প্রায় চার গুণ হয়েছে। হংকং ও চীনের নাগরিকদের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধির পেছনে রুটের আওতায় বসবাসকারী ব্যক্তিদের যোগ্যতা অর্জন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

এক বছরে ২ লাখ ৪৫ হাজারের বেশি ব্রিটিশ নাগরিকত্ব :

সেটেলমেন্টের পাশাপাশি ব্রিটিশ নাগরিকত্ব পাওয়ার সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে রয়েছে। হোম অফিসের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জুনে শেষ হওয়া ১২ মাসে মোট ২ লাখ ৪৫ হাজার ৫২০ জন ব্রিটিশ নাগরিকত্ব পেয়েছেন।

আগের বছরের তুলনায় এই সংখ্যা ৪ শতাংশ কম। তবে ২০০৫ সাল থেকে পাওয়া পরিসংখ্যানের সঙ্গে তুলনা করলে নাগরিকত্ব প্রদানের সংখ্যা এখনো তুলনামূলকভাবে বেশি।

এর মধ্যে ১ লাখ ৭১ হাজার ৪৩৫ জন নাগরিকত্ব পেয়েছেন ন্যাচারালাইজেশন প্রক্রিয়ায়। আগের বছরের তুলনায় এই সংখ্যা ৭ শতাংশ কম। ন্যাচারালাইজেশন

30 Oct - 05 November 2026
BANGLA POST 17

হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট শর্ত পূরণকারী প্রাপ্তবয়স্ক বিদেশি নাগরিক ব্রিটিশ নাগরিকত্ব অর্জন করতে পারেন।

অন্যদিকে, রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ায় ৭৪ হাজার ৮৫ জন ব্রিটিশ নাগরিকত্ব পেয়েছেন। আগের বছরের তুলনায় এই সংখ্যা প্রায় একই পর্যায়ে ছিল। শিশু এবং যুক্তরাজ্যের সঙ্গে নির্দিষ্ট আইনি সম্পর্ক থাকা ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ।

নাগরিকত্ব পাওয়ার ক্ষেত্রে কোন দেশের নাগরিকেরা এগিয়ে?

২০২৬ সালের জুনে শেষ হওয়া ১২ মাসে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব পাওয়ার ক্ষেত্রে ভারতীয় ও পাকিস্তানি নাগরিকেরা সবচেয়ে বড় দুটি জাতীয়তাভিত্তিক গোষ্ঠী ছিলেন। প্রকাশিত সরকারি পরিসংখ্যানে উল্লেখিত প্রধান দেশগুলোর সংখ্যা হলো: ভারত: ২৪ হাজার ৮৫১ জন, পাকিস্তান: ১৮ হাজার ৪৮৯ জন, ইতালি: ১২ হাজার ৬৯৮ জন, রোমানিয়া: ৮ হাজার ২৮৫ জন, পোল্যান্ড: ৮ হাজার ৯২ জন, ভারতীয় নাগরিকেরা নাগরিকত্ব পাওয়ার তালিকায় প্রথম স্থানে রয়েছেন। পাকিস্তানি নাগরিকেরা দ্বিতীয় স্থানে। দুই দেশের নাগরিকদের একটি বড় অংশ আগে যুক্তরাজ্যে বৈধভাবে বসবাস করেছেন, সেটেলমেন্ট পেয়েছেন এবং পরে নাগরিকত্বের যোগ্যতা পূরণ করেছেন।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের নাগরিকদের মধ্যে ইতালীয়রা সর্বোচ্চসংখ্যক ব্রিটিশ নাগরিকত্ব পেয়েছেন। এরপর রয়েছেন রোমানিয়ান ও পোলিশ নাগরিকেরা। ২০১৮ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন সেটেলমেন্ট স্কিম চালু হওয়ার পর থেকে এসব দেশের নাগরিকদের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মানুষ যুক্তরাজ্যে স্থায়ী বসবাসের মর্যাদা পেয়েছেন। তাঁদের অনেকে পরবর্তী সময়ে নাগরিকত্বের জন্য যোগ্য হয়েছেন। এখানেও উল্লেখ করা সংখ্যাগুলো পুরো ১২ মাসের হিসাব, শুধু এপ্রিল থেকে জুনের নয়।

সেটেলমেন্ট ও নাগরিকত্বের মধ্যে পার্থক্য কী?

যুক্তরাজ্যের অভিবাসনব্যবস্থায় সেটেলমেন্ট এবং ব্রিটিশ নাগরিকত্ব দুটি পৃথক আইনি মর্যাদা।

সেটেলমেন্ট বা ওখজ পাওয়া মানে একজন ব্যক্তি যুক্তরাজ্যে অনির্দিষ্টকাল বসবাসের অনুমতি পেয়েছেন। তবে এর অর্থ এই নয় যে তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্রিটিশ নাগরিক হয়ে গেছেন।

অন্যদিকে, ব্রিটিশ নাগরিকত্ব অর্জনের পর একজন ব্যক্তি যুক্তরাজ্যে অভিবাসন নিয়ন্ত্রণের অধীন না থেকে বসবাস ও কাজ করার অধিকার পান এবং যোগ্য হলে ব্রিটিশ পাসপোর্টের জন্য আবেদন করতে পারেন।

অনেক অভিবাসী প্রথমে কর্মসংস্থান, পরিবার অথবা অন্য কোনো বৈধ অভিবাসন রুটে যুক্তরাজ্যে আসেন। এরপর নির্ধারিত সময়ের বসবাস ও অন্যান্য শর্ত পূরণ করে সেটেলমেন্ট পান। পরবর্তী পর্যায়ে প্রযোজ্য শর্ত পূরণ করলে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেন।

তবে সব ক্ষেত্রে এই পথ একই নয়। শিশুদের রেজিস্ট্রেশন, নির্দিষ্ট পারিবারিক পরিস্থিতি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন সেটেলমেন্ট স্কিমের আওতায় থাকা ব্যক্তিদের জন্য আলাদা বিধান প্রযোজ্য হতে পারে।

পরিসংখ্যান কী ইঙ্গিত দিচ্ছে?

হোম অফিসের সর্বশেষ বার্ষিক পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায়, যুক্তরাজ্যে সেটেলমেন্ট পাওয়া মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। বিশেষ করে কর্মসংস্থানভিত্তিক ভিসায় আসা ভারতীয় নাগরিক এবং ইয(ঙ) রুটের আওতায় থাকা হংকংয়ের নাগরিকদের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি লক্ষণীয়।

অন্যদিকে, ব্রিটিশ নাগরিকত্বের সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় সামান্য কমলেও তা ঐতিহাসিকভাবে উচ্চ পর্যায়ে রয়েছে। ভারতীয় ও পাকিস্তানি নাগরিকেরা নাগরিকত্ব পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান দুটি গোষ্ঠী হিসেবে রয়েছেন।

তবে এসব সংখ্যা থেকে যুক্তরাজ্যে মোট অভিবাসীর সংখ্যা, নতুন আগত মানুষের সংখ্যা অথবা কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দেশটিতে বসবাসকারী বিদেশি নাগরিকের মোট সংখ্যা সরাসরি নির্ধারণ করা যায় না। কারণ সেটেলমেন্ট ও নাগরিকত্ব সাধারণত পূর্ববর্তী বছরগুলোতে যুক্তরাজ্যে আসা ব্যক্তিদের অভিবাসনযাত্রার পরবর্তী ধাপ।

ইমিগ্রেশন আইনে কঠোর পরিবর্তনের

সামান্য ভুলের জন্যও ভিসা বাতিল কিংবা আবেদন সরাসরি খারিজ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি এখন বহুগুণ বেড়ে গেছে।

কী এই নতুন কঠোর পরিবর্তন?

হোম অফিসের প্রকাশিত সাম্প্রতিক নির্দেশিকা অনুযায়ী, অভিবাসন আইন বা ভিসার শর্ত লঙ্ঘনের ইতিহাস রয়েছে কি না, তা এখন অত্যন্ত নিবিড়ভাবে খতিয়ে দেখা হবে। অতীতে ছোটখাটো ভুল বা অনিচ্ছাকৃত বিলম্বকে অনেক সময় নমনীয় দৃষ্টিতে দেখা হলেও, নতুন নিয়মে তা কঠোর হাতে দমনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

রিপোর্টিং অ্যাপয়েন্টমেন্টে অনুপস্থিতি:

হোম অফিসের নির্ধারিত চেক-ইন, ইন্টারভিউ কিংবা রিপোর্টিং অ্যাপয়েন্টমেন্টে কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া অনুপস্থিত থাকলে তা সরাসরি ‘সুটাবিলিটি ব্রিচ’ বা আইনের লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য হবে।

ভিসার শর্ত লঙ্ঘন :

অতীতে অল্প সময়ের জন্য ওভারস্টেট করার রেকর্ড বা কাজের শর্ত ভঙ্গ করার ঘটনাগুলো বর্তমানের যেকোনো নতুন ভিসা বা সেটেলমেন্ট অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

ভুল তথ্য বা অসংগতি : ভিসা আবেদনে প্রদান করা তথ্য এবং পূর্ববর্তী রেকর্ডের মধ্যে সামান্য অমিল বা অসত্য তথ্য পাওয়ার প্রমাণ মিললে আবেদন প্রত্যাখ্যান তো বটেই, এমনকি ভবিষ্যতে যুক্তরাজ্যে প্রবেশে দীর্ঘমেয়াদী নিষেধাজ্ঞাও আসতে পারে। অভিবাসী সমাজ ও আইনি মহলে উদ্বেগ :

হোম অফিসের এই আকস্মিক কড়াকড়িতে চরম উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন যুক্তরাজ্যে বসবাসরত হাজার হাজার অভিবাসী, শিক্ষার্থী ও কর্মীরা। অভিবাসন আইনজীবীদের মতে, অনেক সময় ভাষা না বোঝা, প্রশাসনিক জটিলতা বা অজান্তে ঘটা ছোট ভুলে মানুষ আইনি মারপ্যাঁচে পড়ে যান। নতুন এই কঠোর নিয়মের ফলে লাখে লাখে আবেদনকারীর ভবিষ্যৎ আইনি অনিশ্চয়তার মুখে পড়তে পারে। আইনজীবীরা ও অভিবাসী অধিকার সংগঠনগুলো বর্তমান পরিস্থিতিতে কিছু জরুরি সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছেন: ডকুমেন্টেশন ও সময়সীমা: ভিসা এজ্ঞাযারি ডেট এবং হোম অফিসের যেকোনো নোটিশ বা রিপোর্টিং ডেট অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ট্র্যাক করতে হবে।

পেশাদার পরামর্শ: যেকোনো জটিলতা এড়াতে আবেদন জমা দেওয়ার আগে অবশ্যই সার্টিফাইড ইমিগ্রেশন অ্যাডভাইজার বা ল ইয়ারের সহায়তা নেওয়া উচিত।

যুক্তরাজ্য সরকার একদিকে সীমান্ত সুরক্ষা ও অবৈধ অভিবাসন রোধের কথা বললেও, এই কড়াকড়ির খাঁড়া শেষ পর্যন্ত বৈধভাবে বসবাসকারী সাধারণ অভিবাসীদের ওপরও বাড়তি মানসিক চাপ তৈরি করছেড়এ নিয়ে এখন ওয়েস্টমিনস্টারের অন্দরেও গুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক।

শীতকালে মুমিনের করণীয় বিশেষ ১০ আমল

পোস্ট ডেস্ক : শীতকাল মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিনের জন্য এক বিশেষ নেয়ামত। এ ঋতু যেমন প্রকৃতিকে নতুন রূপে সাজায়, তেমনি একজন মুমিনের জন্য ইবাদত-বন্দেগিতে মনোযোগী হওয়া এবং নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনেরও অনন্য সুযোগ এনে দেয়।

শীতের দীর্ঘ রাত মুমিনকে তাহাজ্জুদ ও নফল ইবাদতের সুযোগ করে দেয়, আর ছোট দিনগুলো নফল রোজা রাখাকে তুলনামূলক সহজ করে তোলে। এ ছাড়া শীতের কনকনে ঠাণ্ডায় অজু-গোসলের কষ্ট সহ্য করে ইবাদত করা, ফজর ও এশার নামাজ যথাসময়ে আদায় করা এবং অসহায় শীতार्ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মধ্যেও রয়েছে অনেক সওয়াবের হাতছানি।

তাই শীতের অলসতা, দীর্ঘ রাতের অবহেলা কিংবা আরামের মোহে ইবাদতে শৈথিল্য না দেখিয়ে এ ঋতুকে কাজে লাগানো উচিত আত্মশুদ্ধি, ইবাদত বৃদ্ধি, কোরআন তিলাওয়াত, জিকির-আজকার, দান-সদকা এবং মানবসেবায়। শীতকালকে মুমিনের ইবাদতের বসন্তে পরিণত করতে পারে এমন ১০টি গুরুত্বপূর্ণ আমল তুলে ধরা হলো।

এক. খাবারের আধিক্যের কারণে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা

শীতকালে প্রচুর পরিমাণে শাক-সবজি ও ফলমূল পাওয়া যায়। এটি আল্লাহ তাআলার অশেষ দান। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ‘মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ করুক। আমি তো অঝোর ধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করেছি। অতঃপর মাটিকে বিদীর্ণ করেছি। আর তাতে উৎপন্ন করেছি শস্যাদি, আড়ুর, শাক-সবজি, জলপাই, খেজুর, বহু বৃক্ষবিশিষ্ট বাগান, ফলফলাদি ও ঘাস। এসব তোমাদের ও তোমাদের পালিত পশুকুলের জীবনধারণের জন্য।’ (সূরা : আবাসা : আয়াত ২৪-৩২)

দুই. শীতবস্ত্রের জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা

পোশাক আল্লাহর বিশেষ দান ও অনুগ্রহ। আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে পোশাকের মাধ্যমে সম্মানিত ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন।

প্রচণ্ড শীত থেকে বাঁচার জন্য মহান আল্লাহ বিশেষ পোশাক দান করেছেন। তাই এই ঋতুতে তাঁর বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে। পবিত্র কোরআনে এসেছে, ‘...আর আল্লাহ তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন পরিধেয় বস্ত্রের; তা তোমাদের তাপ থেকে রক্ষা করে এবং তিনি ব্যবস্থা করেন তোমাদের জন্য বর্মের, তা তোমাদের যুদ্ধে রক্ষা করে...’ (সূরা : নাহল, আয়াত : ৮১) তিন. বেশি বেশি নফল রোজা রাখা শীতকালে দিন থাকে খুবই ছোট। শীতকালে রোজা রাখলে দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকতে হয় না। তাই এই ঋতুতে সম্ভব হলে বেশি বেশি রোজা রাখবে। আমের ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, শীতল গনিমত হচ্ছে শীতকালে রোজা রাখা। (তিরমিজি : ৭৯৫)

চার. শীতार्ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো ষড়ঋতুর দেশ বাংলাদেশে বছর ঘুরে আসে শীত-শৈত্যপ্রবাহ। হাড়-কাঁপানো শীতে নাকাল হয়ে পড়ে দরিদ্র ও হিন্দ্রমূল মানুষ। শীতार्তসহ বিপন্ন সব মানুষের পাশে দাঁড়ানো ইসলামের আদর্শ। মহান



আল্লাহ বলেন, ‘আত্মীয়-স্বজনকে দাও তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। আর কিছুতেই অপব্যয় করো না।’ (সূরা : বানি ইসরাঈল, আয়াত : ২৬)

পাঁচ. শীতকালে বিশেষভাবে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায়

শীতকালে রাত অনেক লম্বা হয়। কেউ চাইলে পূর্ণরূপে ঘুমিয়ে আবার শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়তে সক্ষম হতে পারে। মহান আল্লাহ ঈমানদারদের গুণাবলি সম্পর্কে বলেন, ‘তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা থাকে। তারা তাদের রবকে ডাকে ভয়ে ও আশায় এবং আমি তাদের যে রিজিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে।’ (সূরা : সাজদাহ, আয়াত : ১৬)

ছয়. অজু ও গোসলের ব্যাপারে সচেতন হওয়া

শীতকালে মানুষের শরীর শুষ্ক থাকে। তাই যথাযথভাবে ধৌত না করলে অজু-গোসল ঠিকমতো আদায় হয় না। মহানবী (সা.) ইরশাদ করেছেন, অজু করার সময় পায়ের গোড়ালি যেসব স্থানে পানি পৌঁছেনি সেগুলোর জন্য জাহান্নাম। তাই তোমরা ভালোভাবে অজু করো। (মুসলিম, হাদিস : ৪৫৮)

সাত. মোজার ওপর মাসেহ করা এ ক্ষেত্রে নিয়ম হলো, অজু করে মোজা পরিধান করবে। মুকিম ব্যক্তির জন্য পরবর্তী এক দিন পর্যন্ত যতবার অজুর প্রয়োজন, তাতে পা ধোয়ার প্রয়োজন হবে না, বরং তিন আঙুল পরিমাণ মোজার ওপর মাসেহ করে নিলেই চলবে। মুসাফিরের জন্য এ সুযোগ তিন দিন পর্যন্ত। অসংখ্য হাদিস শরিফে রাসুল (সা.)-এর অনুরূপ আমলের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। (রাদ্দুল মুহতার : ১/২৬০)।

তবে এখানে একটি ভুল ধারণার নিরসন প্রয়োজন। অনেকেই মনে করেন, সব

মোজার ওপরই মাসেহ করা যায়, যেমন-সুতি, নাইলনের মোজা ইত্যাদির ওপর মাসেহ বৈধ নয়; বরং মোজার ওপর মাসেহ করার জন্য এটি এমন চামড়ার মোজা হতে হবে, যা টাখনু পর্যন্ত ঢেকে ফেলে অথবা চামড়ার মোজার গুণে গুণাবিত-এমন মোজা হতে হবে। আর মোজার ওপর মাসেহ করা জরুরি নয়, বরং এটি বৈধ ও অবকাশমূলক বিষয়।

আট. মুখ ঢেকে নামাজ পড়বে না নামাজে কোনো ওজর ছাড়া মুখ ঢেকে রাখা মাকরুহ। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) সালাতের সময় কাপড় ওপর থেকে নিচের দিকে ঝুলিয়ে দিতে ও মুখ ঢেকে রাখতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ, হাদিস : ৬৪৩)।

তাই নামাজ অবস্থায় বিনা ওজরে রুমাল বা চাদর ইত্যাদি দিয়ে মুখ ঢেকে রাখবে না। (রাদ্দুল মুহতার : ১/৬৫২)

নয়. শীতকালে জাহান্নাম থেকে বেশি বেশি মুক্তি চাওয়া

শীত-গ্রীষ্মের হাদিসে বর্ণিত ব্যাখ্যা হলো, শীত ও গ্রীষ্মের তীব্রতা আসে জাহান্নামের নিঃশ্বাস থেকে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, জাহান্নাম তার রবের কাছে অভিযোগ করে বলে, হে রব, আমার এক অংশ অন্য অংশকে খেয়ে ফেলেছে। মহান আল্লাহ তখন তাকে দুটি নিঃশ্বাস ফেলার অনুমতি দেন। একটি নিঃশ্বাস শীতকালে, আরেকটি গ্রীষ্মকালে। কাজেই তোমরা গরমের তীব্রতা এবং শীতের তীব্রতা পেয়ে থাকো। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩২৬০)।

সুতরাং তীব্র শীতে জাহান্নামের কথা স্মরণ করে মহান আল্লাহর কাছে জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাওয়া উচিত।

দশ. শীতকালে গাছের পাতা ঝরে পড়ার দৃশ্য দেখে শিক্ষা গ্রহণ

শীতে গাছপালার পাতা ঝরে যাওয়া থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার তাগিদ এসেছে হাদিস শরিফে। রাসুলুল্লাহ (সা.) একটি শুকনা পাতাবিশিষ্ট গাছের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর লাঠি দিয়ে তাতে আঘাত করলে হঠাৎ পাতাগুলো ঝরে পড়ে। অতঃপর তিনি বলেন, কোরো বান্দা ‘আলহামদু লিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ এবং লাইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার’ বললে তা তার গুনাহ এরূপভাবে ঝরিয়ে দেয় যেভাবে এই গাছের পাতা ঝরে পড়েছে। (তিরমিজি : ৩৫৩৩)

মহান আল্লাহ আমাদের আমল করার তাওফিক দান করুন।

ভালো কথা বলতে না পারলে চুপ থাকাই শ্রেয়

পোস্ট ডেস্ক : মানুষ যখন কথা বলতে চায়, তখন তার উচিত কথা বলার আগে চিন্তা করা। যদি সে বুঝতে পারে যে তার কথার ফলে কোনো অনিষ্ট সৃষ্টি হবে না এবং কোনো হারাম বা মাকরুহ কাজে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা নেই, তাহলে সে কথা বলতে পারে।

তবে কথাটি যদি শুধু মুবাহ বা বৈধ পর্যায়ের হয়, তাহলে নীরব থাকাই বেশি নিরাপদ। কারণ কোনো বৈধ কথা কখনো কখনো মানুষকে হারাম বা মাকরুহ কথার দিকে নিয়ে যেতে পারে।

ভালো কথা বলা এবং মন্দ কথা থেকে নীরব থাকা মুমিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা নীরব থাকে।’

’ (বুখারি, হাদিস : ৬০১৮)

মানুষ কখনো এমন একটি মন্দ কথা বলে ফেলে, যা তার ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই বান্দা কখনো আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হয়-এমন কথা বলে ফেলে, অথচ সে কথাটিকে তেমন গুরুত্বও দেয় না; কিন্তু সেই কথার কারণে সে জাহান্নামে পতিত হয়।’ (বুখারি, হাদিস : ৬৪৭৮)

অন্য হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই কোনো ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হয়-এমন কথা বলে, অথচ সে তাতে কোনো দোষ মনে করে না। ফলে সেই কথার কারণে সে জাহান্নামের আগুনে ৭০ বছর দূরত্ব পর্যন্ত পতিত হয়।’

’ (তিরমিজি, হাদিস : ২৩১৪)

কথা পাঁচ প্রকার

ইসলামী বিধানের দৃষ্টিতে কথা পাঁচ ভাগে বিভক্ত-

১. ওয়াজিব বা অবশ্যকরণীয় কথা। যেমন-আবশ্যকীয় জিকির আদায় করা। নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সাক্ষ্য প্রদান করা, যখন তা তার ওপর অপরিহার্য হয়ে যায়।

২. মুস্তাহাব বা পছন্দনীয় ও সওয়াবের কাজ। যেমন-সকাল-সন্ধ্যার জিকির পাঠ করা।

৩. হারাম বা নিষিদ্ধ কথা। যেমন-মিথ্যা বলা, গিবত করা, চোগলখুরি করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।

৪. মাকরুহ বা অপছন্দনীয় কথা। যেমন-এমন কথা বলা, যার পেছনে কোনো উপকারের আশা নেই। এমন বিষয়ে কথা বলা, যা মানুষের নিজের প্রয়োজন বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট নয়।

৫. মুবাহ বা বৈধ কথা। যেমন-জীবিকা, দৈনন্দিন কাজকর্ম ও দুনিয়াবি প্রয়োজন সম্পর্কে বৈধ কথা বলা।

নীরবতাও পাঁচ প্রকার

কথা বলার মতো নীরবতাও পাঁচ ভাগে বিভক্ত-ওয়াজিব, মুস্তাহাব, হারাম, মাকরুহ ও মুবাহ।

১. ওয়াজিব নীরবতা : মিথ্যা, গিবত এবং মানুষের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টিকারী কথা থেকে বিরত থাকা।

২. মুস্তাহাব নীরবতা : এমন অনেক বিষয় নিয়ে কথা বলা থেকে বিরত থাকা, যা মানুষের নিজের প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত নয়।

৩. হারাম নীরবতা : যখন সাক্ষ্য দেওয়া অপরিহার্য, তখন সাক্ষ্য গোপন করা; অথবা যখন অন্যায় প্রতিরোধ করা ব্যক্তির ওপর অপরিহার্য হয়ে যায়, তখন তা প্রতিরোধ না করে নীরব থাকা।

৪. মাকরুহ (অপছন্দনীয়) নীরবতা : আল্লাহর জিকির ছাড়া মসজিদে বসে থাকা। যদিও শুধু নীরবে মসজিদে বসে থাকাও বৈধ।

৫. মুবাহ নীরবতা : বিশ্রাম নেওয়া বা অবসর সময়ে মানসিক প্রশান্তির জন্য নীরব থাকা।

কাজেই যেখানে কথা বলা আবশ্যিক বা পছন্দনীয়, সেখানে কথা বলতে হবে। আর যেখানে নীরব থাকা আবশ্যিক বা পছন্দনীয়, সেখানে নীরব থাকতে হবে।

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সূর্যদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
৩০.১০.২৬ শুক্রবার	5:31	6:48	01:00	2:48	4:47	07:30
৩১.১০.২৬ শনিবার	5:32	6:49	12:45	2:47	4:46	07:30
০১.১১.২৬ রবিবার	5:34	6:51	12:45	2:45	4:44	07:30
০২.১১.২৬ সোমবার	5:36	6:53	12:45	2:43	4:42	07:30
০৩.১১.২৬ মঙ্গলবার	5:38	6:55	12:45	2:42	4:40	07:30
০৪.১১.২৬ বুধবার	5:38	6:56	12:45	2:40	4:38	07:30
০৫.১১.২৬ বৃহস্পতিবার	5:40	6:58	12:45	2:38	4:37	07:30

► নামায সম্পন্ন এই সময়সূচী লভনের জন্য প্রযোজ্য।

মুখ খুললেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক



পোস্ট ডেস্ক : ২০২৬ উত্তর আমেরিকা বিশ্বকাপ ফাইনালে স্পেনের কাছে ১-০ গোলে হারের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল নানা ধরনের ষড়যন্ত্র তত্ত্ব। আর্জেন্টিনার হার নিয়ে প্রশ্ন তোলায় পাশাপাশি নানা গুঞ্জনও ছড়িয়েছিল। তবে সেসবকে একেবারেই পাশা দিচ্ছেন না আর্জেন্টিনা অধিনায়ক ক্রিস্তিয়ান ‘কুতি’ রোমেরো। বরং তার মতে, স্পেনই ছিল শিরোপার যোগ্য দল।

মঙ্গলবার (২৭ অক্টোবর) টিওয়াইসি স্পোর্টসের এক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা যায়।

রোমেরোর দাবি, ফাইনালে সন্দেহজনক কিছুই ঘটেনি। তিনি বলেন, ‘ফাইনালে কিছুই ঘটেনি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এমন জায়গা, যেখানে কেউ একটা বোকামিপূর্ণ কথা লিখলেও সেটি মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যেতে পারে। স্পেন নিজেদের কাজ ঠিকঠাক করেছে। আমরা কোনোমতে টিকে গিয়েছিলাম। এটাকে অলৌকিক ঘটনা বলব কি না জানি না, তবে পুরো বিশ্বকাপটাই আমাদের জন্য শারীরিকভাবে কঠিন ছিল। আমাদের কয়েকজন খেলোয়াড় শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতেই হিমশিম খেয়েছে, আমিও তাদের একজন।’

মেসির সঙ্গে জাতীয় দলে কাটানো সময়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধার কথা জানিয়েছেন রোমেরো। আর্জেন্টিনার অধিনায়ক বলেন, ‘মেসির বিদায়ের পর তার সঙ্গে আর কথা হয়নি। জাতীয় দলে একসঙ্গে থাকার সময় আমাদের কথা হতো। এখনো বিষয়টি আমাদের কাছে কিছুটা অদ্ভুত লাগে।’

ইনজুরির তালিকাটাও বেশ দীর্ঘ ছিল বলে জানিয়েছেন রোমেরো। তিনি বলেন, ‘পুরো টুর্নামেন্টজুড়েই আমাদের ইনজুরির সঙ্গে লড়াই হয়েছে। আমরা লিয়ান্দ্রো পারদেসকে পেয়েছি পাঁজরের চোট নিয়ে, যা নিয়ে কেউ কথাই বলে না। আমি নিজে ইংল্যান্ড ম্যাচের পর টেন্ডনের চোটের কারণে অনুশীলনই করতে পারিনি। লিচাও একই অবস্থায় ছিল, মলিও তাই। টাগলিয়াফিকোও কোনোমতে ফিট ছিল। আর দিবু খেলেছে ভাঙা আঙুল নিয়ে। আমরা আমাদের সর্বশ্রম উজাড় করে দিয়েছিলাম।’

সামাজিক মাধ্যমে সমালোচনা কিংবা নানা ধরনের মন্তব্য নিয়েও খুব একটা ভাবতে রাজি নন রোমেরো। নিজের পারফরম্যান্স ও দলের জন্য সর্বোচ্চটা দেওয়া কেই তিনি গুরুত্ব দিচ্ছেন।

‘কী বলা হচ্ছে তাতে আমার কিছু যায় আসে না। যতক্ষণ আমি নিজের কাছে পরিস্কার আছি এবং শেষ মিনিট পর্যন্ত নিজের সবটুকু দিয়েছি, সেটাই আমাকে সন্তুষ্ট দেয়’, বলেন তিনি।

এরপর সামাজিক মাধ্যমের কনটেন্টনির্ভর সমালোচকদেরও একহাত নেন

রোমেরো। তিনি বলেন, ‘মানুষ কী বলছে, কিংবা কোনো পরিচিত ব্যক্তি যে কিনা কনটেন্ট বানাতে চায়, সে বাইরে গিয়ে খেলোয়াড়দের নিয়ে খারাপ কথা বলবে-আমরা ওইসব বাজে জিনিসে কান দিই না। গত ছয়-সাত বছর ধরে এই জাতীয় দলের সঙ্গে থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এই পুরো সময়ে আমরা সবসময় নিজেদের সেরাটাই দিয়েছি।’

বিশ্বকাপের আগে রোমেরোর চোট নিয়েও আর্জেন্টিনা শিবিরে তৈরি হয়েছিল বড় শঙ্কা। সেই কঠিন সময়ের কথা স্মরণ করে কোচ লিওনেল স্কাোলিনির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন তিনি। রোমেরো বলেন, ‘সবার আগে আমি স্কাোলিনিকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে দলে রাখার জন্য। কারণ অন্য কোনো কোচ হলে হয়তো শুরুতেই আমাকে বাদ দিয়ে দিতেন। তিনি আমার ওপর ভরসা রেখেছিলেন।’

হাঁটুর চোট পাওয়ার পর বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার আশঙ্কায় কেঁদে ফেলেছিলেন বলেও জানান এই ডিফেন্ডার। তিনি বলেন, ‘আমার যখন হাঁটুতে চোট লাগে, তখন আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। আমার মাথায় প্রথম যে বিষয়টি এসেছিল, তা হলো আমি বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাচ্ছি। আমার মনে হয়েছিল চোটটা আরও অনেক বেশি গুরুতর। তবে দুই দিন পর যখন স্ক্যান করানো হলো, দেখা গেল সেটি লিগামেন্টের সমস্যা। সবকিছু বিবেচনা করলে আমি শেষ ষোলো বা কোয়ার্টার ফাইনালে ফিট হয়ে উঠতে পারবো।’

ব্যালন ডি’অর ও সুপার ব্যালন ডি’অর নিয়ে নিজের মতামত জানাতে গিয়ে পুরস্কার নির্বাচনের বর্তমান প্রক্রিয়া নিয়েও কটাক্ষ করেছেন রোমেরো। তার মতে, বর্তমানে পুরস্কার দেওয়ার ক্ষেত্রে মাঠের পারফরম্যান্সের পাশাপাশি বিপণন ও জনপ্রিয়তার প্রভাবও রয়েছে। রোমেরো বলেন, ‘এখন পুরস্কারটা কিছুটা বিপণননির্ভর হয়ে গেছে। সম্ভবত যার ইনস্টাগ্রামে অনুসারী বেশি, তাকেই দেওয়া হবে, হা হা! আগে গ্যালারিতে বসে একটি ম্যাচ দেখলেই বোঝা যেত, লিও কী করছে। তার সঙ্গে কারও তুলনাই হতো না। সে কারণেই সে সর্বকালের সেরা।’

তিনি আরও বলেন, ‘সাম্প্রতিক সময়ে এমন একটা ধারণা তৈরি হয়েছে যে, যে চ্যাম্পিয়নস লিগ কিংবা বিশ্বকাপ জিতবে, পুরস্কারটাও তার পাওয়া উচিত। কিন্তু মেসি মাঠে যা করে এবং যে প্রভাব তৈরি করে, অন্য কাউকে তা করতে আমি দেখিনি।’

মেসিকে বাদ দিয়ে কাকে এই পুরস্কার দেওয়া উচিত-এমন প্রশ্নের জবাবেও নিজের অবস্থান পরিষ্কার করেছেন রোমেরো। তার সরাসরি উত্তর, ‘মেসিকেই। যদিও সেটা সম্ভব নয়, তবুও আমি তাকেই দেব।’

২৫ বছরের প্রতীক্ষার অবসান

ব্যালন ডি’অর জিতলেন ইংলিশ তারকা হারি কেইন

পোস্ট ডেস্ক : ইংল্যান্ড ফুটবলের দীর্ঘ আড়াই দশকের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে ২০২৬ সালের মর্যাদাপূর্ণ ব্যালন ডি’অর পুরস্কার জিতেছেন বায়ার্ন মিউনিখ ও ইংল্যান্ড জাতীয় দলের অধিনায়ক হ্যারি কেইন। সোমবার রাতে লন্ডনে অনুষ্ঠিত জমকালো এক অনুষ্ঠানে ফুটবলের এই ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ সম্মাননা তার হাতে তুলে দেওয়া হয়। এর আগে ২০০১ সালে সর্বশেষ কোনো ইংলিশ ফুটবলার হিসেবে মাইকেল ওয়েন ব্যালন ডি’অর জিতেছিলেন। দীর্ঘ ২৫ বছর পর কেইনের এই জয়ে পুরো ইংল্যান্ডজুড়ে বইছে আনন্দের জোয়ার। দুর্দান্ত এক মৌসুম ও রূপকথার অর্জন ৩৩ বছর বয়সী হ্যারি কেইনের জন্য

বিগত মৌসুমটি কেটেছে স্বপ্নের মতো। ক্লাব বায়ার্ন মিউনিখ এবং জাতীয় দল ইংল্যান্ডের জার্সিতে পুরো মৌসুমে অবিশ্বাস্য ছন্দে ছিলেন তিনি। পরিসংখ্যান বলছে, ক্লাব ও দেশ মিলিয়ে বিগত মৌসুমে ৬৫ ম্যাচে ৭৩টি গোল করে বিশ্ব ফুটবলে নিজের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন এই স্ট্রাইকার। কেইনের জাদুকরী পারফরম্যান্সে ভর করেই বায়ার্ন মিউনিখ জিতেছে বুন্ডেসলিগা, জার্মান কাপ ও সুপার কাপের শিরোপা। শুধু তাই নয়, জাতীয় দলের জার্সিতেও তিনি ছিলেন সমান উজ্জ্বল। চলতি বছরের বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডকে তৃতীয় স্থানে পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং

যে কারণে জরিমানা শুনলো বার্সেলোনা

পোস্ট ডেস্ক : আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড হলিয়ান আলভারেজের সঙ্গে নিয়মবহির্ভূতভাবে যোগাযোগের অভিযোগে বার্সেলোনাকে ৫০৩ পাউন্ড (প্রায় ৮৪ হাজার টাকা) জরিমানা করেছে স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন। অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের করা আনুষ্ঠানিক অভিযোগের ভিত্তিতে এই শাস্তি দেয়া হয়েছে। অ্যাটলেটিকোর অভিযোগ ছিল, বার্সেলোনা ক্লাব কর্তৃপক্ষ আগে থেকে কোনো লিখিত নোটিশ না দিয়েই তাদের স্ট্রাইকার আলভারেজের সঙ্গে

আলভারেজ। তবে দেপোর্তিভো লা করুনার বিপক্ষে গত ম্যাচে জয়সূচক গোল করে সমর্থকদের অভিবাদন পান তিনি। এ জয়ের সুবাদে দিয়েগো সিমিওনের দল পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষে থাকা বার্সার সঙ্গে মাত্র দুই পয়েন্ট ব্যবধানে চলে এসেছে। ম্যাচ শেষে সমর্থকদের কাছে নিজের ভুল স্বীকার করে আলভারেজ বলেন, ‘গ্রীষ্মকালে বার্সেলোনা নিয়ে করা আমার মন্তব্যটি ভুল ছিল। ভক্তরা কেন ক্ষুব্ধ, আমি তা সম্পূর্ণ বুঝতে পারি। আমি সমর্থক হলেও রাগ করতাম, বিশেষ করে



যোগাযোগ করে। ক্লাবটির সঙ্গে ২৬ বছর বয়সী এই তারকার বর্তমান চুক্তি রয়েছে ২০৩০ সালের জুন পর্যন্ত। এ বিষয়ে মাদ্রিদের ক্লাবটি ফিফার কাছেও অভিযোগ জানায়। তবে ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণ সংস্থাটি জানায়, এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার কোনো এখতিয়ার তাদের নেই। চলতি মৌসুমে অ্যাটলেটিকোর কিছু সমর্থকের কাছ থেকে দুয়ের মুখে পড়েন

তারা যেভাবে আমাকে সমর্থন দিয়ে আসছে।’ উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের আগস্টে ম্যানচেস্টার সিটি থেকে প্রায় ৮ কোটি ১৫ লাখ পাউন্ডের চুক্তিতে অ্যাটলেটিকোতে যোগ দেন আলভারেজ। সিটির জার্সিতে ১০৩ ম্যাচে ৩৬ গোল করার পর, মাদ্রিদের ক্লাবটির হয়ে ১১৫ ম্যাচে ৫১৬ গোল করেছেন এই আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড।



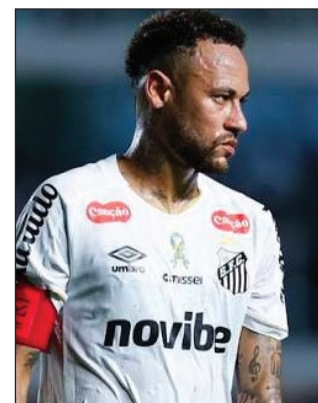
টুর্নামেন্টে ৬টি গোল করেন। স্ট্রাইকার হিসেবে তার এই গোলমেশিন পারফরম্যান্সই তাকে ব্যালন ডি’অরের মঞ্চে সবার শীর্ষে নিয়ে আসে। পঞ্চম ইংলিশ ফুটবলার হিসেবে ইতিহাসের পাতায় হ্যারি কেইন হলেন ইতিহাসের পঞ্চম ইংলিশ ফুটবলার যিনি ব্যালন ডি’অর জয়ের গৌরব অর্জন করলেন। ১৯৫৬ সালে প্রথম আসরে স্যার স্ট্যানলি ম্যাথিউস এই পুরস্কার জেতার পর ১৯৬৬ সালে স্যার ববি চার্লটন এবং ১৯৭৮ সালে কেভিন কিগান এই সম্মান অর্জন করেছিলেন। দীর্ঘ সময় পর সেই কিংবদন্তিদের তালিকায় নিজের নাম লেখালেন হ্যারি কেইন। লন্ডনের অনুষ্ঠানে পুরস্কার গ্রহণকালে আবেগাপ্লুত

কেইন তার সতীর্থ, কোচ এবং পরিবারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, “এই অর্জন এককভাবে আমার নয়, বরং মাঠে এবং মাঠের বাইরে যারা আমাকে সবসময় সমর্থন জুগিয়েছেন, এটি তাদের সকলের যৌথ পরিশ্রমের ফল।” এদিকে নারী বিভাগে এবছর ব্যালন ডি’অর জিতেছেন স্পেনের তারকা ফুটবলার ও বার্সেলোনার সাবেক মিডফিল্ডার অ্যালেক্সিয়া পুতেয়াস। এটি তার ক্যারিয়ারের তৃতীয় ব্যালন ডি’অর জয়। তবে এবারের আসরের মূল আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন হ্যারি কেইনই-যিনি তার বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারের মুকুটে যুক্ত করলেন সবচেয়ে উজ্জ্বল রত্নটি।

ঝুঁকিতে নেইমারের বাকি মৌসুম

পোস্ট ডেস্ক : আবারও বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার নেইমার জুনিয়র। ব্রাজিলিয়ান লীগে বাহিয়ার বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করার ম্যাচে লাল কার্ড দেখার পর এবার বড় ধরনের নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়েছেন সান্তোসের এই ফরোয়ার্ড। ‘ভিনিসিয়ুস জুনিয়র রুল’ অমান্য করায় ব্রাজিলিয়ান স্পোর্টস ট্রাইব্যুনাল তার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে। দোষী সাব্যস্ত হলে মৌসুমের বাকি ছয়টি ম্যাচেই নিষিদ্ধ হতে পারেন ৩৪ বছর বয়সী এই মহাতারকা।

গত সপ্তাহে বাহিয়ার বিরুদ্ধে খেলার সময় প্রতিপক্ষ মিডফিল্ডার রদ্রিগো নেস্তোরের সঙ্গে এক উত্তপ্ত বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন নেইমার। কথা বলার সময় হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রাখায় তাকে সরাসরি লাল কার্ড দেখান রেফারি। পরবর্তীতে বাহিয়া ক্লাব কর্তৃপক্ষ এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে নেইমারের বিরুদ্ধে ‘বর্ণবাদী ও আপত্তিকর ভাষা’ ব্যবহারের অভিযোগ তোলে। ম্যাচ শেষে ক্ষোভ প্রকাশ করে বাহিয়া মিডফিল্ডার নেস্তোর বলেন, ‘তিনি আমার সঙ্গে যে ধরনের আচরণ করেছেন এবং যা বলেছেন, তা অত্যন্ত অপমানজনক। আমার প্রতি এবং বাহিয়ার জার্সির প্রতি এটি বড় ধরনের অনাদর।’ তবে নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন নেইমার। মুখে হাত দেয়ার ভুল স্বীকার করলেও কোনো গালিগালাজ করেননি বলে দাবি তার। উল্টো নেস্তোরকে কাঠগড়ায় তুলে



নেইমার বলেন, ‘ফুটবলের সবচেয়ে নোংরা চালগুলোর একটি চলেছে নেস্তোর। ও-ই আগে ঝামেলা শুরু করেছে, আমি কোনো আপত্তিকর কথা বলিনি।’ স্পোর্টস ট্রাইব্যুনালে এই হাই-ভোল্টেজ মামলার গুরুত্বপূর্ণ শুনানি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে ৬ ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা পেলে সান্তোসের হয়ে চলতি মৌসুমের আর কোনো ম্যাচেই মাঠে নামা হবে না নেইমারের। লীগ টেবিলে বর্তমানে আট নম্বরে থাকা সান্তোসের জন্য এই ঘটনা বড় ধরনের ধাক্কা হতে পারে। স্প্যানিশ ও ব্রাজিলিয়ান ফুটবলে রেফারি বা প্রতিপক্ষকে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে আপত্তিকর মন্তব্য করা বন্ধ করতে চালু করা হয়েছে এই কঠোর আইন, যা পরিচিত ‘ভিনিসিউস রুল’ নামে। এখন ট্রাইব্যুনালের রায়ের ওপরই নির্ভর করছে ব্রাজিলিয়ান পোস্টার বয়ের ভাগ্য।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের জুমার খুতবা :

দুঃখে ধৈর্য ও সুখে কৃতজ্ঞতা- তিন ব্যক্তির ঘটনা থেকে শিক্ষা

মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখ, সচ্ছলতা-দারিদ্র্য এবং সুস্থতা-অসুস্থতা-সবই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা। মানুষ সাধারণত বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্টকে পরীক্ষা মনে করে। কিন্তু ধনসম্পদ, সুস্বাস্থ্য ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও যে আল্লাহর পরীক্ষা, তা অনেক সময় ভুলে যায়। প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য হলো বিপদে ধৈর্য ধারণ করা এবং সুখে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা। জীবনের প্রতিটি অবস্থায় আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ রাখা এবং মানুষের কল্যাণে এগিয়ে আসাই একজন মুমিনের দায়িত্ব।

কথাগুলো বলেছেন শায়খ জামাল আবদিনাসির। ১৬ অক্টোবর শুক্রবার ইস্ট লন্ডন মসজিদে জুমার খুতবায় তিনি কথাগুলো বলেন। খুতবার শুরুতে পবিত্র কুরআনের আয়াত উল্লেখ করে দিয়ে তিনি বলেন, মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, ‘নিশ্চয়ই তোমার রব যাকে ইচ্ছা রিজিক বাড়িয়ে দেন এবং যাকে ইচ্ছা সীমিত করে দেন। তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত ও সর্বদৃষ্টা’ (সুরা বনি ইসরাইল, ১৭:৩০)।

তিনি বলেন, আল্লাহ কাউকে সম্পদ দেন, কাউকে অভাবের মধ্যে রাখেন। কাউকে সুস্থতা দেন, কাউকে অসুস্থতার মাধ্যমে পরীক্ষা করেন। এসবের কোনো কিছুই উদ্দেশ্যহীন নয়। আল্লাহ বলেন, ‘আমি তোমাদের ভালো ও মন্দ দ্বারা পরীক্ষা করি।’ (সুরা আশিয়া, ২১:৩৫) এ প্রসঙ্গে তিনি সহিহ বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত পূর্ববর্তী যুগের তিন ব্যক্তির ঘটনা ভুলে ধরেন। তাঁদের একজন ছিলেন কুষ্ঠরোগী, একজন টাকামাথা এবং অন্যজন অন্ধ। তিনজনই ছিলেন দরিদ্র। আল্লাহ তাঁদের পরীক্ষা করার জন্য সাধারণ মানুষের বেশে একজন ফেরেশতা পাঠান।

ফেরেশতা প্রথম ব্যক্তির কাছে জানতে চান, তিনি কী চান। তিনি সুস্থ ও সুন্দর ত্বক ফিরে পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁর রোগ দূর হয় এবং তাঁকে মানুষের বেশধারী ফেরেশতার পক্ষ থেকে উপহার হিসেবে একটি গর্ভবতী উটনী দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় ব্যক্তি সুন্দর চুল ফিরে পান এবং তাঁকে

একটি গর্ভবতী গাভি দেওয়া হয়। তৃতীয় ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং তাঁকে একটি গর্ভবতী ভেড়া দেওয়া হয়। সময়ের ব্যবধানে তিনজনই বিপুল সম্পদের মালিক হন। প্রত্যেকের পশুসম্পদে উপত্যকা ভরে যায়।



শায়খ জামাল বলেন, এরপর ফেরেশতা একদিন অসহায় মুসাফিরের বেশে তাঁদের কাছে ফিরে আসেন। প্রথম ব্যক্তির কাছে সাহায্য চাইলে তিনি নানা অজুহাত দেখিয়ে সাহায্য দিতে অস্বীকৃতি জানান। অতীতের দারিদ্র্য ও অসুস্থতার কথা স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি দাবি করেন, এসব সম্পদ উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তিও একই আচরণ করেন। ফলে তাঁদের আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন আচরণ করেন। তিনি বলেন, ‘আমি অন্ধ ছিলাম, আল্লাহ আমাকে দৃষ্টিশক্তি দিয়েছেন। আমি দরিদ্র ছিলাম, আল্লাহ আমাকে সম্পদ দিয়েছেন। আপনার যত প্রয়োজন নিয়ে যান।’

তখন ফেরেশতা জানান, এটি ছিল আল্লাহর পরীক্ষা। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং অপর দুই ব্যক্তির প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। এই ঘটনার শিক্ষা তুলে ধরে খতিব আবদি-নাসির বলেন, প্রথম শিক্ষা হচ্ছে সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা। অভাবের মধ্যে ধৈর্য ধরতে হবে

এবং প্রাচুর্যের মধ্যে অতীতের কষ্ট ভুলে যাওয়া যাবে না। রাসুলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, ‘তোমরা নিজেদের চেয়ে নিচের অবস্থানের মানুষের দিকে তাকাও, উপরের অবস্থানের মানুষের দিকে নয়। তাহলে আল্লাহর নিয়ামতকে তুচ্ছ মনে করবে না।’ (সহিহ মুসলিম)

তিনি বলেন, দ্বিতীয় শিক্ষা হলো জীবনের পরীক্ষা

ফেরেশতা প্রথম ব্যক্তির কাছে জানতে চান, তিনি কী চান। তিনি সুস্থ ও সুন্দর ত্বক ফিরে পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁর রোগ দূর হয় এবং তাঁকে মানুষের বেশধারী ফেরেশতার পক্ষ থেকে উপহার হিসেবে একটি গর্ভবতী উটনী দেওয়া হয়

অপেক্ষায় রয়েছেন। তাঁদের সাহায্যের সুযোগকে এড়িয়ে না গিয়ে কাজে লাগাতে হবে। অর্থ দিয়ে সাহায্য করা সম্ভব না হলেও সময়, পরামর্শ, সহানুভূতি ও ভালোবাসা দিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানো যায়।

রাসুলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করেন।’ (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

খুতবার শেষাংশে শায়খ জামাল আবদি-নাসির মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমাদের সেই দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়া ব্যক্তির মতো হতে হবে, যিনি বিপুল সম্পদের মালিক হয়েও নিজের

অতীত এবং আল্লাহর অনুগ্রহ ভুলে যাননি। আমাদের মনে রাখতে হবে, সম্পদ ও সুস্থতা চিরস্থায়ী নয়। আল্লাহ যখন যা দিয়েছেন, তার জন্য কৃতজ্ঞ থাকতে হবে এবং মানুষের কল্যাণে তা কাজে লাগাতে হবে।

পরিশেষে তিনি মহান আল্লাহর কাছে বিপদে ধৈর্য, সুখে কৃতজ্ঞতা এবং মানুষের প্রতি উদারতা প্রদর্শনের তাওফিক কামনা করেন।

শায়খ জামাল আবদিনাসির : অতিথি খতীব, ইস্ট লন্ডন মসজিদ এন্ড লন্ডন মুসলিম সেন্টার। জুমার খুতবা, ১৬ অক্টোবর ২০২৬।



Tareq Chowdhury
Principal

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS

**ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে
যে কোন আইনগত পরামর্শের
জন্য যোগাযোগ করুন**

Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970

102 Cranbrook Road, Wellesley House,
2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

Netanyahu bloc loses majority as most ballots counted

Post report : Hours before the final results from Israel's elections were in, several things were clear. Benjamin Netanyahu's far-right coalition had lost its mandate, and the opposition had a firm majority. But most of Israel's Jewish opposition ruled out governing with Palestinian-led parties, in the course of a racist election campaign in which Netanyahu painted Palestinian citizens as an enemy inside the state.

The self-imposed ban on a broader opposition alliance, if it holds, offers Netanyahu the prospect of turning his defeat into another term in office – or at least a prolonged mandate as caretaker prime minister and perhaps another round of elections.

This confected barrier to unseating Netanyahu became the focus of Israeli media and analysts. "No Clear Government" announced the newspaper Israel Hayom. "Road to Unity Government Has Been Paved", read an article on Channel 12. Yair Golan, leader of the centre-left Democrats, attacked that framing. "Netanyahu lost. I know how to count," he said in a



statement calling for a government with Palestinians, who make up about 20% of Israel's population.

We must no longer accept Netanyahu's racist division between Jewish votes and Arab votes. We have a majority. We have a responsibility. And we have an opportunity to form a change government in partnership with Arab citizens of Israel.

Other Israelis were even more direct. "If you stop being racist two amazing things will happen to you," musician Yali Sobol wrote in a Facebook post. "First, you will stop being racist. Second, you will discover you have won."

While Palestinian-led parties do not describe themselves as Zionist, neither do some of the ultra-Orthodox groups who are a key part of Netanyahu's current coalition.

A survey taken as polls closed on election day showed that a clear majority of opposition voters supported forming a government with the Palestinian-led Ra'am in order to unseat Netanyahu, political psychology researcher Eran Halperin said.

But opposition leaders were silent on Wednesday, as they apparently tried to balance their desire to unseat Netanyahu with promises against working with Palestinians.

Former general Gadi Eisenkot, who leads the biggest opposition party, has not directly ruled out governing with Palestinians but laid out conditions that made it politically impossible for them to join a coalition.

Palestinians have been clearer about their priorities. "We are ready and prepared to pave the way for the ousting of the Netanyahu government," Yousef Jabareen, leader of the larger Joint List, said on Wednesday. "The change comes through Jewish-Arab partnership."

For Palestinian citizens facing surging crime, discrimination and home demolitions inside Israel and watching family and friends endure ethnic cleansing in the occupied West Bank and a war of annihilation in Gaza, that was viscerally true, and they came out in record numbers. Israel describes itself as a Jewish and democratic state. If the representatives of Palestinians are now effectively excluded from government because of their race, Netanyahu will have turned that promise into more of a choice – between a Jewish future or a democratic one.

Priority Seat; But Where Is Humanity?

BY Jannatul Ferdous Doly

A seat may seem a little thing,
But it can give a tired heart a wing.
For someone weak, for someone old,
A simple seat is worth more than gold.

I see them standing, tired and slow,
While others sit and never know
The silent pain behind their eyes,
While phone screens hide their minds.

A pregnant woman standing there,
A vulnerable mother, needing care.
An elderly man with a walking stick,
Yet some remain seated, cold and still.

Priority seat what does it mean?
Is it only a sign to be seen?
Or does it call our hearts to wake,
To give a little for another's sake?

Please Give up your seat, you lose no pride,
Let kindness be your heart's true guide.
For what we give will come back some seat.

One little seat, one little care,
Can make a heavy journey fair.
And in that moment, we may see
A better world begins with humanity.

Use of AI in immigration system is creating an 'automated hostile environment'

Desk report : A very comprehensive new report by the Open Rights Group (ORG) examines the Home Office's expanding use of artificial intelligence (AI) in the UK's immigration system. It warns that the technology is being woven into crucial parts of the immigration system and it is set to shape all of it.

The 105-page report, Automated Discrimination: Unpacking the Digital Hostile Environment, can be downloaded here.

ORG argues that successive UK governments, including the current Labour administration, have increasingly turned to AI to manage immigration and border control, treating migration as a technical problem that can be addressed through technological solutions. Fabio Chiusi, the author of the report, commented: "The way in which the UK is rushing towards the adoption of artificial intelligence in the immigration system is a textbook example of technological solutionism. Driven by a securitised, repressive approach to migration, the UK's embrace of AI

can only reinforce the illusion that immigration is a technological bug at the heart of British society — one that only technologies of discrimination and control can fix."

The report details a range of AI applications being trialled or used in the immigration system, including estimating the age of asylum seekers, summarising asylum interviews and immigration policies, helping prioritise asylum claims, searching mobile phones for evidence of suspected immigration offences, and automatically flagging potentially 'sham' marriages.

It also describes a shift towards more proactive enforcement, with live facial recognition trialled at the Port of Holyhead to identify people subject to deportation orders, alongside predictive analytics and risk assessment tools such as the Home Office's Cerberus project, which is intended to identify potential threats.

ORG says the Home Office's use of AI raises a number of grave concerns.

The report states: "The UK frames

itself as a technology 'adoption nation', a term coined by the Government to signal AI's rapid integration into an all-encompassing array of administrative functions. However, the term obscures a dark side made of bias, discrimination, entrenched privilege, and locked-in surveillance technologies that provide the infrastructure for authoritarian repression, as demonstrated in the AI-informed mass deportations and abuse seen from the Trump administration."

According to the report, AI relies on pattern matching rather than 'intelligence' and it can reproduce or amplify bias in their data, potentially leading to discriminatory outcomes for migrants and people seeking asylum. It explains: "[D]eep learning algorithms do more than produce logical outputs. They also reveal and reinforce societal power imbalances by identifying and generating patterns from datasets that contain hostile narratives about migration. This turns the technology into a political instrument that both implements and shapes immigra-

tion and border procedures."

The use of generative AI to summarise asylum interviews is highlighted as particularly problematic. The report warns that such tools can produce inaccurate summaries or introduce information that was not present in the original material, potentially affecting the assessment of asylum claims.

Transparency is another major concern. According to the report, Home Office responses to freedom of information requests have often been limited by national security exemptions, leaving significant gaps in public understanding of how AI systems are being used, what safeguards exist and how they affect decisions.

The report says the systems "operate in near-total secrecy" and it notes: "Opacity is a foundational issue, affecting all analyses of the use of AI in immigration. How can the public determine in an evidence-based manner whether Anduril towers deployed in the Channel actually contribute to saving lives or ending them, when

their very existence is shrouded in secrecy and the results of their operations are forcefully kept out of the public record? How can the public judge whether automated risk assessments performed by Cerberus ultimately result in the automation of racial profiling when we cannot even know whether it is based on rules or machine learning algorithms?"

ORG also raises concerns about the role of private contractors, noting that many technologies used in UK immigration and border operations are supplied by foreign companies, including firms based in the US and Israel.

The report sets out five broad recommendations: rejecting the use of AI as a substitute for addressing the underlying causes of immigration policy problems; introducing stronger regulation of high-risk systems; improving transparency and public accountability; reducing dependence on powerful technology companies; and addressing the wider political and policy context in which AI is deployed.

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM

MADRASHA & ORPHANAGE

UK Charity No. 1126168

NGO Affairs Bureau Bangladesh

Registration No- 3052

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ

Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.

Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357



Welfare



Orphanage



Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:

Lillah Sadaqah Zakat Fitra

Fidya Kaffara Qurbani

CAN DONATE VIA :

Paypal: shahbagjamia@yahoo.com

Online: www.shahbagjamia.com

Telephone: 0798 335 7324

UK Bank Details:

Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank

Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608

B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U

IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS

Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00

Shops (permanent income for Orphanage)
Per Shop £2500.00

Class/Living Room for Orphanage
Per Room £3000.00

**Support Needed FISHERY Project to
Generate Permanent Income for
Madrasha & Orphanage**

33 Decimal Land £1000, One Cow £400
Minnow (Fishery), Tree plant £100

Ashab-e-Badr Fund
one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:

Maulana Abdul Hafiz, Principal

Mobile: 0798 335 7324

e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com



By Shofi Ahmed

Could Bangladesh Reach the Moon for \$75 Million Less Than Dhaka's Mosquito-Control Budget?

Could Bangladesh reach the Moon for less than \$75 million?

For many Bangladeshis, the immediate answer would be no. Yet neighbouring India landed a robotic spacecraft on the Moon in August 2023 with a reported mission budget of approximately \$75 million.

Here is the surprise. According to an investigation published by The Business Standard in June 2026, Dhaka's two city corporations allocated more than Tk1,037 crore for mosquito control over ten financial years—equivalent to more than \$80 million at recent exchange rates. That is more than the reported cost of India's lunar mission.

NIS English 16-30 September, 2023+1

The comparison concerns budget allocations over a decade, not audited expenditure, and certainly does not suggest diverting money from dengue prevention.

But it raises an extraordinary scientific question: What would Bangladesh actually need to reach the Moon?

Bangladesh has already taken its first step

In 2017, three Bangladeshi students accomplished something remarkable.

Working at Japan's Kyushu Institute of Technology, they designed, developed and assembled BRAC Onnesha, a nanosatellite measuring approximately ten centimetres along each side.

The spacecraft was transported to the International Space Station and deployed into Earth orbit on 7 July 2017. Its development

demonstrated that Bangladeshi students could participate directly in spacecraft engineering—not merely study it in textbooks.

BRAC University+1

The achievement was modest in scale but important in principle.

Building a nanosatellite requires knowledge of electronics, software, communications, power management and the challenges of operating hardware in space.

Bangladesh also has experience operating a commercial communications satellite, launched in 2018, although the spacecraft was manufactured overseas.

The Bangladesh Space Research and Remote Sensing Organization (SPARRSO) works in satellite applications and remote sensing.

More recently, students at Ahsanullah University of Science and Technology have pursued indigenous nanosatellite

engineering. Their reported work includes a locally developed onboard computer and experimental communications systems. These are development achievements, not yet evidence of an operational spacecraft in orbit.

The Daily Star

Together, these activities reveal a promising foundation—but not yet an integrated lunar programme.

respond to hazards within fractions of a second.

Such autonomy must be tested against possible failures before launch.

There is another engineering reality often overlooked: a successful satellite component does not guarantee a successful spacecraft.

An engine, navigation computer and communication system may each work perfectly in isolation yet

CubeSat experience by developing a small spacecraft for a lunar mission supported by international partners.

NASA's CAPSTONE spacecraft demonstrated how a relatively small satellite could successfully operate in lunar orbit and test advanced navigation technologies. NASA

For Bangladesh, the primary challenge would not simply be

demonstrating the necessary engineering maturity through less demanding missions.

The economics of ambition Could Bangladesh afford a lunar mission?

The answer depends on what kind of mission it chooses—and which capabilities it wants to develop domestically.

Purchasing a launch service is different from building a spacecraft. Building one spacecraft is different from establishing a national aerospace industry.

Each carries distinct costs, risks and long-term benefits.

There is also a broader economic opportunity.

The expertise required for space engineering overlaps with precision electronics, robotics, software, advanced manufacturing, telecommunications and autonomous systems.

These capabilities could support Bangladesh's existing needs in environmental monitoring, agriculture, disaster management and maritime research.

However, such benefits cannot simply be assumed. They require measurable research outputs, qualified personnel, credible industrial partnerships and accountable public investment.

An effective national programme would therefore begin with achievable scientific objectives rather than an impressive price tag.

The next step may be closer than the Moon

Bangladesh's most important immediate space achievement might not involve travelling hundreds of thousands of kilometres.

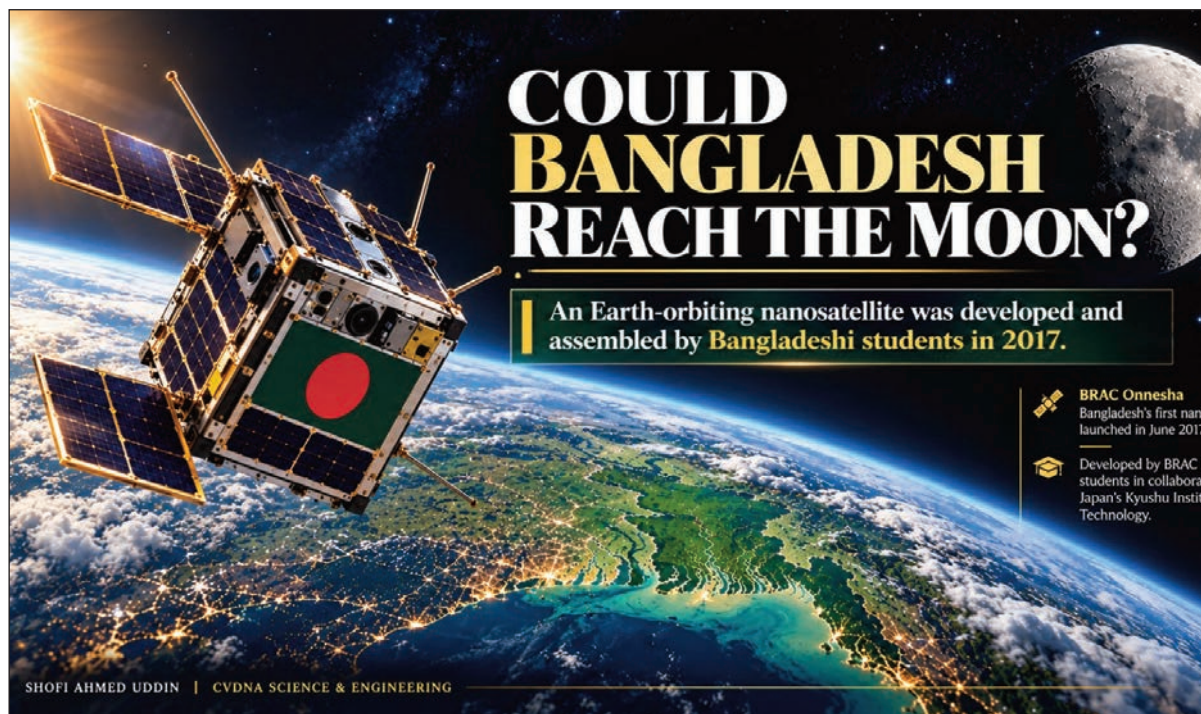
It could be designing, assembling, testing and successfully operating a new satellite through a predominantly domestic engineering programme.

Such an achievement would establish experience in spacecraft manufacturing, component qualification, systems integration and mission operations.

From there, Bangladeshi researchers could pursue more demanding international projects. The students who developed BRAC Onnesha demonstrated that Bangladesh possesses people

capable of contributing to space engineering. The challenge is to transform individual achievements into sustainable national capabilities.

A country's path to the Moon does not begin when a rocket leaves Earth. It begins when its scientists and engineers acquire the knowledge, facilities and institutional support to make the next mission possible.



Why reaching the Moon is so difficult

The Moon is approximately 384,400 kilometres from Earth. But distance alone is not the greatest obstacle.

A lunar spacecraft must follow a precisely calculated trajectory while travelling through a changing gravitational environment.

A small error in velocity can produce a substantial deviation over several days. Engineers must therefore continuously estimate the spacecraft's position, calculate corrections and manage limited onboard fuel.

Communications present another hidden difficulty.

A ground station in Bangladesh cannot maintain uninterrupted contact with a lunar spacecraft simply because the Moon is not continuously visible from one location. International lunar missions consequently rely on carefully coordinated tracking and communications infrastructure.

Even radio signals require approximately 1.3 seconds to travel one way between Earth and the Moon.

During a landing, that delay becomes critical.

A spacecraft descending towards the lunar surface cannot depend on a person in mission control making every decision. Its onboard computer must interpret sensor readings, adjust propulsion and

fail when integrated.

For Bangladesh, developing reliable systems engineering, testing facilities and mission operations may therefore matter more than acquiring a rocket.

Four realistic pathways towards the Moon

Bangladesh does not have to attempt a lunar landing immediately. There are four progressively demanding possibilities.

1. Participate in an international lunar mission

The most accessible opportunity may lie in contributing scientific research, software, instruments or data analysis to an existing programme.

In April 2025, Bangladesh became the 54th country to sign the NASA-led Artemis Accords, establishing its commitment to principles for peaceful and responsible space exploration.

The agreement does not guarantee participation in NASA missions. It does, however, provide a framework for potential international cooperation.

NASA

Bangladeshi universities could seek opportunities in lunar image analysis, scientific modelling, communications and instrument development.

2. Develop a lunar nanosatellite Bangladesh could build upon its

spacecraft size. Deep-space communications, propulsion, radiation tolerance and navigation would require capabilities well beyond those demonstrated by a student satellite in low Earth orbit.

3. Build an independent lunar orbiter A more ambitious mission could involve a Bangladesh-led spacecraft designed to orbit the Moon and investigate its surface or environment.

This would require substantial expertise in trajectory design, propulsion, thermal management, spacecraft integration and mission control.

The scientific benefits could include lunar mapping and specialised measurements.

However, an orbiter would represent a major engineering undertaking, requiring sustained institutional investment and external technical cooperation.

4. Attempt a robotic lunar landing The most demanding option would be developing a spacecraft capable of landing safely on the lunar surface.

Landing requires precise navigation, controlled deceleration, hazard detection and autonomous decisions during the final descent. Even technologically advanced space programmes have experienced failures at this stage. Bangladesh could pursue this ambition eventually, but only after

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

ব্রিটেনে গৃহহীনদের পুনর্বাসন

স্টাফ রিপোর্টার :

শীতের তীব্রতা ও বড়দিনকে সামনে রেখে যুক্তরাজ্যের পথে-ঘাটে রাত কাটানো ভাসমান ও গৃহহীন মানুষদের স্থায়ীভাবে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে আসতে এক যুগান্তকারী ও বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে ব্রিটিশ সরকার। প্রধানমন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট দফতরের যৌথ ঘোষণায় জানানো হয়েছে, চলতি বছরের বড়দিনের আগেই দেশের কোনো নাগরিককে যেন খোলা আকাশের নিচে বা কনকনে শীতে রাস্তায় রাত কাটাতে না হয়, সে লক্ষ্যেই এই মেগা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

এই উদ্যোগের আওতায় স্থানীয় কাউন্সিল ও গৃহায়ন সংস্থাগুলোর জন্য জরুরি তহবিল বরাদ্দ দ্বিগুণেরও বেশি



বাড়ানো হয়েছে। অতিরিক্ত এই অর্থ ভিত্তিতে অস্থায়ী আবাসন, উষ্ণ আশ্রয়কেন্দ্র এবং পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর ব্যবহার করে গৃহহীনদের জন্য জরুরি

শয্যাসংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হচ্ছে। শুধু মাথা গোঁজার ঠাই নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদে তাদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে স্বাস্থ্যসেবা, মানসিক স্বাস্থ্য কাউন্সেলিং এবং ড্রাগ বা অ্যালকোহল আসক্তি থেকে মুক্তির বিশেষ থেরাপির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এই কার্যক্রমে।

পাশাপাশি, গৃহহীনদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে বিভিন্ন দাতব্য সংস্থা ও স্থানীয় ব্যবসার সাথে যৌথভাবে কাজ করছে সরকার। সরকারের লক্ষ্য কেবল সাময়িক শীত নিবারণ নয়, বরং তাদের স্থায়ী আবাসন বা পার্মানেন্ট হোমে স্থানান্তরিত করা, যাতে ভবিষ্যতে তাদের পুনরায় রাস্তায় ফিরে আসার ঝুঁকি চিরতরে দূর হয়। --১৭ পৃষ্ঠায়

হৃদিস মিলছে না ইরানের ৪৪০ কেজি সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের

পোস্ট ডেস্ক :

ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির ওপর আন্তর্জাতিক নজরদারি নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। দেশটির কাছে থাকা উচ্চমাত্রায় সমৃদ্ধ ৪৪০ কেজি ইউরেনিয়ামের অবস্থান নিশ্চিত করতে পারছে না আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (আইএইএ)। ২০২৫ সালের জুনে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার পর সংস্থাটির পরিদর্শকেরা ইরান ছাড়তে বাধ্য হন। এরপর এক বছরের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও দেশটির পারমাণবিক উপাদানের হিসাব যাচাই করা সম্ভব হয়নি। মঙ্গলবার (২৭ অক্টোবর) জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে এ তথ্য জানান আইএইএর মহাপরিচালক রাফায়েল গ্রোসি। নিরাপত্তা পরিষদে গ্রোসি বলেন, ইরানের

সঙ্গে আইএইএর সুরক্ষা চুক্তির আওতায় থাকা কোনো পারমাণবিক উপাদান অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়নি, তা এখনো যাচাই করতে পারেনি সংস্থাটি। এ অনিশ্চয়তা দূর করা সম্ভব হলেও সে জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি বলে মন্তব্য করেন তিনি।

গত মাসে আইএইএর পরিচালনা পর্ষদ ইরানের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব পাস করে বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে নিরাপত্তা পরিষদে পাঠায়। এর পর মঙ্গলবার ১৫ সদস্যের পরিষদে প্রথমবারের মতো ব্রিফিং দেন গ্রোসি। পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধে আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘনের অভিযোগে গত ২০ বছরের মধ্যে এই প্রথম ইরানকে নিরাপত্তা পরিষদে তোলা হয়েছে। গত ৯ সেপ্টেম্বর প্রস্তাবটির --১৭ পৃষ্ঠায়



গায়ক ইন্দ্রনীল সেন শ্রেফতার

পোস্ট ডেস্ক :

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সংগীতশিল্পী ও সাবেক মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনকে গ্রেপ্তার করেছে কলকাতা পুলিশ। দুর্গাপূজার ডোনার পাস বিক্রি করে ৬৫ থেকে ৭৮ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে করা মামলার তদন্তের মধ্যে তাকে গ্রেপ্তার করা হলো। বুধবার (২৮ অক্টোবর) কলকাতার সল্টলেকে --১৭ পৃষ্ঠায়

সাত বছরে ইসরাইলে কেন ছয় নির্বাচন?

পোস্ট ডেস্ক :

ইসরাইলের রাজনৈতিক অঙ্গনে দীর্ঘস্থায়ী অস্থিরতার কারণে ২০১৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত মাত্র সাত বছরের ব্যবধানে দেশটির নাগরিকদের ছয়বার জাতীয় নির্বাচনে ভোট দিতে হয়েছে। এর মূল কারণ হলো, বিগত বছরগুলোতে দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর শিবির কিংবা তার বিরোধীপক্ষের কোনো পক্ষই কখনো সরকার গঠনের মতো একটি স্থিতিশীল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন --১৭ পৃষ্ঠায়

নাইজেরিয়ায় ইসলামি বক্তাকে গুলি করে হত্যা

পোস্ট ডেস্ক :

নাইজেরিয়ার উত্তরাঞ্চলে নিজ বাড়ির সামনে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে ইয়াহায়া মাসুসুকা নামের এক বিতর্কিত ইসলামি বক্তাকে। কবরের মধ্যে মৃত ব্যক্তিকে দুই ফেরেশতার প্রশ্ন করার প্রচলিত বিশ্বাস নিয়ে আপত্তি জানিয়ে বক্তব্য দেওয়ায় তিনি আলোচনায় ছিলেন।

বুধবার (২৮ অক্টোবর) বিবিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৪৭ বছর বয়সী মাসুসুকা সোমবার সন্ধ্যায় কাতসিনা রাজ্যের দুতসিন মা শহরে নিজের বাড়ির সামনে অতিথিদের বিদায় জানাচ্ছিলেন। এ সময় মোটরসাইকেলে করে আসা দুই হামলাকারী তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এ ঘটনায় তার এক অতিথিও গুলিবিদ্ধ হন। পরে দুজনকেই হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

হত্যাকাণ্ডের কারণ এখনো স্পষ্ট নয়। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাকে হত্যার ছমকি দেওয়া হয়েছিল। এসব মাধ্যমে নিয়মিত ভিডিও প্রকাশ করে তিনি ইসলামের প্রচলিত কিছু বিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন তুলতেন। মাসুসুকা মূলত পবিত্র কোরআনের ভিত্তিতে তার বক্তব্য দিতেন। হাদিসের কিছু বর্ণনা নিয়েও প্রশ্ন তুলতেন তিনি। বিশেষ করে মৃত্যুর পর কবরে দুই

ফেরেশতা এসে মৃত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করেন, ইসলামে ব্যাপকভাবে প্রচলিত এই বিশ্বাসটি তিনি মানতেন না। এর আগে হাদিস ও অন্যান্য ধর্মীয় শিক্ষা নিয়ে বিশ্বাসের কারণে সম্মানিত ইসলামি পণ্ডিতদের উপহাস করার অভিযোগে তাকে নয় মাস কারাগারে থাকতে হয়েছিল।



১৩ বছর বয়সে কোরআনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় বক্তব্য দেওয়া শুরু করেন মাসুসুকা। পরে মিসরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন এবং ওমানে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে নিজ বাড়িতে একটি স্টুডিও স্থাপন করে ধর্মীয় বক্তব্য রেকর্ড করতেন তিনি। সেসব বক্তব্য

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হতো।

বিতর্কিত মতের জন্য পরিচিত হলেও সহিংস উগ্রবাদ ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে সরব ছিলেন মাসুসুকা। নাইজেরিয়ায় মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে আন্তর্ধর্মীয় সংলাপ এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পক্ষে কথা বলতেন তিনি। এ কাজের স্বীকৃতি



এবার বিক্ষোভে উত্তাল ইন্দোনেশিয়া

পোস্ট ডেস্ক :

ইন্দোনেশিয়ায় অর্থনৈতিক সংকট, দুর্নীতি এবং ভয়াবহ দাবানল মোকাবিলায় সরকারের ভূমিকার প্রতিবাদে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে। বুধবার রাজধানী জাকার্তার কেন্দ্রস্থলে হাজারো মানুষ বিক্ষোভ করেন। দেশটির

অন্যান্য শহরেও বিক্ষোভ হয়েছে। ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপি তাদের এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, বিক্ষোভকারীদের অনেকে ডিস্টোপীয় কাহিনি নির্ভর চলচ্চিত্র ও বইয়ের সিরিজ ‘দ্য হাজার হাজার মানুষ বিক্ষোভ করেন। দেশটির

শাহজালালে দুই যাত্রীর কাছ থেকে ২৪ কোটি টাকার স্বর্ণের পেস্ট উদ্ধার

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দুই বিদেশি যাত্রীর পোশাকের ভেতরে সেলাই করে লুকিয়ে আনা ১২ কেজি স্বর্ণের পেস্ট উদ্ধার করেছে ঢাকা কাস্টমস হাউস। উদ্ধার করা স্বর্ণের আনুমানিক বাজারমূল্য ২৪ কোটি টাকা।

বুধবার (২৮ অক্টোবর) বিকেল ৫টা ১৫ মিনিটে দুবাই থেকে আসা এমিরেটসের ইকে-৫৮৬ ফ্লাইটের যাত্রীদের তল্লাশি করে এসব স্বর্ণ উদ্ধার করা হয়। ঢাকা

কাস্টমস হাউসের প্রিভেন্টিভ টিম অভিযানটি পরিচালনা করে। কাস্টমস সূত্রে জানা যায়, ইমিগ্রেশন কার্যক্রম শেষে ব্যাগেজ বেল্ট-২ এলাকায় আসেন চেন লিউইউন ও মো শিয়াওউউ নামের দুই যাত্রী। তাদের সন্দেহজনক গতিবিধির পর তল্লাশি চালানো হয়। এ সময় জিপ্সের প্যান্ট ও অন্তর্বাসের ভেতরে কাপড় দিয়ে সেলাই করে লুকিয়ে রাখা নরম হলুদ রঙের স্বর্ণের পেস্ট পাওয়া যায়। কাস্টমস কর্তৃপক্ষ --১৭ পৃষ্ঠায়

BANGLA POST - 24 YEARS OF KEEPING YOU POSTED! | বাংলা পোস্ট - ২৪ বছর আপনাদের সাথে!

To advertise in Bangla Post
Please call 020 3633 2545 or advertising@banglapost.co.uk
www.banglapost.co.uk